Contents

প্রথম সংখ্যা/১৬শ বর্ষ

পৌষ ১৩৭৬ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

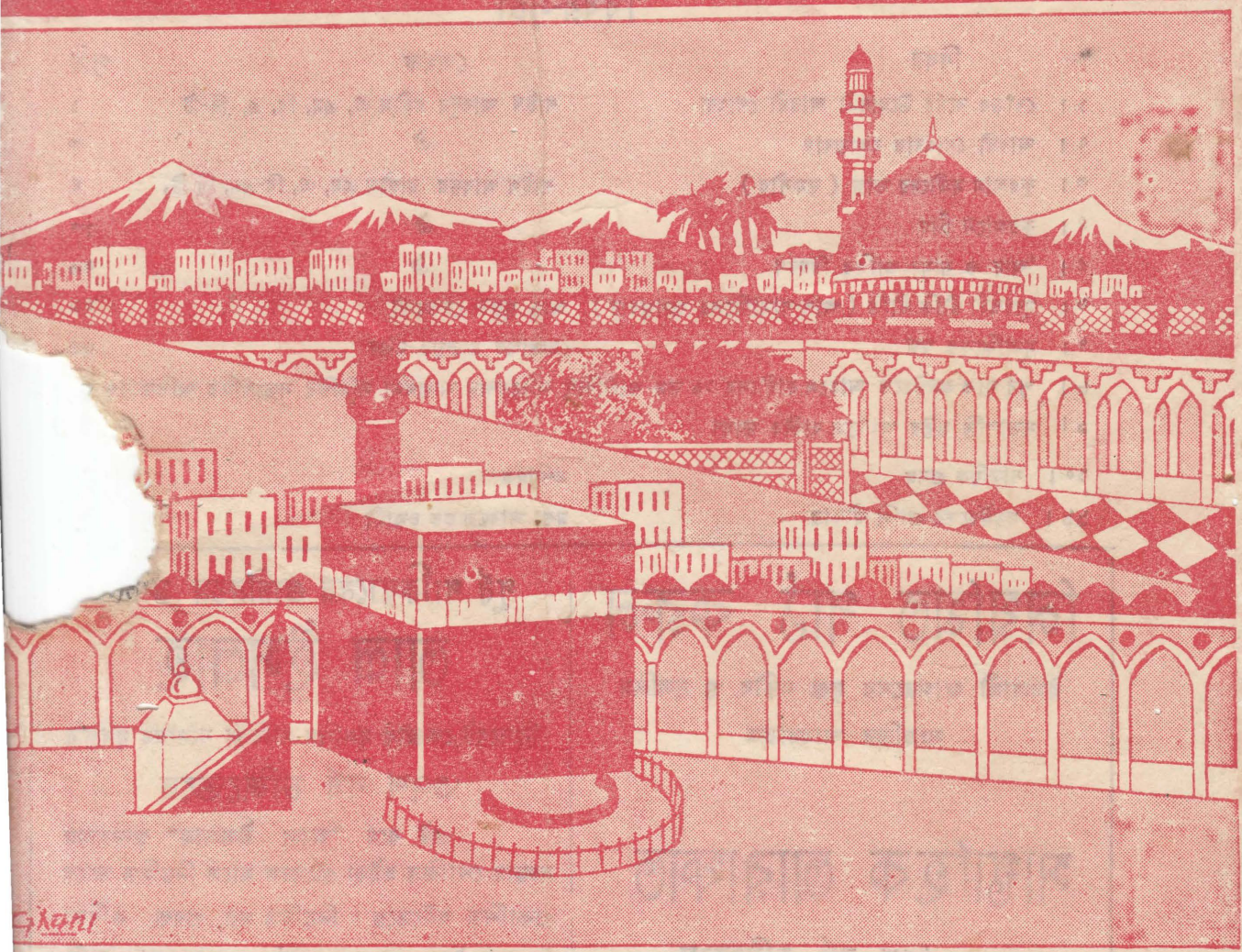

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

ষোড়শ বর্ষ—১ম সংখ্যা

পৌষ,—১৩৭৬ বাংলা

জানুয়ারী ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ ;

শওওয়াল,—১৩৮৯ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ষোড়ষ বর্ষের উদ্বোধনী আরবী খোৎবা	শাইখ আবদুর রহীম এ, এম, বি, এ, বি-টি	১
২।	আরবী খোৎবার বঙ্গানুবাদ	ঐ	৩
৩।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	৫
৪।	কুরআনে চাঁদ	ঐ	১০
৫।	'আদ ও সামূদ জাতির বিবরণ	ঐ	২৩
৬।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ যূসুফ দেওবন্দী	২৯
৭।	মুনাফিকের স্বপ্ন	মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ	৩৪
৮।	পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের ১৬ তম কাউন্সিল অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ		
৯।	সভাপতি ডক্টর আবদুল বারীর ভাষণ		
১০।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	
১১।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	মওঃ আবদুল হক হক্কানী	

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৩শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৮'০০ ষান্মাসিক : ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাষী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দরঅঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

فاتحة السنة السادسة عشر

الحمد لله الواحد الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهو الذى نزل الفرقان على عبده بمنه وكرمه ليهدى الانس والجن سبيل الرشاد، فهدى بالقران من اراد منهم ان يبلغ علو المراتب بدخول الجنة وهو المراد، فالله هو الوهاب وعد النصرة للعباد الذين امنوا به وبرسوله وهو لايخلف الميعاد، والصلوة والسلام على سيد الانبياء، وعلى اله الاتقياء، محمد المجتبى واحمد المصطفى، الذى ارسله الله كافة للناس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلوة وسلاما دائما زاكيا كثيرا كثيرا •

اما بعد فيا ايها الاخوان ان المجلة "ترجمان الحديث" وطئت فى طريقها المنزل الخامس عشرة فى الشهر الماضى، وباسم الله العلى العظيم اقبلت الى المنزل السادس عشرة فى الشهر الجارى، فسارت الطريق الطويل بلا خوف لومة لائم، وهمت ان تتقدم الى المنازل المستقبلة باخلاصها الدائم، متوكلة على الله حق التوكل وكفى بالله وكيلا، وراجية منه اجرا جزيلا •

ايها القراء الكرام! ان اكثر سكان هذه الديار، من القرى والمدن والامصار، يتكلمون باللغة البنغالية، وليست في لغتهم سوى ترجمان الحديث مجلة اسلامية، فها لها شأن عظيم، لانها تعظهم بالقرآن الحكيم، وتدعوهم الى سنة النبى الكريم، صلى الله عليه وسلم •

اما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلاهما سميا بالحديث فى كلام الله وفى كلام رسوله، فها هذه المجلة تترجمهما وترفع اصواتهما وتعلى شانهما فوافق اسمها بمسماها بتسميتها بترجمان الحديث •

الاوهى التى تبشر قراءها بحسن عاقبة الايمان بالتوحيد واتباع السنة بالبرهان، وتنذرهم بسوء عاقبة الشرك والكفر والالحاد والبدعة والفسق والعصيان •

ايها الاخوان! ان الزمان الحاضر ضاق على المسلمين المخلصين فشق عليهم الاستقامة فى الايمان والاسلام وكادوا ان يكونوا اسارى فى شرك الملحدين والمبتدعين •

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فاكثرهم قد نسوا البشارة من الله عزوجل "وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين" فلضعف ايمانهم تحترق قوة الالحاد والشرك والكفر والبدع الجديدة وان ترجمان الحديث تقابلها بقوتها المحدودة الضئيلة، فهي تنصح الناس بمضامينها المختلفة وتبين لهم حقائق الاسلام بالايات الكريمة والاحاديث الصحيحة

الا ان المسلمين في هذا العصر قد اصيبوا بالاختلافات المذمومة الموبقة، والامراض القلبية المهلكة، من البغض والحسد والطغيان، وان ترجمان الحديث قد اوجبت على نفسها ازالة تلك المنازعات بردها الى الله ورسوله على رغم انف اصحاب الراى والهذيان، حسب ما امر الله تعالى بقوله: فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله ورسوله، وتلك الامراض بالمواعظ الحسنة الملتقطة من الكتاب: واحاديث الرسول المتضمنة فصل الخطاب، الا انه قد اوضح مقصد المجلة واضعها ومديرها الاول العالم الالمعى والفاضل اللوذعى من الصلحاء الابرار، العلامة عبد الله الكافى القرشى ادخله الله الجنة دار القرار، ونحن نكرر في هذه الصفحة ما قال الموصوف قبل خمسة عشر سنة تذكرة لاولى الابصار•

الحق ان هذه المجلة قد رفعت لواء الهدى والتبيان، واقامت سدا امام سبل الضلال والطغيان، فهى البشير الفرقان والنذير العريان، فالالتجاء الاكيد والرجاء منكم ايها الاخوان ان تقوموا لاقامة مجلتكم هذه حق الاقامة، وتنصروها حق النصرة، فان من نصرها فقد نصر الاسلام ومن ينصر الاسلام ينصره الله•

واخيرا نسال الله التوفيق والاعانة فى مسلك ترجمان الحديث وان يجعلها باقية لخدمة المسلمين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فقط•

الشيخ عبد الرحيم

www.ahlehadeethbd.org

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লাহের নামে

ষোড়শ বর্ষের উদ্বোধনী খুতবা

প্রশংসা মাত্রই এক অদ্বিতীয় অনন্যনির্ভর আল্লাহেরই জন্য। তিনি কাহারও জনক নহেন, জাতও নহেন এবং তাঁহার সমকক্ষও কেহই নাই। তিনি মানব ও জিন্ন জাতিকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় নিজ দাসের প্রতি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পৃথককারী 'আল্-ফুরকান' গ্রন্থ নাযিল করেন। অনন্তর ঐ ফুরকানযোগে জিন্ন ও ইনসানদের মধ্যে যাহাদিগকে তিনি ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে তাহাদের অভিলষিত জান্নাতে দাখিল করিয়া উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কেননা, পরম দাতা আল্লাহের প্রতি ও তাঁহার রাসূলের প্রতি তাঁহার যে সব বান্দা ঈমান রাখে তাহাদিগকে তিনি সাহায্য ও বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি পূর্বাহ্নেই দিয়াছেন—আর তিনি তো প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

আর আল্লাহের বিশেষ অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা নামিয়া আসুক নাবীদের নেতা, আল্লাহের মনোনীত মুহাম্মদ ও মনঃপুত আহমাদের প্রতি, যাঁহাকে আল্লাহ সমগ্র মানব ও জিন্ন জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহেরই নির্দেশে তাঁহারই দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেন।

অতঃপর, হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! 'তর্জুমানুল হাদীস মাসিক পত্রিকাটি তাহার চলার পথে গত মাসে পঞ্চদশ মানযিল অতিক্রম করিল এবং সুউচ্চ মহান আল্লাহের নাম লইয়া বর্তমান মাসে ষোড়শ মানযিলের দিকে অগ্রসর হইতে চলিল। সে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় না করিয়া সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিল। অনন্তর সে আল্লাহের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া আর নির্ভরযোগ্য হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর প্রতিদান লাভের আশা পোষণ করিয়া তাহার চিরাচরিত অকপটতা ও একাগ্রতা সহকারে সম্মুখের মানযিলগুলির দিকে অগ্রসর হইবার সংকল্প গ্রহণ করিল।

মাননীয় পাঠকবৃন্দ, ইহা নিশ্চিত যে, শহর, নগর ও গ্রাম অধ্যুষিত এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকে অথচ তাহাদের এই ভাষায় 'তর্জুমানুল-হাদীস' ছাড়া অপর কোন ইসলামী পত্রিকাই নাই। এই দিক দিয়া এই পত্রিকাটির মর্যাদা ও স্থান নিশ্চিতভাবে অতি মহান ও অদ্বিতীয়। আরাম এই পত্রিকাটি অটল ও সুস্পষ্ট কুরআনযোগে লোকদিগকে উপদেশ দিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাতের দিকে আহ্বান জানাইয়া থাকে বলিয়াও মহান বটে।

আল্লাহের কালামে এবং তাঁহার রাসূলের হাদীসে আল্লাহের কালাম ও রাসূলের বানী উভয়কেই 'হাদীস' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। আর এই পত্রিকাটি ঐ উভয় কালামেরই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পেশ করিয়া থাকে এবং উভয়ের মান-মর্য্যাদা মহানভাবে উচ্চ করিয়া দেখাইয়া থাকে বলিয়া ইহার 'তার্জুমানুল্-হাদীস' নামের সহিত ইহার কার্যের পরিপূর্ণ মিল ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিকন্তু এই পত্রিকাটি উহার পাঠকদিগকে যুক্তিপ্রমাণ যোগেও তাওহীদে বিশ্বাসের এবং রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের শুভ পরিণামের সুসংবাদ দিয়া থাকে এবং শির্ক, কুফর, নাস্তিকতা, বিদ্'আত, পাপ আচরণ এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ নির্দেশ অমান্য করার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্কতা বাণী উচ্চারণ করিতে থাকে।

বন্ধুগণ, বর্তমান যামানার অবস্থা খাঁটি মুসলিমদের পক্ষে অত্যন্ত সংকটময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ঈমান ও ইসলামের উপর স্থির ও সুদৃঢ় থাকা দুঃসাধ্য হইতে চলিয়াছে এবং তাহারা নাস্তিক ও বিদ্আতীদের জালে আবদ্ধ ও বন্দী হইবার সম্মুখীন হইয়াছে। ইহার মূল কারণ এই যে, অধিকাংশ মুসলিম আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

তা'আলার তরফ হইতে ঘোষিত এই বাণীটি ভুলিতে বসিয়াছে। "তোমরাই সকলের উপরে সম্মানীয় যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হও"। অধিকাংশ মুসলিমের ঈমানের এই দুর্বলতার কারণে নাস্তিকাবাদ, শিরক, কুফর ও নব নব বিদ'আতগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই আবহাওয়ার মধ্যে 'তর্জুমানুল-হাদীস' পত্রিকাটি তাহার সীমাবদ্ধ ও ক্ষীণ শক্তি লইয়া ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে বুঝিয়া চলিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পত্রিকাটি বিভিন্ন বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধযোগে লোকদিগকে উপদেশ দিয়া চলিয়াছে এবং মহান আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে ইসলামের খাঁটি ও প্রকৃত তত্ত্বসমূহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

আরও, মুসলিমগণ বর্তমান যুগে নিন্দনীয় মারাত্মক বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত এবং বিদ্বেষ, হিংসা ও নীতি-বিরোধিতা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক মানসিক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিবাদী, অসম্বন্ধ আলোচনা কারীদের চরম অনিচ্ছার মুখে 'তর্জুমানুল-হাদীস' তাহাদিগকে আল্লাহের আদেশ মুতাবিক তাঁহার ও তাঁহার রাসূলের দিকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া কুরআন ও হাদীসকে ভিত্তি করিয়া সকল বিভেদ ও বিরোধ বিদূরিত করিবার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহের ঐ আদেশটি হইতেছে, 'যখন কোন ব্যাপারে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ হয় তখন তোমরা উহার মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আর ঐ ব্যাধিগুলিকে আল্লাহের কিতাব হইতে সংকলিত উত্তম উপদেশাবলীর ও আল্লাহের রাসূলের সুস্পষ্ট স্বচ্ছ হাদীসসমূহের সাহায্যে বিদূরিত করিবার ভারও 'তর্জুমান' গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক তীক্ষ্ণধী আলিম, বাগ্মী বিদ্বান, পুণ্যবান সজ্জনদের অন্যতম আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী রহঃ স্বয়ং এই উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তাঁহাকে চিরস্থায়ী জান্নাতে স্থান দান করুন। ইহার এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে পনেরো বৎসর পূর্বে আল্লামা মাওসূফ যাহা বলিয়া গিয়াছেন বিজ্ঞ পাঠকদের স্মরণার্থে আমরা এখানে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলাম।

খাঁটি কথা এই যে, পত্রিকাটি ধর্মপথে পরিচালনের ও ন্যায় পথ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশনার পতাকা উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া রহিয়াছে এবং ভ্রান্তি ও নীতিহীনতার সাইলাবের মুখে প্রতিরোধের বাঁধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহা নিশ্চিত ভাবে ন্যায় ও অন্যায়ের স্পষ্ট প্রভেদকারী, শুভ সংবাদের বার্তাবাহক এবং দ্ব্যর্থহীন সত্যতা বাণী ঘোষণাকারী। অতএব, হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, আপনাদের নিকট আমাদের অনুরোধ ও আশা এই যে, আপনারা আপনাদের এই পত্রিকাটিকে যথাযোগ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ইহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কেননা যে কেহ ইহাকে সাহায্য করিবেন তিনি প্রকৃতপক্ষে ইসলামকেই সাহায্য করিবেন। আর যে কেহ ইসলামকে সাহায্য করেন আল্লাহ তাঁহাকে নিশ্চয় সাহায্য করেন।

পরিশেষে আমরা 'তর্জুমানুল-হাদীস' পরিচালনা ব্যাপারে আল্লাহের তাওফীক ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমরা আরও প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি এই পত্রিকাটিকে মুসলিমদের খিদমাতের জন্য স্থায়ী ভাবে কায়িম রাখুন। জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহেরই জন্য প্রশংসাসমূহ ঘোষণা করিয়া আমাদের আবেদন নিবেদন সমাপ্ত করিলাম।

—শাইখ আবদুর রাহীম

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ বর্ষ	পৌষ, ১৩৭৬ বংগাব্দ ; শওয়াল, ১৩৮৯ হিঃ জানুয়ারী, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ ;	প্রথম সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُورَةُ الحَاقَّةِ—সুরাহ আল্-হাক্কাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

১। অবশ্যম্ভাবী যথার্থ ঘটনাটি— ۱ - الحَاقَّةُ ۝

২। কী বস্তু ঐ অবশ্যম্ভাবী যথার্থ ঘটনাটি ? ۲ - مَا الحَاقَّةُ ۝

১—২। 'আল-হাক্কাহ' বলিয়া কিয়ামাত বুঝানো হইয়াছে, ইহাতে সকল তাফসীরকার একমত।' ইমাম রাযী এই কথা ঘোষণা করিবার পরে আল্‌হাক্কাহ শব্দের মূলগত অর্থ কি ভাবে কিয়ামাতের উপর প্রযোজ্য হইতে পারে সে সম্পর্কে দশটি মত উল্লেখ করেন। মতগুলির সার মর্ম এইরূপ :—(এক) আল্‌-হাক্কাহ শব্দটিকে হাক্কা (حق) : সাবাতা (ثبت) : 'ঘটিল' হইতে ইসমুল্ ফা'ইল ও শেষের ة কে স্ত্রীলিংগ সূচক ধরা হয়। ফলে

www.ahlehadeethbd.org

৩। আর কোন্ জিনিসে তোমাকে অবগত করাইল, ঐ অবশ্যম্ভাবী যথার্থ ঘটনাটি কী বস্তু?

৪। সামূদ জাতি ও 'আাদ জাতি 'অল্-কারি'আহ' এর অস্তিত্ব অস্বীকার করিল।

٣- وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْحَاقَّةُ •

٤- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ •

অর্থ হয় 'ঘটিতব্য' এবং ইহা হয় একটি উহ্য বিশেষ্যের বিশেষণ। উহ্য বিশেষ্যটি আস সা'আহ (الساعة) ঃ 'কালটি' অথবা আল্-ওাকি'আহ (الواقعة) ঃ 'ঘট-নাটি' ধরিতে হইবে। কাজেই আল্ হাাক্কাহ এর অর্থ দাঁড়াইবে 'ঘটিতব্য বিশেষ কালটি' বা 'ঘটিতব্য বিশেষ ঘটনাটি' অর্থাৎ কিয়ামাত।

(দুই) আল্ হাাক্কাহ (الحاقة) ও আল্ হাাক্কাহ (الحقة) আরবী ভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তারপর শেষের ة অক্ষরটিকে স্ত্রীলিংগ সূচক না ধরিয়া আতিশয্য সূচক ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে আল্-আমর (الامر) শব্দটিকে উহ্য বিশেষ্য ধরা হয়। অর্থ দাঁড়ায় 'অতি সত্য, অতি যথার্থ ব্যাপারটি।

এই দুই ব্যাখ্যায় মূল হাক্কা (حق) শব্দটিকে অকর্মক ধরিয়া অর্থ করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, ইহার মূল ক্রিয়াটিকে সকর্মক অর্থে গ্রহণ করা হইলে

(তিন) আল্-হাাক্কাহ শব্দের অর্থ হইবে যথার্থ ব্যাপার উদ্ঘাটনকারী কালটি।

অথবা (চার) যে কালে মানুষের কর্মাকর্মের খাঁটি স্বরূপ প্রকাশ হইবে।

অথবা (পাঁচ) যে কালে মানুষের কর্মাকর্মের ফলাফল বাস্তবায়িত হইবে।

(ছয়) সুবিখ্যাত তাফসীরকার আবু মুসলিম বলেন যে, এই আল্ হাাক্কাহ আল্লাহ তা'আলার এই কালামের সহিত সংশ্লিষ্ট :

كذالك حقت كلمة ربك

'এই ভাবে তোমার রব্বের বাণী বাস্তবায়িত হল'। (সূরাহ য়ুনুস ৩৩ ও সূরাহ আল্ মু'মিন : ৬) অর্থাৎ তাঁহার মতে উহ্য বিশেষ্যটি হইতেছে 'আল্ কালিমাহ (الكلمة)। তখন আল্-হাাক্কাহ এর অর্থ হয় 'বাস্তবরূপ ধারণকারী আল্লাহের বাণীটি'।

কুরআন মাজীদে বহু বিশেষণযোগে কিয়ামাতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এই সূরার প্রথম দুই আয়াতে রহিয়াছে 'আল্ হাাক্কাহ' এবং চতুর্থ আয়াতে রহিয়াছে 'আল্-কারি'আহ' বা 'প্রচণ্ড আঘাতকারিণী ঘটনাটি'। তাহা ছাড়া ইহা 'আস্‌সাা'আহ' বা 'নির্ধারিত কালটি', 'আত্ত্বাাম্মাহ' বা 'ব্যাপক গুরুতর ব্যাপারটি' প্রভৃতি বিশেষণেও বিভূষিত হইয়াছে।

ব্যাকরণ—এই আয়াত দুইটি ব্যাকরণতঃ এইরূপ ছিল 'আল্-হাাক্কাতু মাা হিয়া' অর্থাৎ 'আল্‌হাাক্কাহ কী বস্তু?'। কিন্তু কিয়াামাতের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'হিয়া' সর্বনাম না আনিয়া তাহার স্থলে বিশেষ্য শব্দটির পুনরুক্তি করা হইয়াছে। ব্যাকরণের প্রথম 'আল্-হাাক্কাহ' হইতেছে 'মুবতাদা' এবং 'মাল্-হাাক্কাহ' হইতেছে 'খাবর'। অনন্তর 'মুব্‌তাদা' ও 'খাব্‌র' মিলিয়া পূর্ণ বাক্য হইতেছে।

৩। ما ادرك—আল্লাহ তা'আলা যেখানেই 'মাা আদ্‌রাাকা' যোগে কোন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন সেইখানেই উহার তাৎপর্য এই যে, ঐ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, এমন কি নাবী রাসূলদের পক্ষেও উহা সম্ভব নয়। এখানে ইহার তাৎপর্য এই যে, হে রাসূল, কিয়াামাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা করা তোমার চিন্তার অতীত। তুমি এই ব্যাপারে যাহা কিছুই কল্পনা কর না কেন উহার ভয়াবহতা তাহারও ঊর্ধে।

৪। القارعة ঃ প্রচণ্ড আঘাতকারিণী। 'প্রচণ্ড আঘাতকারিণী বলিয়া কিয়াামাত বুঝানো হইয়াছে। তাফসীরকারগণ কিয়াামাতের এই নামকরণের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫- فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ •

৫। অনন্তর সামূদ জাতির ব্যাপার এই যে, তাহারা সীমাতিরিক্ত এক দুর্যোগ দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেন। তাহা হইতে দুইটি বর্ণনা করা হইতেছে। (এক) কিয়ামাতের প্রাক্কালে লোকে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত থাকাকালে হঠাৎ ভয়ংকর 'সূর' বা শৃঙ্গধ্বনি করা হইবে। ঐ শৃঙ্গধ্বনি লোকের হৃৎপিণ্ডে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিবে যে, উহার ফলে সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। এই কারণে কিয়ামাতকে প্রচণ্ড আঘাতকারিণী বলা হইয়াছে। (দুই) কিয়ামাতের প্রাক্কালে, মহাপ্রলয়ের পূর্বে ভূমণ্ডলীয় ও সৌরমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের মধ্যে প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত হইতে থাকিবে বলিয়া কিয়ামাতকে প্রচণ্ড 'আঘাতকারিণী' বলা হইয়াছে।

ব্যাকরণ ও অলঙ্কার—বাক্যটি ব্যাকরণমতে এইরূপ হওয়ার কথা; 'কায্যাবাত সামূদু ওয়া 'আদুম বিহা'; অর্থাৎ 'তাহারা উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিল'। কিন্তু 'বিহা' (উহার) না বলিয়া অথবা সেই স্থলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতের সঙ্গে মিল রাখিয়া 'বিল্ হাাক্কাহ' না বলিয়া বলা হইয়াছে 'বিল্‌-কারি'আহ'। এই আয়াতে কিয়ামাতের এই আর একটি বিশেষণ উল্লেখের মধ্যে রহিয়াছে কিয়ামাতের আরও অধিক ভয়াবহতা প্রকাশ করা। বস্তুতঃ 'বিল্ কারি'আহ' বলিয়া এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ঐ বাস্তব কান্ডটি কেবলমাত্র কর্মাকর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনকারী, ফলাফল প্রকাশকারীই হইবে না, বরং উহা প্রচণ্ড আঘাতকারীও হইবে।

৫। بِالطَّاغِيَةِ প্রথমস্থ بِ অব্যয়টির অর্থ সম্পর্কে দুইটি মত এবং الطَّاغِيَة এর গঠন সম্পর্কে দুইটি মত পাওয়া যায়। بِ অব্যয়টির এক অর্থ 'দ্বারা' এবং অপর অর্থ 'কারণে' ধরা হয়। আর الطَّاغِيَة কে عَافِيَة এর পরিমাপে মাসদার ধরিয়া 'সীমা লঙ্ঘন' এবং ইসমুল্ ফা'ইল স্ত্রীলিংগ ধরিয়া 'সীমা লংঘনকারিণী' অর্থ করা হয়। তারপর 'সীমা লংঘনকারিণী' অর্থ ধরিয়া উহ্য বিশেষ্য শব্দটি নির্ণয় করা ব্যাপারে চারিটি মত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সামূদ জাতিকে কোন্ প্রকার শাস্তিযোগে ধ্বংস করা হয় তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে, এই সম্পর্কে কুরআন মাজীদের তিন স্থলে তিনটি শব্দযোগে ঐ শাস্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরাহ আল্‌-কামার: ৩১ আয়াতে আস্‌-সাইহাহ (الصَّيْحَة), সূরাহ আল্‌-আ'রাফ: ৭৮ আয়াতে আর্‌-রাজ্‌ফাহ (الرَّجْفَة) এবং সূরাহ আয্‌যারিয়াত: ৪৪ আয়াতে আস্‌-সা'ইকাহ (الصَّاعِقَة) রহিয়াছে। কাজেই তিনটির কোন একটিকে উহ্য বিশেষ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কেহ কেহ আল্‌-ফিরকাহ (الفِرْقَة) উহ্য ধরেন, ফলে সম্ভাব্য অর্থগুলি তিন প্রকার দাঁড়ায়। তাহা এই, (এক) সীমা লংঘনকারী আস্ সাইহাহ অথবা আর্‌রাজফাহ অথবা আস-সা'ইকাহ যোগে সামূদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়। (দুই) সীমা লংঘনকারী দলটির কারণে সামূদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়। (তিন) সীমা লংঘনের কারণে সামূদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুবাদে بِ এর অর্থ 'কারণে' ধরা হইয়াছে। এই দুই অনুবাদ সম্পর্কে আপত্তি এই যে, ইহা পরবর্তী আয়াতটির সহিত খাপ খায় না। কেননা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে সেই শাস্তির কথা যে শাস্তিযোগে 'আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়। অথচ এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতটি উভয়ই পূর্বের (৪নং) আয়াতটির বিশ্লেষণ বিধায় উভয়ের মধ্যে মিল থাকা অপরিহার্য। কাজেই প্রথম অনুবাদটিই গ্রহণ যোগ্য হইবে।

الصَّاعِقَة، الرَّجْفَة، الصَّيْحَة

الرَّجْفَة এর অর্থ ভয়ংকর ভূমিকম্প. আর الصَّاعِقَة ও الصَّيْحَة এর অর্থ প্রচণ্ড গর্জন। কুরআন মাজীদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৬ - وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ •

٧ - سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

৬। আর 'আদ জাতির ব্যাপার এই যে, তাহারা সীমাতিরিক্ত দারুণ শীতল ও প্রচণ্ড শব্দকারী ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৭। আল্লাহ ঐ ঝড়কে তাহাদের উপরে প্রভাবশালী করিয়া রাখেন সাত রাত্রি ও আট দিবস ধরিয়া একাদিক্রমে। ফলে, তুমি ঐ জাতিটির লোকদিগকে উহাতে এমনভাবে ভূপাতিত (মৃত) দেখিতে যে, মনে হইত তাহারা যেন ফাঁপা খেজুরগাছের মূল।

কোথাও বলা হইয়াছে যে, সামূদ জাতির কাফিরদিগকে ভূমিকম্প যোগে ধ্বংস করা হয়। আবার কোথাও বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে ভীষণ গর্জনযোগে ধ্বংস করা হয়। ইহার সমন্বয় এইভাবে করা হয় যে, ঊর্ধ দিক হইতে ভীষণ গর্জন এবং নিম্ন দিক হইতে প্রবল ভূমিকম্প যুগপৎ হইতে থাকে। প্রবল গর্জনের ফলে তাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং ভূমিকম্পের ফলে তাহাদের হাত-পা শরীর কাঁপিতে থাকে। এই ভাবে তাহারা অন্তর ও বাহির উভয় দিক দিয়া শাস্তি ভোগ করিতে থাকে। তারপর তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া প্রবল ভূমিকম্প যোগে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়ে।

এই উভয় শাস্তিই মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে ঘটিয়াছিল বলিয়া উহাকে এই আয়াতে 'আততাগিয়াহ' বলা যথার্থ হইয়াছে।

- 'আদ ও সামূদ জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তর্জুমানুল হাদীস ত্রোয়দশবর্ষ ২য় সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠা—১১০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৬। صرصر : দারুণ শীতল ও প্রচণ্ড শব্দকারী। 'যাল্লা' (زل = পদস্খলন হইল বা পা কাঁপিল) হইতে গঠিত যালযালা (زلزل : ভূমিকম্প শব্দে যেমন মূল অর্থের আধিক্য ও আতিশয্য বুঝায় সেইরূপ 'সরসর' (صرصر) শব্দটি 'সিরর্' (صر = শীতল) হইতে এবং সরীর (صرير = শব্দ) হইতে গঠিত হওয়ায় উহার অর্থ হয় 'দারুন শীতল ও প্রচণ্ড শব্দকারী'।

عاتية : সীমাতিরিক্ত, চরম। 'আতিয়াহ' শব্দটি 'উতুও' (عتو = অবাধ্য হওয়া) হইতে গঠিত হওয়ায় ইহার অর্থ হয় 'অবাধ্য, 'বশের অতীত'। প্রশ্ন উঠে, কাহার বশের অতীত? ইহার উত্তর দুই ভাবে দেওয়া হয়। (প্রথম উত্তর) ঐ ঝড়ঝঞ্ঝা ছিল নিয়ন্ত্রণকারী মালায়িকার বশের অতীত। অর্থাৎ ঝড়ঝঞ্ঝা নিয়ন্ত্রণকারী মালায়িকাহ সচরাচর এক নির্দিষ্ট পরিমিত বেগে ঝড়ঝঞ্ঝা নিষ্ক্রান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু 'আদ জাতিকে ধ্বংস করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে বেগে ঝড়ঝঞ্ঝা নিষ্ক্রমণের আদেশ করেন তাহা ঐ মালায়িকার নিয়ন্ত্রণ সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। (দ্বিতীয় উত্তর) ঐ ঝড়ঝঞ্ঝা 'আদ জাতির লোকদের বশের অতীত ছিল। অর্থাৎ কোন দুর্ভেদ্য দুর্গে অথবা কোন পর্বত-সুড়ঙ্গে আশ্রয় লইয়াও আদ জাতির লোকেরা ঐ ঝড়ঝঞ্ঝার কবল হইতে নিজেদেরে রক্ষা করিতে পারে নাই। ঐ ঝড় তাহাদিগকে সকল স্থান হইতে, এমন কি পাহাড়ের অভ্যন্তরের সুড়ঙ্গ হইতেও টানিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া ধ্বংস করিয়াছিল। 'আতিয়াহ (عاتية) শব্দটির অপর অর্থ সূরাহ মারয়াম: অষ্টম আয়াতের ইতীইয়া (عتيا) শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'চরম মাত্রায়' করা হয়।

৭। سخرها عليهم : আল্লাহ ঐ ঝড়কে তাহাদের উপরে প্রভাবশালী করিয়া রাখেন।

www.ahlehadeethbd.org

৮। فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ○

৮। অনন্তর তুমি কি তাহাদের কোন অবশেষ দেখিতে পাইতেছ ?

আল্লাহ তা'আলার এই বাণী প্রসঙ্গে ইমাম রাযী বলেন যে, ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিবাদীদের ও জ্যোতিষীদের একটি সিদ্ধান্তের অসারতার দিকে ইঙ্গিত করেন। প্রকৃতিবাদীরা দাবী করে যে, জড় পদার্থসমূহের গতিবিধি, বিবর্তন ও সংঘাতের ফলেই যাবতীয় দৈব দুর্বিপাক ও দুর্যোগ ঘটিয়া থাকে। আর জ্যোতিষীরা দাবী করে যে, সকল দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার মূলে রহিয়াছে গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিভিন্ন যোগাযোগ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই উভয় দলই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সবই একমাত্র তিনিই ঘটাইয়া থাকেন। ইমাম রাযী আরও বলেন যে, 'হুসূমান' অর্থাৎ 'একাদিক্রমে' কথাটিও প্রকৃতিবাদী ও জ্যোতিষীদের উক্ত ধারণাকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে। কারণ জড় পদার্থের এমন ব্যাপক সংঘাত এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির এমন ব্যাপক যোগাযোগ আট দিবস ও সাত রাত্রি ধরিয়া স্থায়ী হয় না।

سبع ليال وثمانية ايام ঃ সাত রাত্রি ও আট দিবস ধরিয়া। তাফসীরকারগণ বলেন যে, ঐ ঝড় এক শাওওাল মাসের শেষ সপ্তাহে বুধবার দিনে সূর্যোদয়ের পরে আরম্ভ হয় এবং পরের বুধবার সূর্যাস্তের পূর্বে থামে।

حسوما ঃ এই শব্দটিকে 'হাসিম' (حاسم) শব্দের বহুবচনও ধরা যাইতে পারে, আবার মাসদারও ধরা যাইতে পারে। ইহার মূল হাসম (حسم) শব্দের দুইটি অর্থ। (এক) পরপর ঘটা বা করা (দুই) কর্তন করা, সমূলে উৎপাটিত করা ইত্যাদি। ইহাকে যখন 'হাসিম' এর বহুবচন ধরা হয় তখন (ক) প্রথম মূল অর্থ ধরিলে ইহা যামিনী দিবস-গুলির অবস্থাজ্ঞাপক 'হাল' (حال) হইবে এবং তারজামা হইবে, 'পরপর আগমনকারী' বা 'একাদিক্রমে'। কিন্তু (খ) দ্বিতীয় মূল অর্থ গ্রহণ করিলে উহা 'সাখখারাহা' মধ্যে 'হা' সর্বনামটির (অর্থাৎ ঝড়ঝঞ্ঝার) অবস্থাজ্ঞাপক 'হাল' (حال) হইবে এবং তখন তারজামা হইবে, 'আল্লাহ ঐ ঝড়কে তাহাদের ০০০০দিবস ধরিয়া সমূলে উৎপাটনকারী অবস্থায়'।

আর 'হুসূমান' শব্দটিকে যখন মাসদার ধরা হইবে তখন ব্যাকরণে বাক্য বিন্যাসে উহার তিনটি রূপ হইতে পারে। (ক) উহার পূর্বে 'যাতা' (ذات) শব্দটি উহ্য ধরিয়া উহাকে 'হা' সর্বনামটির (অর্থাৎ ঝড়ঝঞ্ঝার) বিশেষণ ধরিতে হইবে। তখন উহার অর্থ হইবে 'ধ্বংসযুক্ত ঝড়ঝঞ্ঝা'। (খ) উহাকে 'সাখখারাহা' এর মাফ্উল লাহু বা কারণ নির্দেশক মাফউল ধরিতে হইবে। তখন অর্থ হইবে ধ্বংস করিবার জন্য'। (গ) উহাকে 'তাহসিমু' (تحسم) উহ্য ক্রিয়ার মাফ'উল মুতলাক ধরিতে হইবে। তখন ইহা একটি স্বতন্ত্র বাক্যে পরিণত হইবে। তখন আয়াত অংশটির তারজমা হইবে এই, 'আল্লাহ ঐ ঝড়কে তাহাদের উপরে প্রভাবশালী করিয়া রাখেন সাত রাত্রি ও আট দিবস ধরিয়া। ঐ ঝড় তাহাদিগকে চরম ভাবে ধ্বংস করে।'

خاوية ঃ ফাঁপা। ইহা 'নাখল' (نخل ঃ খেজুর গাছ) এর বিশেষণ হইয়াছে। সূরাহ আল্-কামার ঃ ২০ আয়াতে এই একই অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে নাখ্লিম্ মুন্কা'ইর (نخل منقعر) বলিয়া। 'নাখ্ল' শব্দটি পুংলিংগ ও স্ত্রীলিংগ উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া এখানে স্ত্রীলিংগবাচক 'খাওিয়াহ' (خاوية) এবং সূরা আল্ কামারে পুংলিংগবাচক মুন্কা'ইর (منقعر) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮। باقية ঃ অবশেষে বা অবশিষ্ট অংশ। ইহা ছাড়া ইহার আরও দুইটি অর্থ হইতে পারে। (এক) নাফ্স (نفس) বিশেষ্য পদকে ইহার পূর্বে উহ্য ধরিয়া অর্থ হইবে, "কোন অবশিষ্ট প্রাণ বা মানুষ"। (দুই) ইহাকে মাসদার ধরিয়া অর্থ করা যাইতে পারে 'বাঁচিয়া থাকা'; অর্থাৎ "তাহাদের কাহারও কি জীবন রহিয়াছে ?"

ফল কথা তাহাদের কোন নাম নিশানা পর্যন্ত নাই।

www.ahlehadeethbd.org

॥ শাইখ আবদুর রহীম ॥

কুরআনে চাঁদ

(৩)

তর্জুমানুল হাদীসের গত সংখ্যায় (৫৮৯ পৃষ্ঠায়) ওয়াদা করিয়াছিলাম যে, যে সব আলিম কুরআনের আয়াতযোগে মানুষের পক্ষে চাঁদে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া দাবী করেন তাঁহাদের যুক্তি ও দালীল প্রমাণ সম্পর্কে ইন্‌শা আল্লাহ পরে আলোচনা করা হইবে। তদনুযায়ী এই প্রবন্ধটি বিজ্ঞ পাঠকদের সম্মুখে পেশ করা হইতেছে।

তর্জুমানুল হাদীসের গত সংখ্যায় মাওলানা আবূ 'উবাইদ শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ নাদাভী (সাবেক উসতাদ, কলিকাতা, ঢাকা ও সিলেট গভঃ আলিয়া মাদরাসা) রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মানবের পক্ষে চন্দ্রে অবতরণ অসম্ভব। তাঁহার দালীল প্রমাণ ও যুক্তি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবার আগে চাঁদ সম্পর্কে কুরআনে যত আয়াত রহিয়াছে তাহার সবগুলি পাঠকদের সামনে আমরা পেশ করিব। তারপর এই প্রসংগে প্রয়োজনীয় আলোচনা করিব। তারপর মাওলানা সাহেবের দালীল প্রমাণ ও যুক্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব।

আল্ কুরআনুল্ হাকীমের ২৩টি সূরায় ২৪ যায়গায় ২৬টি আয়াতে আল্-কামার বা কামার (قمر - القمر) শব্দযোগে এবং অপর একটি সূরার একটি আয়াতে আল্ আহিল্লাহ (الاهلة : নূতন উদিত চাঁদ) শব্দযোগে চাঁদের উল্লেখ রহিয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(প্রত্যেক আয়াতের শেষে যথাক্রমে সূরার নম্বর, সূরার নাম ও আয়াতের নম্বর উল্লেখ করা হইল।)

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا

رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ...... ১।

'অতঃপর সে (ইব্‌রাহীম) যখন চাঁদকে উদিত দেখিল, সে বলিল, "ইহা আমার রাব্ব"। অনন্তর উহা যখন অস্ত গেল সে বলিল, "○ ○ ○ ○ ○"। —৬, আল্ আন্‌আম : ৭৮।

جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

حُسْبَانًا ۝ ২।

'তিনি (আল্লাহ) রাত্রিকে করিয়াছেন বিশ্রামের জন্য এবং সূর্যকে ও চন্দ্রকে করিয়াছেন গণনার জন্য।"—৬, আল্-আন্'আম :৯৭।

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ

بِأَمْرِهِ ۝ ৩।

'আর (তিনি পয়দা করিয়াছেন) সূর্যকে, চন্দ্রকে ও নক্ষত্রগুলকে তাঁহার আদেশক্রমে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়।' ৭, আল্ আ'রাফ : ৫৪।

www.ahlehadeethbd.org

هو الذى جعل الشمس ضياء

والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا

৪। عدد السنين والحساب ۔

'তিনিই (আল্লাহ) সেই সত্ত্বা যিনি সূর্যকে করিয়াছেন স্বতঃজ্যোতিষ্মান এবং চন্দ্রকে করিয়াছেন আলোকবিশেষ ও তাহাকে স্তর সমূহে নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা বৎসর সমূহের গুণতি ও হিসাব রাখা জানিতে পারো।—১০, য়ুনুস: ৫।

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس

৫। والقمر رأيتهم لى سجدين ۔

(য়ুসুফ তাহার পিতাকে বলিল, "হে পিতা:) নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) দেখিলাম এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদকে—আমি তাহাদিগকে দেখিলাম আমার উদ্দেশ্যে প্রণত অবস্থায়।—১২, য়ুসুফ: ৫।

وسخر الشمس والقمر كل يجرى

৬। لاجل مسمى ۔

'এবং তিনি (আল্লাহ) সূর্যকে ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।"—১৩, আর্‌-রা'দ: ২।

سخر لكم الشمس والقمر دائبين

৭। وسخر لكم اليل والنهار ۔

'তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরই মংগলের জন্য সূর্যকে ও চন্দ্রকে তাহাদের স্বভাবগতভাবে কার্যরত অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিলেন এবং তোমাদেরই মংগলের জন্য তিনি রাত্রিকে ও দিবাকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন।'—১৪, ইব্রাহীম: ৩৩।

سخر لكم اليل والنهار والشمس

৮। والقمر والنجوم مسخرت بامره

'তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরই মংগলের জন্য রাত্রি ও দিবাকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিলেন। আর নক্ষত্রগুলিও তাঁহার আদেশক্রমে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে।'—১৬, আন্‌নাহল: ১২

هو الذى خلق اليل والنهار والشمس

৯। والقمر كل فى فلك يسبحون ۔

'তিনিই (আল্লাহ) সেই সত্ত্বা যিনি রাত্রি ও দিবাকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সৃজন করিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষে ভাসিয়া চলিতেছে।'—২১, আল্‌-অম্বিয়া': ৩৩।

الم تر ان الله يسجد له من

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فى السموت ومن في الارض والشمس
والقمر والنجوم والجبال والشجر
والدواب وكثير من الناس • ১০।

'তুমি কি দেখনা (বা বুঝনা) যে, নিশ্চয় আল্লাহের উদ্দেশ্যে প্রণত হয় যে কেহ সামা' সমূহে রহিয়াছে এবং যে কেহ পৃথিবীতে রহিয়াছে, এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকাসমূহ, পাহাড় সমূহ, বৃক্ষ ও জন্তু-সমূহ এবং মানুষের মধ্যে অনেকে।'—২২, অল্-হজ্জ : ১৮।

تبرك الذى جعل فى السماء بروجا
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا • ১১।

'সমৃদ্ধ হইলেন সেই সত্তা যিনি সামা'তে কতিপয় বুরুজ বা মণ্ডলী করিলেন এবং উহাতে রাখিলেন একটি প্রদীপ (অর্থাৎ সূর্য) এবং একটি আলো বিকীরণকারী চন্দ্র।'—২৫ আল্ ফুরকান : ৬১।

لئن سالتهم من خلق السموت
والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن
الله • ১২।

"ইহা নিশ্চিত যে, তুমি যদি তাহাদিগকে (অর্থাৎ আরবের পৌত্তলিকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর সামা' সমূহকে ও পৃথিবীকে কে সৃজন করিয়াছেন এবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'আল্লাহ'।—২৯, আল্ আনকাবুত : ৬১।

الم تر ان الله يولج اليل فى
النهار ويولج النهار فى اليل وسخر
الشمس والقمر كل يجرى الى اجل
مسمى • ১৩।

"তুমি কি দেখ না (বা বুঝনা) যে, নিশ্চয় আল্লাহ রাত্রিকে দিবার মধ্যে প্রবেশ করান ও দিবাকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।"—৩১, লুকমান : ২৯

يولج اليل في النهار ويولج النهار
فى اليل وسخر الشمس والقمر كل
يجرى لاجل مسمى • ১৪।

"তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) রাত্রিকে দিবার মধ্যে প্রবেশ করান ও দিবাকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাখিলেন। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময়ের উদ্দেশ্যে চলিতে থাকে।—৩৫, ফাত্বির : ১৩।

والقمر قدرنه منازل حتى عاد
كالعرجون القديم • لا الشمس ينبغي لها
ان تدرك القمر ولا اليل سابق النهار
১৫—১৬ وكل في فلك يسبحون •

'আর চাঁদকে আমরা স্তরসমূহে নির্ধারিত করিলাম, শেষ পর্যন্ত সে পুরাতন খেজুর শাখার মত অবস্থায় ফিরিয়া আসে। সূর্যের পক্ষে চাঁদের নাগাল পাওয়াও সম্ভব হয় না এবং রাত্রিও দিবাকে অতিক্রম করিবার নহে। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে ভাসিয়া চলিতেছে।"—৩৬, য়াসীন : ৩৯ ৪০।

سخر الشمس والقمر كل يجرى
১৭। لاجل مسمى •

"তিনি (আল্লাহ) নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময়ের উদ্দেশ্যে চলিতে থাকে।"—৩৯, আয্-যুমার : ৫।

ومن ايته اليل والنهار والشمس
والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر •
১৮।

"তাঁহার (অস্তিত্বের ও ক্ষমতার) নিদর্শনসমূহের মধ্যে হইতেছে রাত্রি ও দিবা এবং সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যের উদ্দেশ্যেও প্রণত হইওনা এবং চন্দ্রের উদ্দেশ্যেও না।" —৪১, হামীম আস্-সিজদাহ্ : ৩৭।

১৯। اقتربت الساعة وانشق القمر •

নির্দিষ্ট ঘণ্টাটি (অর্থাৎ কিয়ামাত) নিকটবর্তী হইল এবং চন্দ্র খণ্ড বিখণ্ড হইল।"—৫৪, আল্-কামার : ১।

২০। الشمس والقمر بحسبان •

"সূর্য ও চন্দ্র এক নির্দিষ্ট হিসাব মতে পরিচালিত হইতেছে।"—৫৫, আর্-রাহমান : ৪।

الم تروا كيف خلق الله سبع
سموت طباقا، وجعل القمر فيهن نورا
২১। وجعل الشمس سراجا •

"তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখ না, আল্লাহ কী ভাবে সমস্তরযুক্ত সপ্ত সামা' (উর্ধ্ব জগত) সৃজন করিলেন এবং উহাতে চন্দ্রকে আলো বিকীরণকারীরূপে রাখিলেন ও সূর্যকে প্রদীপ করিলেন।"—৭১, নূহ : ১৬।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২২। وَالْقَمَرِ

"চাঁদের কসম।"—৭৪, আল্ মুদ্দাস্সির : ৩২।

وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ •

২৩—২৪।

"আর (যখন) চন্দ্র আলোশূন্য হইবে। এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হইবে।",—৭৫, আল্ কিয়ামাহ : ৮—৯।

২৫। وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ •

"চন্দ্র যখন পূর্ণতা লাভ করে তখনকার চন্দ্রের কসম।"—৮৪, আল্ ইন্শিকাক্ : ১৮।

২৬। وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا •

"কসম চন্দ্রের যখন সে সূর্যের পশ্চাতে চলে।"—৯১ আশ্-শামস : ২।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ

২৭। مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ •

"(হে রাসূল) নূতন চাঁদগুলি সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, উহা মানুষের জন্য মাসসমূহের ও হজ্জ কালের সীমা নির্দেশক।"—২, আল্-বাকারাহ : ১৮৯।

উল্লিখিত ২৭টি আয়াতের মধ্যে ১, ৫, ১০, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ এই দশটি আয়াতের সহিত আমাদের বর্তমান আলোচনার কোন সংস্রব মোটেই নাই। বাকী আয়াতগুলিতে দেখা যায় যে, কোন কোন বিষয় একাধিক আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ আয়াতগুলিতে আলোচনা যোগ্য যে সব বিষয় রহিয়াছে সেই বিষয়গুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজান হইল, ইহার পরে এই-গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

চন্দ্র সম্পর্কে কুরআন কারীমে যে সব বিষয় বলা হইয়াছে তাহার সার-মর্ম এই—(বিষয়ের শেষে আয়াতগুলির বিবরণের ক্রমিক নম্বর দেওয়া হইল।)

(ক) চন্দ্রের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের পক্ষে সময় সম্পর্কিত হিসাবাদি রাখার ও হাজ্জের কাল নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেন (২৭)। তিনি সূর্য ও চন্দ্র উভয়কেই সময় সংক্রান্ত ব্যাপার গণনা করার উপায় করিয়াছেন (২)। মানুষের পক্ষে বৎসর সমূহের গুণতি করার ও সময় সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির হিসাব রাখার সুবিধার জন্য আল্লাহ তা'আলা সূর্য চন্দ্র সৃষ্টি করেন (৪) এবং সেই উদ্দেশ্যে চন্দ্রের জন্য মান্যিল সমূহের ব্যবস্থা করেন (৪, ১৫)।

(খ) সূর্য ও চন্দ্রকে আল্লাহ তা'আলা নিজ আদেশের অনুগামী করিয়া নিয়ন্ত্রিত অবস্থাতেই সৃজন করেন (৩) এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা এখনও নিজ আদেশের অনুগামী করিয়া নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছেন (৬, ৮, ১৩, ১৪, ১৭)। তাহারা (যথেচ্ছ বা এলোমেলো ভাবে কাজ করে না; বরং) আল্লাহের নির্ধারিত হিসাব অনু-যায়ী পরিচালিত হইতেছে (২০)। আল্লাহ তা'আলা মানুষেরই মঙ্গলের জন্য চন্দ্র সূর্যকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিজ নিয়ন্ত্রণের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাই তাহারা তাহাদের স্বভাবগত ভাবে নিজ নিজ কাজ স্বতঃ আনজাম দিয়া চলিয়াছে (৭)।

(গ) সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদের বর্তমান কর্তব্য পালন করিতে থাকিবে। (অর্থাৎ তাহাদের এই কাজকর্ম অনন্তকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে না। বরং এক সময়ে উহার অবসান ঘটিবে। (৬, ৯, ১৩, ১৪, ১৭)

(ঘ) সূর্য চন্দ্র সামাতে অবস্থিত রহিয়াছে (১১)। সূর্য-চন্দ্র সাত সামা'তে অবস্থিত (২৯)।

(ঙ) সূর্য-চন্দ্র ও রাত্রি দিবা নিজ নিজ কালাকে ভাসিয়া চলিতেছে (৯৬)।

সূর্য চন্দ্র সম্পর্কে কুরআন মাজীদে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা সবই প্রবন্ধের প্রথম দিকে তন্ন তন্ন করিয়া উল্লেখ করা হইল। ঐ আয়াতগুলির কোথাও মানুষের পক্ষে চাঁদে যাওয়া সম্ভব বা অসম্ভব বলিয়া কোন কিছু মন্তব্য স্পষ্টভাবেও করা হয় নাই বা তাহার কোন ইঙ্গিতও দেওয়া হয় নাই।

তারপর কুরআনে বর্ণিত চাঁদ সম্পর্কিত যে পাঁচ দফা বিষয় এখনই উল্লেখ করা হইল তন্মধ্যে (ক), (খ) ও (গ) সম্পর্কে কোন আলোচনার প্রয়োজন দেখা যায় না; কারণ ঐগুলিকে আশ্রয় করিয়া কোন প্রশ্ন তোলা হয় নাই। এক মাত্র (ঘ) ও (ঙ) সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন দেখা যায়। তাই সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

আমরা প্রথমে মাওলানা নাদাভীর প্রবন্ধে (তর্জুমানুল্ হাদীস: পঞ্চদশ বর্ষ ৫৯১—৩ পৃঃ) উল্লিখিত প্রমাণ ও যুক্তিগুলির বিশ্লেষণ করিব। তারপর, তাঁহার যুক্তি-প্রমাণে কোথায় ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। মাওলানা নাদভী একজন খাঁটি চিন্তাশীল মুহাক্কিক আলিম এবং তাঁহার এই প্রবন্ধটি তাঁহার মৌলিক গবেষণা ও তাহকীকের পরিচয় নিশ্চিতভাবে বহন করিতেছে।

মাওলানা নাদভীর সমুদয় যুক্তি সামা' কে ভিত্তি ও আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। তাঁহার যুক্তির অংশগুলি এই: (এক) চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রদীপমালাযোগে আস্-সামাউদ্দুন্‌য়া বা নিকটতম সামা'কে সজ্জিত, শোভিত ও অলংকৃত করা হইয়াছে। (দুই) বুরুজ-সমন্বিত সামা'কে 'শায়তান রাজীম' হইতে রক্ষিত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। (তিনি) চন্দ্র সামা' এর ভিতরে বিদ্যমান এবং সেই কারণে চন্দ্রে গমন করিতে হইলে সামা'ভেদ করিয়া যাইতে হইবে; অথচ (চারি) সামা'এর উপর, নীচ ও পার্শ সবই বন্ধ।

আমার এই প্রবন্ধের ২১ নম্বরে উধৃত আয়াতটি মাওলানা নাদাভী তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন নাই, অথচ ঐ আয়াতটি তাঁহার দাবীর পক্ষে সর্বাধিক সহায়ক হইত। যাহা হউক, তাঁহার যুক্তিগুলির আলোচনা শেষ করিয়া পরে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে।

মাওলানা নাদাভীর যুক্তির প্রথম দুইটি অংশ কুরআন কারীমের স্পষ্ট আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বলিয়া উহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই; কিন্তু ইহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

প্রথমতঃ মাওলানা নাদাভীর প্রবন্ধে উধৃত সব কয়টি আয়াতেই একবচন সামা' শব্দটি রহিয়াছে এবং তিনি উহার অর্থ সব ক্ষেত্রেই 'আকাশ' করিয়াছেন। আকাশের এক অর্থ হইতেছে 'শূন্য'। আকাশের এই অর্থ ধরিলে তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে,

www.ahlehadeethbd.org

সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি শূন্যে অবস্থান করিতেছে। এই অর্থে সামা' ভেদ-করিয়া যাওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। কাজেই সামা' শব্দের 'আকাশ' করা সংগত হয় না। সামা' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য কী হইবে তাহা আমাদিগকে আগে নির্ণয় করিতে হইবে। এই প্রসংগে আমাদের নিবেদন এই যে, 'চন্দ্রে মানবের অবতরণ' সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হইবার ৫।৬ মাস পূর্বে তর্জুমানুল্-হাদীস : পঞ্চদশ বর্ষের ১৮১ পৃষ্ঠায় সামা' শব্দের যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছিলাম তাহারই পুনরুক্তি আমাদিগকে করিতে হইতেছে। অর্থাৎ সামা' বলিয়া উর্ধে অবস্থিত যে কোন বস্তু বুঝায়। তাফসীর কাবীর, সূরাহ আল্-বাকারাহ : ২২ আয়াতের ব্যাখ্যায় (প্রথম খণ্ড ৩৩০ পৃঃ ১২ ছত্রে) বলা হইয়াছে,

كل ما سماك فهو سماء ....

'তোমার উর্ধে যাহাই রহিয়াছে তাহাই সামা'। এই কারণে সামা' বলিয়া মেঘও বুঝানো হইয়া থাকে।'

তাফসীর কাশ্শাফ সূরাহ আল্-বাকারাহ : ২৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় (প্রথম খণ্ড ৫০ পৃঃ তৃতীয় লাইনে) বলা হইয়াছে।

المراد بالسماء جهات العلو

"সামা' শব্দের তাৎপর্য হইতেছে উর্ধ দিক।" তারপর, কুরআন মাজীদে এক বচন সামা' এবং বহুবচন সামাওাত উভয়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়। শব্দটি এই দুই আকারে ব্যবহৃত হওয়ার তাৎপর্যের পার্থক্য বর্ণনা করিতে গিয়া ইমাম সুয়ূতী বলেন,

وحيث اريد الجهة اتى بصيغة الافراد

'আর যেখানে 'দিক' বুঝাইবার ইচ্ছা করা হইয়াছে সেখানে এক বচনের গঠনে (অর্থাৎ সামাওাত না আনিয়া সামা') আনা হইয়াছে'— আল্-ইতকান : ৪২ অধ্যায়।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, মাওলানা নাদাভীর উধৃত আয়াতগুলির অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঊর্ধ দিকে' চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রাদি স্থাপিত করিয়াছেন। মাওলানা নাদাভী যে অর্থে আকাশে স্থাপিত বলিয়া দাবী করিয়াছেন তাহা ঐ আয়াতগুলির অর্থ নয়।

দ্বিতীয়তঃ, সামা' এর অর্থ যদি আকাশ-নামক কোন শরীরী (ذو جرم) পদার্থ ধরা হয় তবুও সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রে যাইবার জন্য উহা ভেদ করিবার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কেননা সেগুলি যদি ঐ 'শরীরী' পদার্থটির তলদেশে অর্থাৎ আমাদের দিকের এই পিঠে স্থাপিত থাকে তাহা হইলে ঐ গুলিতে যাইবার জন্য ঐ শরীরী পদার্থ আকাশকে ভেদ করিয়া তাহার উপরের দিকের ঐ পিঠে যাইবার মোটেই প্রয়োজন হয় না। আর উধৃত আয়াতগুলির কোথাও 'على : উপরে' বা 'فوق উপরের দিকে' এমন কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। বরং 'فى : এ, তে' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কাজেই আয়াতগুলিতে শরীরী আকাশের অপর পারে (Roof এ) চন্দ্রের অবস্থান আদৌ প্রমাণিত হয় না। বরং উহার স্বাভাবিক তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, সামা' বলিয়া যদি কোন শরীরী ছাদরূপী আকাশ ধরা হয়, তাহা হইলে সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্রাদির অবস্থান উহার তলদেশে অর্থাৎ আমাদের পানে অবস্থিত সিলিং (Ceiling) এ স্থাপিত রহিয়াছে। কাজেই মানবের পক্ষে চন্দ্রে গমনের জন্য কোন শরীরী আকাশ ভেদ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

www.ahlehadeethbd.org

তৃতীয়তঃ, মাওলানা নাদাভীর দাবী এই যে, আকাশ নামক দুর্ভেদ্য ছিদ্র-ফাঁটলবিহীন সুরক্ষিত ছাদের উপরিভাগে চন্দ্র অবস্থিত। তাঁহার ঐ দাবীর অসারতা এক দফা বর্ণনা করা হইল। অতঃপর তিনি তাঁহার ঐ দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কাজেই কাহারও পক্ষে এই দিক হইতে ঐ দিকে গিয়া চন্দ্রে অবতরণ করা সম্ভব নয়। তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তটি মুশাহাদাহ (مشاهده) অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার দ্বারাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কারণ চন্দ্রকে যদি আকাশ নামধারী দুর্ভেদ্য ছিদ্র ফাঁটলবিহীন পদার্থের অপর পৃষ্ঠে অবস্থিত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে উহার আলো আমাদের এই পৃথিবীতে আসে কি করিয়া? চন্দ্রের আলো আমাদের এই ধরাতলে আসিয়া পৌঁছে বলিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চন্দ্র শরীরী আকাশের এই পৃষ্ঠেই থাকুক আর অপর পৃষ্ঠেই থাকুক চন্দ্র হইতে ধরাতল পর্যন্ত গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। কাজেই মানবের পক্ষে চন্দ্রে গমন অসম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ, মাওলানা নাদাভী তাঁহার উধৃত দ্বিতীয় আয়াতটির 'ফুতূর' শব্দটির অর্থ 'ছিদ্র' গ্রহণ করিয়া তাঁহার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান। এবং ঐ প্রসংগে তিনি জোশে আসিয়া বলিয়া ফেলেন, "আমি বলিতে চাই যে আকাশের উপর, নীচ এবং পার্শ্ব সবই বন্ধ। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আকাশের দুয়ার ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (ইত্যাদি)।"

মাওলানা সাহেবকে সসম্ভ্রমে জানাই যে, 'ফুতূর' শব্দের ভাষাগত অর্থ হইতেছে ভাংগন-ফাটন বটে, কিন্তু এখানে উহার মা'না হাকীকী (حقيقي معني) অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ শরীরী আকাশ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব যদি স্বীকারও করা হয় তবুও উহা আমাদের হইতে এতদূরে অবস্থিত যে, তাহাতে শত শত ভাংগন ফাটন বা (তাঁহার ভাষায়) ছিদ্র থাকিলেও উহা মানুষের পক্ষে তাহার এই চর্মচক্ষে দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব। কাজেই এখানে উহার মা'না মাজাযী (مجازى معني) বা ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই ভাবার্থ হইবে এই, 'আকাশের পরিচালনায় ও আকাশের স্বাভাবিক কাজ কর্মে বৈকল্য বা গর-মিল'। চন্দ্রে মানবের অবতরণ সংবাদের ৪।৫ মাস পূর্বে এই আয়াতটির যে ব্যাখ্যা তর্জুমানুল হাদীস, পঞ্চদশ বর্ষের ১৮০—১৮১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকগণকে আবার পড়িয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। তারপর এই প্রসংগে মাওলানা নাদাভীর প্রবন্ধের যে অংশটি উধৃত করা হইল তাহা তাঁহার মত প্রবীণ আলিমের পক্ষে শোভনীয় হয় নাই। তিনি ঐ হাদীস সম্পর্কে কোন হাওয়ালা পর্যন্ত দেন নাই। তাঁহার এই উক্তির মত উক্তিকেই ইদ্দি-'আ মাহয, (ادعاء محض) ও দা'ওয়া বিলা দালীল (دعوى بلا دليل) অর্থাৎ দাবীই দাবী এবং যুক্তি প্রমাণ বিহীন দাবী বলা হইয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ, কুরআন মাজীদে যে 'সাব 'সামাওয়াত' বা সপ্ত সামা' এর উল্লেখ রহিয়াছে তাহার অর্থ সাধারণতঃ 'সাত আসমান' 'সপ্ত আকাশ' করা হয়। সংখ্যার উল্লেখ থাকায় এই সামা'-গুলিকে অবশ্যই শরীরী মানিতে হয়। মাওলানা নাদাভীর উধৃত আয়াতগুলিতে যে সামা' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে তাহার তাৎপর্য যদি তর্কের খাতিরে ঐ শরীরী সামা'ও ধরা হয় তাহা হইলে

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্ন উঠিবে, এই শরীরী সামা' এর হাকীকাত (حقيقة) বা যথার্থ তত্ত্ব কি? উহার মাফ্হুম (مفهوم) বা প্রকৃত অর্থই বা কি? এবং উহার মিস্দাাকই বা (مصداق) কি? অর্থাৎ ঐ শব্দটি কোন্ বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য হইবে? এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কুরআনে কোন বিস্তারিত বিবরণ, বিস্তারিত কেন কোনই বিবরণ নাই। হাদীসেও এই গুলির কোন বিবরণ নাই। প্রত্যেক আলিম, এমন কি অশিক্ষিত লোকও জানে যে, কেবল মাত্র শব্দের প্রতিশব্দ দ্বারা কোন কিছু বুঝা যায় না। এই কারণে আলিমগণ বলেন, যে কোন বিষয় বুঝাইবার জন্য জিন্স ও ফাস্ল (Genus gnd species) অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। কাজেই সামা' এর অর্থ 'আকাশ' করিয়াই দায়মুক্ত হওয়া যায় না। তারপর, সামা' এর শারী'আতী স্বরূপ যেহেতু কুর্আন ও হাদীসে বিবৃত হয় নাই, কাজেই সামা' এর স্বরূপ সম্পর্কে যাহাই বলা হউক না কেন তাহা শারী'আতের দৃষ্টিতে অভ্রান্ত বলিয়া কোন ক্রমেই গৃহীত হইবে না—হইতে পারে না। সামাওাতের স্বরূপ নির্ধারণ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর তাফসীরকারেরা তাঁহাদের যুগে প্রচলিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের দেওয়া ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। কাজেই তাফসীরকারদের ঐ বিবরণগুলি শারী'আতে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা চলে না।

প্রাচীন কালের জ্যোতির্বিজ্ঞানে সামা' বলিয়া কোন পরিভাষা ছিল না। তাহাতে নয়টি 'ফালাক' (فلک) এর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইত। ফলে, তৎকালীন তাফসীরকারেরা কুর্আন ও হাদীসে সামা' এর বিশেষ বিবরণ না পাইয়া প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানের তক্লীদ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, 'সাত সামাওাত' বলিয়া 'সাত ফালাক' বুঝানো হইয়াছে এবং 'আর্শ ও কুরসী বলিয়া আর দুই ফালাক বুঝানো হইয়াছে। এই তো নয় ফালাক হইয়া গেল। দেখুন তাফসীর বাইযাবী: সূরা আল্ বাকারাহ: ২৯ আয়াত। তারপর 'সাত' সংখ্যাটির কথা। গণিত দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া আলিমগণ বলেন, 'সাত' ও সাতের দশকীয় গুণিতক যথা 'সত্তর', 'সাত শত' প্রভৃতি সংখ্যাগুলি দ্বারা যেমন উক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হয় সেইরূপ ঐ সংখ্যাগুলি 'অসংখ্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়া তাফসীরবিদগণ আবার প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তাকলীদ করিয়া বলিয়া উঠেন, "ঠিক আছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র মাত্র সাতটি বা নয়টিই নাই। উহা অসংখ্য রহিয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র 'ফালাক' রহিয়াছে। কাজেই ফালাকও অসংখ্য রহিয়াছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাফসীর-কাবীর, সূরা আল্ বাকারাহ: ২৯ আয়াতের ব্যাখ্যা (প্রথম খণ্ড ৩৭২—৩পৃষ্ঠ) দেখুন। ইমাম রাযী সূরাহ আল্ আমবিয়া': ৩৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় (তাফসীর কাবীর: ৬।১৪৯) সামাওাত সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বহু ভুল ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলেন,

الحق انه لا سبيل الى معرفة صفات السماء الا بالخبر ٥

"যথার্থ কথা এই যে, কুরআন ও হাদীসের বিবরণ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে সামা' এর সঠিক বিবরণ জানিবার কোনই পথ নাই।" আর কুর্আন ও হাদীসে যেহেতু ইহার স্বরূপ সম্পর্কে কোন বিবরণ নাই কাজেই ইহার স্বরূপ সন্দেহাতীতভাবে জানা যাইতে পারে না। তাহা ছাড়া ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞানে বলা হয় যে, (ক) এই ফালাক বা সামা' একটি কঠিন পদার্থবিশেষ; [খ] উহা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাংগিতে পারে না এবং [গ] ইহা একবার ভাংগিলে পুনরায় জোড়া লাগিতে পারে না। তাহাদের এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি অ সাল্লামের মি'রাজ বা ঊর্ধ জগতে গমন ও ভ্রমণ অসম্ভব দাবী করিয়া উহার যাথার্থ অস্বীকার করে। মাওলানা মীর আবদুস সালাম আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকুন আর নাই থাকুন। মাওলানা নাদাভী যে এই ব্যাপারে প্রাচীন জ্যোতির্জ্ঞানীদের তাকলীদ করিয়া বসিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট।

ষষ্ঠতঃ চন্দ্রের গতিশীল হওয়ার প্রশ্ন। মাওলানা নাদাভী দাবী করেন "কোরআন মাজিদ বলে, চন্দ্র গতিশীল।" এই সম্পর্কে তিনি কোন আয়াত উধৃত করেন নাই বা তিনি কোন আয়াত উধৃত করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। যে আয়াতগুলিতে বাহ্যতঃ এই অর্থ পাওয়া যায় তাহা আমি এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে উল্লেখ করিয়াছি। ৬, ৯, ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭ নম্বরগুলিতে যে সব আয়াত উধৃত করা হইয়াছে তাহা দেখুন। এই ছয় স্থানের পাঁচ স্থানে রহিয়াছে 'কুল্লুই য়াজরী' (كل يجري) অর্থাৎ প্রত্যেকেই চলিতেছে বা ধাবিত হইতেছে এবং এক স্থানে রহিয়াছে, 'কুল্লুন্ ফী ফালাকিই য়াস্বাহূন' (كل في فلك يسبحون) অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ফালাকে 'সাব্হ' করিতেছে। এখানে তিনটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজনীয়। (ক) 'প্রত্যেকে' এর তাৎপর্য, [খ] ধাবিতে হইতেছে' ব 'চলিতেছে' এর তাৎপর্য এবং (গ) 'ফালাক' ও 'সাব্হ' এর তাৎপর্য।

(ক) 'প্রত্যেক' ও (খ) 'ধাবিত হওয়া' এর তাৎপর্য—এই 'প্রত্যেক' বলিয়া তাহার পূর্বে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের দিকে ইংগিত করাই স্বাভাবিক। এখন দেখা যাউক উহার পূর্বে কোন্ কোন্ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। যে ছয়টি আয়াতে 'য়াজরী' বা 'ধাবিত হইতেছে' শব্দের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ৬ ও ১৭ বাদ দিয়া বাকী চারি স্থানে সূর্য চন্দ্র দিবা ও যামিনী এই চারিটি বিষয়ের কথা উধৃত করা হইয়াছে। বাকী দুইটি কুরআন খুলিয়া দেখুন—৬ নম্বরের আয়াতটিতে সূর্য ও চন্দ্রের পূর্বের অংশে 'সামাওাত' ও 'আরশ্' এর উল্লেখ আছে এবং ১৭নম্বরের আয়াতটিতে সূর্য ও চন্দ্রের পূর্বের অংশে রহিয়াছে 'সামাওাত', 'পৃথিবী' দিবা ও যামিনী। কাজেই এই আয়াতগুলিযোগে কেবলমাত্র সূর্য ও চন্দ্রের সম্বন্ধেই 'ধাবিত হইতেছে' বা চলিতেছে বলা হয় নাই, বরং সামাওাত, আরশ্, পৃথিবী, দিবা ও রজনী এই পাঁচটি সম্পর্কেও 'ধাবিত হইতেছে' বা চলিতেছে বলা হইয়াছে। তারপর ঐ সাতটি বস্তু কোথায় কোন্ দিকে, কোন্ উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেছে তাহাও লক্ষণীয়। কোন কোন আয়াতে বলা হইয়াছে 'লি আজালিম্ মুসাম্মান্' বা 'নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় বা কালের উদ্দেশ্যে' আবার কোন কোন আয়াতে বলা হইয়াছে, 'ইলা আজালিম্ মুসাম্মান্' বা নির্ধারিত নির্দিষ্ট কালের পানে। এখন এই দুইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'য়াজরী' ঃ 'ধাবিত হয়' কথাটির তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইবে। 'চলা' বা 'ধাবিত হওয়া' বাংলা ভাষায় যেমন দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ 'য়াজরী' আরবী ভাষাতেও দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হইতেছে প্রকাশ্য প্রত্যক্ষ অর্থ বা মা'না হাকীকী এবং অপরটি হইতেছে অপ্রত্যক্ষ অর্থ বা মা'না মাজাযী। কা'বা হইতে সাফা পাহাড়ের দিকে ধাবিত হইতেছে বা চলিতেছে' বাক্যে প্রত্যক্ষ অর্থ তথা দৃশ্যমান গতি বুঝানো হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় স্থানের। স্থানের মধ্যে গতি চলিবে এবং নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া তাহা শেষ হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

ইহার আরবী উদাহরণ।

الفلك التى تجرى فى البحر : যে জলযান সমুদ্রে চলে (কুরআন, ২ : ১৬৪) ইহা সমুদ্রের উপর দিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানের দিকে ও অপর স্থানের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়।

কিন্তু এই ক্রিয়াটি যখন কোন স্থানের পানে বা উদ্দেশ্য ধাবিত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত না হইয়া কোন ফল লাভের বা কোন কর্মের বা কোন সময়ের পানে বা উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন ইহার প্রত্যক্ষ বা হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া তখন উহার পরোক্ষ বা মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা হয়। ইহার উদাহরণ—

جرى امر الخلافة الى اربعين سنة بعد النبوة (او لاربعين)

নুবুওয়াতের পরে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত (বা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া) খিলাফাত শাসন চলিল।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে 'নির্দিষ্ট কালের পানে ও উদ্দেশ্যে' এর সহিত ধাবিত হওয়া' বিজড়িত হওয়ার কারণে এখানে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সে কালের তাফসীরকারগণ তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তাকলীদ করিতে গিয়া তাঁহাদের চিন্তা ঐ দিকে মোটেই যায় নাই। তাই এই আয়াতগুলিতে 'প্রত্যেকে' এর পূর্বে চারিটি বা পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ থাকা সত্বেও তাঁহার ঐ 'প্রত্যেকে' এর তাৎপর্য মাত্র দুইটিকেই ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ 'য়াজরী' বা 'ধাবিত হওয়ার' তাৎপর্য যদি 'গতিশীল হওয়া ধরিয়া লওয়া হয় (যাহার যথার্থতা পূর্বেই যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে) তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবলমাত্র চন্দ্র ও সূর্যই গতিশীল নয়, বরং পৃথিবী, সামাওয়াত, ও আরশকে এমন কি দিবা ও যামিনীকেও গতিশীল মানিতে হইবে। তারপর দিবা ও যামিনীর বাস্তব পরিদৃশ্যমান চাক্ষুষ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন তথা গতিশীল হওয়া যেহেতু কল্পনাতীত ব্যাপার কাজেই য়াজরী' বা 'ধাবিত হওয়ার' তাৎপর্য 'স্থানের মধ্যে গতিশীল হওয়া' মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে।

'প্রত্যেকে' ও 'ধাবিত হওয়া' এর তাৎপর্য বর্ণনা করা হইল এখন 'ফালাক' ও 'সাবহ' এর তাৎপর্য বর্ণনা করা হইতেছে।

ফালাক ও সাব্‌হ—সম্পর্কে স্বীকার করিতে হইবে যে, সামা'এর তাৎপর্য সম্পর্কে যেমন কুরআনে ও হাদীসে কোন কিছু স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, সেইরূপ 'ফালাক' এর তাৎপর্য সম্পর্কেও কুরআনে বা হাদীসে স্পষ্ট করিয়া কোন কিছুই বলা হয় নাই। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের তাকলীদ করিয়া উহার অর্থ বাংলা ভাষায় 'কক্ষ' করা হয়। এখন 'সাব্‌হ' এর অর্থ দেখা যাউক।

সাব্‌হ (سبح)—'সাব্‌হ' শব্দের অর্থ 'সাঁতার কাটা'। কিন্তু ইহাই উহার একমাত্র অর্থ নহে। ইহা ছাড়া ইহার আরও দুইটি অতি প্রচলিত ও মাশ্‌হুর অর্থ আছে। এক অর্থ হইতেছে 'প্রশংসা করা; অন্যায় অসত্য হইতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পবিত্রতা বর্ণনা করা। এই 'সাব্‌হ' এর মাসদার 'সুবহান' শব্দটি এবং উহার অর্থ পাঠকদের সকলেরই বেশ জানা আছে। এই 'সাব্‌হ' হইতে গঠিত সুব্‌হাহ (سبحة) শব্দের অর্থ তাসবীহ ছড়ার গুটি বা দানা। (দেখুন 'লুগাত কিশওারী; 'সুরাহ', 'কামূস' প্রভৃতি আরবী অভিধান সমূহ)। আর শাহ অলীউল্লাহ কুরআন মাজীদের ফারসী অনুবাদে সূরাহ আল-আম্‌বিয়া' : ৩৩ আয়াতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'য়াস্‌বাহূন'এর অনুবাদ করেন,

يُسَبِّحُونَ : তাহারা প্রশংসা করে।

'সাব্‌হ' এর তৃতীয় অর্থ হইতেছে 'কাজ কর্মে লিপ্ত থাকা'। কাজেই 'কুল্লুন ফী ফালাকিই য়াসবাহূন' আয়াত অংশটির তৃতীয় অর্থ দাঁড়ায়, "তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ফালাকে কর্মরত বা কর্তব্যরত রহিয়াছে। (দেখুন উল্লিখিত অভিধান গ্রন্থগুলি এবং তাফসীর কাশ্‌শাফ, সুরাহ আল্‌ মুয্‌যাম্‌মিল ৭ আয়াতে 'সাবহান এর ব্যাখ্যা)

তর্কের খাতিরে 'য়াসবাহূন' এর যদি 'সাঁতার কাটা' তথা 'ভাসিয়া চলা' অর্থ গ্রহণ করা হয় তবুও এই আয়াত দ্বারা চন্দ্রের গতিশীল হওয়া প্রমাণ হয় না। কারণ আমরা ইমাম রাযীর মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেছি যে, ফালাকে চন্দ্রের ভাসিয়া চলা তিন ভাবে হইতে পারে (এক) 'ফালাক' প্রবাহিত পানির ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে আর চন্দ্র তাহাতে স্থির কোন বস্তুর ভাটির দিকে ভাসিয়া যাওয়ার মত ভাসিয়া চলিয়াছে; অথবা (দুই) ফালাক প্রবাহিত পানির ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে এবং তাহার স্রোতে চন্দ্র ভাটির দিকে ভাসিয়া যাইতেছেএবং সেই সঙ্গে ভাটিমুখী বাতাসে পাল তুলিয়া বা দাঁড় টানিয়া যাওয়া নৌকার ন্যায় চন্দ্র নিজেও দ্বিগুণ বেগে ভাটির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, অথবা (তিন) ফালাক স্থির রহিয়াছে বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় এবং চন্দ্র নিজ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। (দেখুন তাফসীর কাবীর, সূরাহ আল্‌ আম্‌বিয়া' ৩৩ আয়াতের ব্যাখ্যা— ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা।) এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ব্যাখ্যামতে চন্দ্রের স্থির থাকাই প্রমাণিত হয়।

'কুর্‌আনে চন্দ্রকে গতিশীল বলা হইয়াছে'— মাওলানা নাদাভীর এই দাবী ভিত্তিহীন প্রমাণিত হইল। কাজেই ইহার পরে, 'রকেট গতিশীল-কাহার গতি বেশী? বৈজ্ঞানিকেরা ইহা করিতেছেন কি? উভয়ই যদি গতিশীল হয়' ইত্যাদি কোন প্রশ্নই আর উঠে না। অধিকন্তু, ঐ বিষয়গুলির আলোচনা পদার্থবিজ্ঞানে করা হয় বলিয়া আমরা মাওলানা নাদাভী সাহেবকে সসম্ভ্রমে অনুরোধ জানাইব পদার্থ বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিবার জন্য। পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের যে যৎ সামান্য জ্ঞান আছে তাহাতে আমরা মনে করি যে, পদার্থ বিজ্ঞানের গতি (Motion) অংশে মাধ্যাকর্ষণ, নিউটনের সূত্রাবলী ইত্যাদির সাহায্যে আমরা পদার্থ বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞরা (Laymen) যদিও উহা সম্যক বুঝিতে পারি না তবুও উহার কিছুটা আঁচ করিতে পারি।

যাহা হউক, আল্লাহের মহান তাওফীক লাভ করিয়া আমরা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিলাম যে, কুরআন মাজীদের কোন কোন আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা হইতে কোন একটি ব্যাখ্যাকে নিশ্চিত ও একমাত্র ব্যাখ্যা মনে করিয়া আমাদের কোন কোন আলিম মানুষের পক্ষে চাঁদে পা রাখার যাথার্থ কুরআন মজীদ দ্বারা সাবিত ও প্রমাণ করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ 'মানুষের পক্ষে চাঁদে পা রাখা অসম্ভব' প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ উভয় দলই বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

অবশেষে আমরা আমাদের পূর্ব-বিঘোষিত মন্তব্যগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

(১) কুর্‌আন মাজীদ জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ নহে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাজেই ইহার মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন সূত্র বা সমাধান অনুসন্ধান করা বৃথা ও নিরর্থক কাজ এবং সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

(২) কুর্‌আন মাজীদের মধ্যে ধর্মবিজ্ঞান ছাড়া আর যে সব বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে তাহার সবগুলিই করা হইয়াছে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে।

(৩) নাবী রাসূলদের এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলির যে সব বিবরণ কুর্‌আনে দেওয়া হইয়াছে তাহার অবতারণা ইতিহাসরূপে করা হয় নাই। বরং উহা ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে কুর্‌আনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহের মনোনীত ধর্ম ইসলামের দিকে সার্থক আহ্বান জানাইবার জন্য এবং তাহাকে ইসলামে দৃঢ় রাখার জন্য পূর্ববর্তী নাবী রাসূলদের ও জাতিসমূহের যে যে বিবরণ যে ভাবে দেওয়া প্রয়োজনীয় সেই বিবরণগুলি সেই ভাবে কুর্‌আন মাজীদে দেওয়া হইয়াছে।

অনুরূপভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা এই কথাই বলিব যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে যে বিবরণ দেওয়া প্রয়োজনীয় কেবলমাত্র সেই বিবরণগুলি কুর্‌আন মাজীদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অপর কথায় ইসলামী ব্যবহারিক দিক হইতে ঐ বিবরণ গুলি দেওয়া হইয়াছে। এই মন্তব্যটির একটি প্রমাণ হইতেছে এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে উল্লিখিত ২৭ নম্বরে উধৃত আয়াতটি। ইহা আমাদের একটি নূতন দাবী। ইহার সহিত মানবের চন্দ্র অবতরণের কোনই সম্পর্ক নাই বলিয়া এবং প্রবন্ধটি যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়া পড়িল বলিয়া উহার বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হইল না। ইন্‌শা-আল্লাহ পরবর্ত্তী কোন এক সংখ্যায়, 'কুর্‌আন মাজীদে প্রশ্নোত্তর' শিরোনামা দিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে কুর্‌আন মাজীদের এই বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

—০—

www.ahlehadeethbd.org

॥ শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল বিটি ॥

'আদ ও সামূদ জাতির বিবরণ

'আদ ও সামূদ উভয় জাতিই "আল্ 'আরাবুল্ বায়িদাহ্" বা বিলুপ্ত প্রাচীন আরব জাতি-সমূহের অন্তর্ভুক্ত। নূহ আঃ এর 'ইরাম' নামক পৌত্রের এক পৌত্রের নাম ছিল 'আদ এবং ঐ 'ইরাম, এর অপর পৌত্রের নাম ছিল সামূদ। কালক্রমে এই 'আদ ও সামূদের বংশধরেরা যথাক্রমে 'আদ ও সামূদ জাতি নামে অভিহিত হয়। এই জাতি দুইটির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'আদ জাতিকে 'আদুল্ উলা বা প্রথম 'আদ জাতি এবং সামূদ জাতিকে 'আদুল্ উখ্রা বা পরবর্তী 'আদ জাতিও বলা হয়। 'আদ জাতি আরবের দক্ষিণ অঞ্চলে য়ামানের অন্তর্গত 'আম্মান হইতে হায্রামাওত পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডে বাস করিত আর সামূদ জাতি আল্ মাদীনার উত্তরে প্রায় এক শত মাইল পরে এবং খায়বারের 'তায়মা' নামক জনপদের দক্ষিণে অবস্থিত 'ওয়াদিল্-কুরা" বা 'জনপদ সমূহ অধ্যুসিত সমতল ভূমি' নামক অঞ্চলে বাস করিত।

'আদ জাতির বিবরণ -,আদের পিতা 'উস, উসের পিতা ইরাম, ইরামের পিতা সাম, সামের পিতা নূহ।

عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح

'আদ ও সামূদ এই দুই জাতির মধ্যে সমৃদ্ধি, সম্পদ ও সভ্যতার দিক দিয়া 'আদ জাতি ছিল অধিকতর প্রাচীন। তাহার একটি কারণ এই যে, তাহারা সামূদ জাতির তুলনায় অধিকতর সমতল উর্বর ভূমির অধিকারী ছিল। সেই সঙ্গে তাহারা সমুদ্রের সুবিধাও ভোগ করিত। ফলে, তাহারা অল্প আয়াসেই নিজেদের ভরণ পোষণ ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিত বলিয়া তাহাদের হাতে প্রচুর অবসর সময় থাকিত। তদুপরি তাহারা ছিল দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং তাহারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করিত। ফলে অল্প কালের মধ্যেই তাহারা উচ্চ স্থানগুলির উপরে আলোকস্তম্ভ এবং সমতল ভূমিতে সুরম্য হর্মরাজি ও সুউচ্চ প্রাসাদ ও দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া বিরাট বিরাট শহর নির্মাণ করিয়া ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রাকৃতিকভাবেই ঐ অঞ্চলে বহু নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ফলে সমগ্র দেশ নানা প্রকার ফলের বাগানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বহু সন্তান এবং প্রচুর পশু সম্পদও দান করেন। তাহারা তো শারীরিক শৌর্য বীর্যের অধিকারী ও বলিষ্ঠ ছিলই, তদুপরি উল্লিখিত ধন-সম্পদের মালিক হইয়া তাহারা এক অহংকারী, অত্যাচারী ও দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত হয়। দুর্বলদের প্রতি অত্যাচারের ও সর্ব প্রকার দুর্নীতিতে তাহারা মাতিয়া উঠে। তাহারা পরকালের বিচারে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং এক আল্লাহের ইবাদত পরিত্যাগ করিয়া মূর্তিপূজায় ও নক্ষত্রসমূহের উপাসনায় লিপ্ত হয়। নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য তাহারা সুউচ্চ মান মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের হিদায়াতের জন্য তাহাদেরই মধ্য হইতে হূদ নামক এক ব্যক্তিকে রাসূল মনোনীত করেন। হূদের বংশ পরিচয় তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহের পিতা রাবাহ, রাবাহের পিতা আল্খুলূদ, আল্খুলূদের পিতা 'আদ।

هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد

হূদ আঃ তাঁহার স্বজাতিদিগকে মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রসমূহের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া এক আল্লাহের ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাইতে থাকেন; পরকালের বিচারের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সকল অত্যাচার, সকল অনাচার ও সকল দুর্নীতি ছাড়িয়া দিয়া শান্তিপূর্ণ সৎ জীবন যাপন করিবার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করিতে থাকেন। তাহার ফলে

www.ahlehadeethbd.org

তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক হূদ আঃ কে রাসূল বলিয়া স্বীকার করেন, পরকালের বিচার ও আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং সকল অন্যায় বর্জন করেন। বাকী লোক হযরত হূদ আঃ-এর কথায় মোটেই দৃক্‌পাত না করিয়া গর্বভরে বলিতে থাকে, "কে আছে আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী যে আমরা তাহাদিগকে ভয় করিব?" (দেখুন সূরাহ্ আশ্‌শু'আরা: ১২৮—১৩৩ আয়াত ও সূরাহ হামীম আস্ সিজ্‌দাহ: ১৫ আয়াত) "তুমি যে শাস্তির ভয় দেখাইতেছ—তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহা হইলে উহা একবার আনিয়া দেখাও না কেন?" (৭: ৭০)

অনন্তর হূদ আঃ এর দু'আ করার ফলে ক্রমাগত তিন বৎসর ধরিয়া বৃষ্টি বন্ধ রহিল। অনাবৃষ্টির কারণে শস্য ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন হইল না বাগানে ফল ফলিল না এবং সমগ্র দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইল।

তখন হূদ (অঃ) তাঁহার জাতিকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা তোমাদের রাব্বের নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং তোমাদের শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবেন।" তাহাতে তাহারা বলিল, "তোমার কথায় আমরা আমাদের দেবতাদের পূজা ছাড়িয়া দিবার পাত্র নই এবং আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনিবারও পাত্র নই। বুঝিয়াছি আমাদের কোন দেবতা তোমার মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে। আমরা তোমাকে সহজে ছাড়িতেছি না।" তখন হূদ (আঃ) বলেন, "আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখিয়া এবং তোমাদিগকেও সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা তোমাদের যে সব মূর্তি ও দেবতাকে আল্লাহের অংশীদার বলিয়া মান্য কর তাহা হইতে আমি বিরূপ ও বেযার। তোমরা সকলে মিলিয়া যত ফন্দী আঁটিতে পার আঁটিতে থাক। আমি আমার রাব্ব ও তোমাদের রাব্ব আল্লাহের উপর ভরসা রাখি।" (১১: ৫২—৫৬) তাহারা আরও বলিল, "তুমি আমাদিগকে উপদেশ দাও আর উপদেশ নাই দাও উভয়ই আমাদের পক্ষে সমান। সুখের পরে দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ আসা, মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের আগমন, আবার উহা দূর হওয়া—ইহা তো চিরকালেরই নিয়ম। ইহা যে আমাদের প্রতি তোমার নির্দেশ অমান্য করার জন্য শাস্তিরূপে আসিয়াছে তাহা আমরা মানি না।" (২৬: ১৩৬—১৩৮)

অনন্তর 'আদ জাতির ৭০ জন নেতা কা'বা গৃহে গিয়া বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাদের ঐ প্রার্থনাকালে আকাশে তিন খণ্ড মেঘ দেখা গেল—একটি সাদা, একটি লাল ও একটি কাল। ঐ সময়ে এই গায়েবী আওয়ায শুনা গেল, "এই তিনটি মেঘখণ্ড হইতে যে কোন একটি মেঘখণ্ড তোমরা তোমাদের জন্য বাছিয়া লও।" কাল মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হইবে ভাবিয়া তাহারা কাল মেঘখণ্ডটি বাছিয়া লইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ মেঘখণ্ডটি ছিল আযাবের মেঘ। তখন তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে লাগিল এবং ঐ মেঘ খণ্ডটি তাহাদের সঙ্গে যাইতে লাগিল।

'আদ জাতির নেতারা যখন দেশে পৌঁছিল তখন হযরত হূদ আঃ মেঘখণ্ডটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, উহার মধ্যে শাস্তি পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। তখন হূদ আঃ আর এক দফা আদ জাতিকে একমাত্র আল্লাহের ইবাদাতের জন্য আহ্বান জানাইলেন। তারপর তাঁহার প্রতি যাঁহারা ঈমান আনিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হূদ আঃ শহর জনপদ ছাড়িয়া গিয়া সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইলেন।

অনন্তর 'আদ জাতির উপরে আল্লাহের শাস্তি নামিয়া আসিল। কুরআন মাজীদে ঐ শাস্তির বিবরণ কয়েক স্থানে দেওয়া হইয়াছে। বিবরণগুলি এইরূপ:—

"অনন্তর, তাহারা যখন একটি মেঘখণ্ডকে তাহাদের নিম্ন সমতল ভূমির দিকে আগমন করিতে দেখিল তখন তাহারা বলিতে লাগিল, এই মেঘখণ্ডটি আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ না করিয়া যাইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "না, তাহা হইবে না, বরং তোমরা যাহা পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছিলে উহা তাহাই, উহা হইতেছে এমন একটি ঝড় যে ঝড়ের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। ঐ ঝড় তাহার রাব্বের আদেশক্রমে প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে" (৪৬ : ২৪-২৫)।

"আমরা তাহাদের দিকে দারুণ শীতল প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিলাম।" (৪১; ১৬, ৫৪; ১৯ ও ৬৯ : ৬) "ঐ ঝড় ক্রমাগত সাত রাত্রি ও আট দিবস ধরিয়া আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহাদের উপরে চালাইতে থাকেন" (৬৯ : ৭)

তাফসীরকারগণ বলেন যে, এই ঝড় শাওওয়াল মাসের শেষ সপ্তাহের এক বুধবার সূর্যোদয়ের পরেই আরম্ভ হয় এবং পরের বুধবার সূর্যাস্তের পূর্বে থামে।

"ঐ ঝড় লোকদিগকে তাহাদের বাড়ী ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিতে থাকে।" (৫৪ : ২০)

"ঐ ঝড় যে কোন বস্তুর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ না করিয়া ছাড়ে নাই।" (৫১ ; ৪২) তারপর 'আদ জাতির বিরাট লোকদের লাশগুলি সম্পর্কে বলা হয় যে, "আদ জাতির লাশগুলি অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা খেজুরগাছের গুড়ির মত পড়িয়া রহিল।" (৫৪ : ২০, ৬৯ : ৭) এই ভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা হূদ আঃ এর প্রতি যাহারা ঈমান আনে নাই তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিলেন এবং মুমিনদের নিজ রাহমাতে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিলেন।" (৭ : ৭২, ১১ : ৫৮)

সামূদ জাতির বিবরণ—'আদের বংশধরেরা যেমন 'আদ জাতি নামে পরিচিত হয় সেইরূপ সামূদের বংশধরদিগকে সামূদ জাতি বলা হয়।

সামূদের বংশ পরিচয় এই—সামূদের পিতা 'আবির 'আবিরের পিতা ইরাম, ইরামের পিতা সাম ও সামের পিতা হইতেছেন নূহ আলাইহিস্ সালাতু অস্ সালাম।

ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح

'আদ ও সামূদ পরস্পর চাচাতো ভাই। তাহারা দুই জনেই আরবে আগমন করিয়া 'আদ বসতি স্থাপন করে আরবের দক্ষিণে য়ামান প্রদেশে এবং সামূদ বসতি স্থাপন করে আল্‌মাদীনার প্রায় ১০০ এক শত মাইল উত্তরের পরে এবং খায়বারের দক্ষিণে অবস্থিত তায়মা, নগরীর দক্ষিণে ওাদিল কুরা অঞ্চলে। উভয় জাতির লোকেরাই দীর্ঘকায়, সবল, অত্যন্ত শক্তিশালী, কর্মঠ ও পরিশ্রমী ছিল। কিন্তু 'আদ জাতির দেশের ও সামূদ জাতির দেশের ভৌগলিক অবস্থায় বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। 'আদ জাতির দেশ ছিল নিম্ন সমতুলভূমি ও অত্যন্ত উর্বরা কিন্তু সামূদ জাতির দেশ ছিল উচ্চ মালভূমি এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ পাহাড়ে পরিপূর্ণ। এই ভৌগলিক কারণে 'আদ জাতি অল্প কাল মধ্যেই বিরাট বিরাট শহর নগর নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা শক্তি ও সম্পদের অহংকারে মত্ত হইয়া আল্লাহকে অস্বীকার করিয়া মূর্তিপূজা করিতে থাকে এবং পরকালের বিচার অবিশ্বাস করিয়া সকল প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিতে থাকে। অনন্তর তাহারা যখন আল্লাহের আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হয় তখন সামূদ জাতির অভ্যুদয় হইতে থাকে।

'আদ জাতি ধ্বংস হওয়ার পরে সামূদ' জাতি 'ওাদিল্ কুরা' অঞ্চলে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তাহারা সেখানকার পাহাড়ের পাথর দিয়া সমতল ভূমিতে বিরাট প্রাসাদসমূহ এবং পাহাড় গাত্র কাটিয়া গৃহাদি নির্মাণ করে।" (৭ : ৭৪, ২৬ : ১৪৯ ও ৮৯ : ৯) তাহা ছাড়া ঐ অঞ্চলে নদী-নালা প্রবাহিত থাকায় তাহারা সেখানকার সমতলভূমিতে খেজুর প্রভৃতি নানা প্রকার ফলের বাগান তৈয়ার করে এবং নানাবিধ শস্য উৎপাদন করিতে থাকে। (২৬; ১৪৭-১৪৮)

ফল কথা সামূদ জাতির লোকেরা অত্যন্ত সুখে ও আরামে বাস করিত। খাদ্য ও পানীয়ের কোন অভাব তাহাদের ছিল না। পাহাড় গাত্রে নির্মিত গৃহগুলি তাহাদের গ্রীষ্মকালিন শৈলাবাস ছিল।

সামূদ জাতির মধ্যে রাসূলের আবির্ভাব—তারপর, আদ, জাতির লোকেরা যেমন আরাম আয়েশে মত্ত হইয়া বিপথগামী হইয়াছিল সেইরূপ সামূদ জাতিও পার্থিব সম্পদাদি ভোগ করিতে করিতে আল্লাহকে ভুলিয়া যায়। আল্লাহের ইবাদাত ছাড়িয়া দিয়া নক্ষত্রের কাল্পনিক মূর্তি ও

www.ahlehadeethbd.org

দেব-দেবীর মূর্তি তৈয়ার করিয়া সেই সবের উপাসনায় লাগিয়া যায়। আরও তাহারা আখিরাতের বিচার অবিশ্বাস করিয়া নানা প্রকার অধর্ম অন্যায় কাজে এবং অত্যাচার অবিচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পথে ফিরাইয়া আনিবার আহ্বান জানাইবার জন্য তাহাদেরই এক জন লোককে তাঁহার রাসূল মনোনীত করেন। এই রাসূলের নাম' সালিহ' আলাইহিস সালাতু অস-সালাম এবং তাঁহার বংশ পরিচয় এই— সালিহ আঃ হইতেছেন 'উবাইদ এর পুত্র, উবাইদ হইতেছে আসিফ এর পুত্র আসিফের পিতা মাশিহ, মাশিহের পিতা 'উবাইদ, 'উবাইদের পিতা জাদির এবং জাদিরের পিতা সামূদ।

صالح بن عبيد بن اسف بن ماشخ بن عبيد بن جادر بن ثمود ٠

"অনন্তর হযরত সালিহ আঃ তাঁহার জাতিকে ধর্ম-পথে আহ্বান জানাইতে থাকেন। তিনি তাহাদিগকে মূর্তি পূজা ছাড়িয়া দিয়া এক আল্লাহের ইবাদত করিতে বলেন। (৭ : ৭৩, ১১ : ৬১, ২৭ : ৪৫)

হযরত সালিহ আঃ আরও বলেন : ইহা নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহের আদেশবাহক রাসূল। আল্লাহ তোমাদিগকে সৎ পথ দেখাইবার জন্য আমাকে তাঁহার আদেশ-বাহক রাসূল মনোনীত করিয়াছেন। তোমরা আমার কথা মানো এবং আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলো। এই উপদেশ দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক আমাকে আল্লাহ তা'আলাই দিবেন।" (২৬ : ১৪৩—৪৫)

তিনি আরও বলেন, "তোমরা 'আদ জাতির কথা স্মরণ করো। তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্তির পরে আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে পৃথিবীতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তোমরা সমতল ভূমিতে হর্মরাজি এবং পাহাড় কাটিয়া গৃহাদি নির্মাণ করিতেছ। আল্লাহের এইসব দানগুলি স্মরণ করো। আল্লাহের পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও ফাসাদ করিও না।" (৭ : ৭৪)

হযরত সালিহ আঃ তাঁহার জাতিকে মন্দ পরিণামের ভয় দেখাইয়া বলেন, "তোমরা এইভাবে নিরাপদ ও নিশ্চিত অবস্থায় চিরকাল থাকিবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলো এবং অত্যাচারী অনাচারীদের ভাবেদার হইও না।" (২৬ : ১৪৬ ও ১৫০—১৫১)

তিনি তাঁহার জাতিকে আল্লাহের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজ নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতেও বলেন। (২৭ : ৪৬)

সালিহ আঃ এর এই আহ্বানের ফলে কিছু সংখ্যক দরিদ্র অসহায় লোক তাঁহার প্রতি ঈমান আনে। কিন্তু বিত্তশালী ধনীগণ সালিহ আঃ-কেও তাঁহার অনুসারীদিগকে নানা ভাবে বিদ্রূপ ও জ্বালাতন করিতে থাকে।

সামূদ জাতি ও সালিহ আঃ-এর মধ্যে বাদানুবাদ : সামূদ জাতির উক্তি—

অনন্তর সামূদ জাতি সালিহ আঃ-এর সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়। (২৭ : ৪৫) তাহারা সালিহ আঃ এর রাসূল হওয়ার দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতে থাকে, "তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। তুমি আবার রাসূল হইলে কি করিয়া? হাঁ বুঝিয়াছি, তোমাকে ভূতে পাইয়াছে।" (২৬ : ১৫৩—১৫৪)

আবার কখনো তাহারা বলে, "ইহা কেমন কথা! আমরা কি আমাদেরই একজন মানুষকে অনুসরণ করিব? আমরা যদি তাহা করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় পথভ্রান্ত ও বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া গণ্য হইব। আমাদের মধ্য হইতে কি একমাত্র তাহারই প্রতি হিদায়াত করার ভার অর্পিত হইল? না, তাহা হইতেই পারে না। বরং সে একজন ঘোর মিথ্যাবাদী ও যারপর নাই দাম্ভিক।" আল্লাহ বলেন, "কোন্ ব্যক্তি ঘোর মিথ্যাবাদী ও যারপর নাই দাম্ভিক তাহা তাহারা কালই জানিতে পারিবে" (৫৪ : ২৪—২৬)।

কখনো বা তাহারা বলিত, "হে সালিহ, তোমার এই সব কথা বলিবার পূর্বে আমরা তোমার সম্পর্কে আশান্বিত ছিলাম যে, তুমি একজন মানুষ হইবে। কিন্তু এ কি! সেই তুমিই আমাদিগকে ঐ সবের উপাসনা করিতে নিষেধ করিতেছ যাহার উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষেরা বরাবর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া আসিতেছেন। তুমি আমাদিগকে যাহার দিকে আহ্বান করিতেছ সে সম্পর্কে বাস্তবিকই আমাদের নিশ্চিত সংশয় রহিয়াছে। (১১ : ৬২) তাহারা সালিহ আঃ-কে লক্ষ্য করিয়া বলে, "তুমিই এবং তোমার সংগীগণই যত সব অশুভের কারণ। তোমাদের জন্যই আমাদের উপরে দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ আসিতেছে। তাহাতে সালিহ আঃ বলেন, তোমাদের এই সব অশুভ আল্লাহের নিকট হইতে আগত। কাজেই আল্লাহের কাছে মাফ চাও, সব বিপদ দূর হইয়া যাইবে। (২৭ : ৪৬)

তারপর সালিহ আঃ-কে যাহারা রাসূল বলিয়া মানিত না তাহারা সালিহ আঃ এর অনুসারীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে থাকে, "তোমরা কি সালিহকে তাহার রাব্বের আদেশবাহক রাসূল বলিয়া জান কর?" তাহারা উত্তর দেয়, "তিনি আল্লাহের যে সব আদেশ তাঁহার আদেশবাহক রাসূল হিসাবে আমাদের নিকট পৌছাইয়া থাকেন তাহার যথার্থতায় আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসী।" তখন ঐ কাফিরেরা বলে, "তোমরা ঐ সব যাহার যথার্থতায় বিশ্বাস কর সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে অবিশ্বাসী।" (৭ : ৭৫—৭৬)

সালিহ আঃ এর জওাব

নিজ জাতির এই সব প্রতিবাদের জওাবে সালিহ আঃ বলেন, "আচ্ছা বলোতো, আমি যদি আমার রাব্বের তরফ হইতে স্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের অধিকারী হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে আদেশ বহনের মর্যাদা দয়া করিয়া দিয়া থাকেন তবে উহার পরে আমি যদি তাঁহার আদেশ অমান্য করি তাহা হইলে কেহই আমাকে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য করিতে পারিবে না। তোমাদের কথা মানিলে আমার সমূহ ক্ষতি হইবে। (১১ : ৬৩)

সামূদ জাতির ষড়যন্ত্র

সামূদ জাতির মধ্যে তাহাদের শহরে নয় জন দুর্দান্ত দুষ্ট লোকের একটি দল ছিল। এমন কোন অন্যায় কাজ ছিল না যাহা তাহারা করিত না। তাহারা একদা এই বলিয়া শপথ গ্রহণ করিল, "আমরা কোন এক রাত্রিতে সালিহকে এবং তাহার পরিবারের লোকদিগকে নিশ্চয় হত্যা করিব। তারপর তাহার কোন ওয়ারিস এই ব্যাপারে আমাদিগকে জড়াইতে চাহিলে আমরা বলিব যে; আমরা সত্য করিয়া বলিতেছি যে, এই হত্যা ব্যাপারের কিছুই আমরা জানি না।" (২৭ : ৪৮—৪৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন: তাহারা এই ভাবে সালিহকে হত্যা করার জন্য ফন্দী আঁটিয়াছিল। কিন্তু আমরা তাহাদের ফন্দীকে এমন ভাবে ব্যর্থ করিয়া ফেলি যে, তাহারা উহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। (২৭ : ৫০)

ঐ দুর্দান্ত দলটির ঐ হত্যার চেষ্টাকে আল্লাহ কি ভাবে ব্যর্থ করেন তাহার বিবরণ দিতে গিয়া ঐতিহাসিক ও তফসীরকারকগণ বলেন: হযরত সালিহ আঃ একটি গিরিবর্ত্মের মধ্যে একটি মসজিদে রাত্রি কালে ইবাদাত করিতেন। ঐ দুষ্ট দলটি সালিহ আঃ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঐ গিরিবর্ত্ম দিয়া যাইবার কালে পার্শ্ববর্তী পাহাড় হইতে একটি বিরাট পাথর খসিয়া তাহাদের উপরে পড়ে এবং তাহারা ঐ পাথর চাপা পড়িয়া মারা যায়।

হযরত সালিহ আঃ এর রাসূল হওয়ার প্রমাণ

তারপর সামূদ জাতির একদল লোক সালিহ আঃ এর নিকটে তাঁহার রাসূল হওয়ার প্রমাণ চাহিয়া বসে। ঐ দলের নেতা বলে, "আপনি যদি প্রকৃতই আল্লাহের রাসূল হন তাহা হইলে কোন অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করিয়া আপনার সত্য রাসূল হওয়ার প্রমাণ দিন।" এই বলিয়া সে একটি বিরাট পাথর দেখাইয়া ফরমাইশ করে যে, তিনি যদি ঐ পাথর হইতে দশ মাসের গাভীন এমন একটি উটনী বাহির করেন যে উটনীটি পাথর হইতে বাহির হইবামাত্র একটি বাচ্চা প্রসব করিবে, তাহা হইলে সে ও তাহার দলের লোকেরা তাঁহাকে আল্লাহের রাসূল বলিয়া মানিয়া লইবে।

অনন্তর সালিহ আঃ তাঁহার জাতির এই ফরমাইশ পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহের দরবারে আকুল আবেদন ও প্রার্থনা জানাইলে তখনই ঐ পাথর ফাটিয়া উহা হইতে একটি বিশালকায় উটনী বাহির হইয়া আসে এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনতিবিলম্বে একটি বাচ্চা প্রসব করে। ফলে, ঐ নেতা এবং তাঁহার দলের লোকেরাও সালিহ আঃ কে সত্য রাসূল বলিয়া মানিয়া লইয়া তাঁহার অনুসারী হন।

ও দিকে মূর্তিপূজারীদের পুরোহিত ও গণক ঠাকুরেরা এই ভাবে মুমিনদের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া আতংকগ্রস্ত হয় এবং নিজেদের স্বার্থহানির আশংকায় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ লোককে তাহাদের পৌত্তলিক ধর্মে নিয়োজিত রাখে।

অতঃপর সালিহ আঃ ঐ উটনী সম্পর্কে এইসব নির্দেশ দেন:

হে আমার জাতি, আমার রাসূল হওয়ার যে প্রমাণ তোমরা চাহিয়াছিলে সেই প্রমাণ হইতেছে এই উটনী (১১ : ৬৪, ২৭ : ১৫৫), তোমরা নিজেদের জন্য ও তোমাদের জীব-জানোয়ারের জন্য যে কূপ হইতে পানি লইয়া থাক সেই কূপের পানি এখন হইতে তোমাদের জন্য এক দিন ও উটনীটির জন্য একদিন বরাদ্দ করা হইল। উটনীটির পালার দিনে তোমরা একটুও পানি পাইবে না, এবং তোমাদের পালার দিনে উটনীটি মোটেই পানি পান করিবে না। (২৭ : ১৫৫) পানি তোমাদের ও উটনীটির মধ্যে ভাগাভাগি করা হইল। (৫৪ : ২৮) তোমরা এই উটনীকে তাহার পানি পান করিতে দাও। (৯১ : ১৩) ইহা হইতেছে আল্লাহের উটনী। ইহাকে তোমরা আল্লাহের পৃথিবীতে চরিয়া খাইতে দাও। (১১ : ৬৪) তোমরা এই উটনীর কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট করিও না। যদি তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট সাধন কর তাহা হইলে তোমাদের শাস্তি সন্নিকট ও অনিবার্য জানিও।

(১১ : ৬৪, ২৭ : ১৫৬)

অনন্তর বিশাল উটনীটি তাহার বাচ্চাসহ সর্বত্র অবাধে চরিয়া খাইতে থাকে। তারপর সে তাহার পালার দিনে কূপের তামাম পানি পান করিতে থাকে। উটনীটি পানি পান করিয়া ফিরিলে লোকে উহার দুধ যত ইচ্ছা দোহন করিয়া লইতে থাকে।

এইভাবে কিছু কাল কাটিয়া যায়। অনন্তর ঐ ফরমাইশ সম্পাদিত হইবার পরেও যাহারা সালিহ আঃ-এর প্রতি ঈমান আনে নাই তাহারা বলাবলি করিতে থাকে, "কী আপদ! আচ্ছা বিপদেই না পড়া গেল! এক উদ্ভট ফরমাইশ এই ভাবিয়াই করা হইয়াছিল যে, সালিহ উহা কিছুতেই করিতে পারিবে না। ফলে সে বেশ জব্দ হইবে। কিন্তু এখন দেখিতে আমরাই আচ্ছা জব্দ হইয়াছি। উটনীর বরাদ্দ দিনে এক ফোটা পানি পাইবার উপায় নাই। উটনীর পালার দিনে আমাদের যে পানির প্রয়োজন হয় তাহা পূর্বের দিন যোগাড় করিয়া রাখিতে হইতেছে। এইভাবে কত কাল চলা যায়। দুই এক দিন নয় সারা জীবন এইরূপ কষ্ট করিতে হইবে। ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? আবার উটনীটিকে মারিয়া ফেলা দূরের কথা, উহার কোন অনিষ্ট করিলেই শাস্তি নাকি অনিবার্য। কী ফ্যাসাদেই না পড়া গেল। এই শাস্তির আগমনও সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কেননা, যে ব্যক্তি এমন একটি অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইতে পারে তাহার পক্ষে শাস্তি আনয়ন করা মোটেই অসম্ভব নয়; ইত্যাদি, ইত্যাদি।" তাহাদের সংগে যোগ দিল তাহাদের পুরোহিত গণক ঠাকুরের দল। ফলে, ঐ কাফিরগণ ও তাহাদের পুরোহিত গণক ঠাকুরেরা উটনীটিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং ঐ উদ্দেশ্যে লোকও ঠিক করিল।

সামুদ জাতির কাফিরেরা নিজেদের ঔদ্ধত্যের কারণে সালিহকে মিথ্যাবাদী জানিল। তাহাদের চরম হতভাগারা উঠিয়া দাঁড়াইল (৯১ : ১১—১২)। তাহারা তাহাদের এক জনকে ডাক দিলে সে উহার ভার গ্রহণ করিল (৫৪ : ২৯)। অনন্তর তাহারা উটনীটির পা কাটিয়া ফেলিল (৭ : ৭৭, ১১ : ৬৫, ২৬ : ১৫৭, ৫৪ : ২৯, ৯১ : ১৪) এবং বলিতে লাগিল, "হে সালিহ, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে যে শাস্তির ভয় দেখাও তাহা আমাদের প্রতি আনয়ন কর (৭ : ৭৭)।

তাফসীরকারগণ বলেন যে, মূর্তি-পূজারীদের পুরোহিত ও গণকদের চক্রান্তক্রমে দুই জন লোক উটনীটিকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। উটনীটি পানি পান করিয়া যে পথে ফিরিয়া আসিত সেই

(৩৭ এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী ॥

(۱۲۲—۳) حدثنا سويد بن نصر ثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال كان عثمان يأتزر الى انصاف ساقيه وقال هكذا كانت ازرة صاحبى يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ۰

(۱۲۳—۴) حدثنا قتيبة انا ابو الاحوص عن ابى اسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقى او ساقه فقال هذا موضع الازار فان ابيت فاسفل فان ابيت فلا حق للازار فى الكعبين ۰

(১২২—৩ আমাদিগকে হাদীস শোনান সুওইদ ইব্নু নাস্র, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আব্দুল্লাহ ইব্নুল্ মুবারাক, তিনি রিওায়াত করেন মূসা ইব্নু 'উবাইদাহ হইতে, তিনি ইয়াস ইব্নু সালামাহ ইব্নুল্ আক্ওা' হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি বলেন : (হযরত) 'উস্মান তাঁহার উভয় পায়ের নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত ঝুলাইয়া লুঙ্গি পরিধান করিতেন। তিনি আরও বলেন যে, আমার সহচরের লুঙ্গি পরিধানের ধারনাও এইরূপ ছিল। 'আমার সহচর' বলিয়া সাহাবী সালামাহ ইব্নুল্ আক্ওা' নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বুঝান।

(১২৩—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবুল্ আহওাস, তিনি রিওায়াত করেন আবূ ইস্হাক হইতে, তিনি মুসলিম ইব্নু নাযীর হইতে, তিনি হুযাইফাহ ইব্নুল্ য়ামান হইতে, তিনি বলেন (একদা) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার পায়ের নলার অথবা (বলেন) তাঁহার নিজের পায়ের নলার (পরবর্তী কোন রাবীর সন্দেহ) মাংশপেশী ধরিয়া বলেন : ইহাই লুঙ্গির (নিম্ন) স্থান। যদি তুমি ইহা (পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিতে) না চাও তবে আরও কিছু নীচ পর্যন্ত। উহাও যদি তুমি করিতে না চাও তবে জানিয়া রাখ যে, পায়ের গিঁঠে লুঙ্গির কোন অধিকার নাই। (অর্থাৎ লুঙ্গি পায়ের গিঁঠের উপরের স্থান পর্যন্ত ঝুলান যাইবে পায়ের গিঁঠের সামান্য অংশও ঢাকিয়া পরা চলিবে না।)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১২৩—৪) এই হাদীসটি সুনান নাসা'ঈ : ২।২৯৮ পৃষ্ঠায় এবং ইব্নু মাজাহ : ২৬৪ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে। مسلم بن نذير : মুসলিম ইবনু নাযীর। 'মুসলিম ইব্নু মুয়াইর' পড়াও শুদ্ধ।

عضلة—ইহার ض অক্ষরে যাবারও পড়া যায়।

بعضلة ساقى اوساقه এই অংশে সাহাবী বর্ণনাকারীর নিম্ন স্তরের কোন রাবীর সন্দেহ হয় যে, সাহাবী হুযাইফাহ এখানে কি বলিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহার নিজের পায়ের নলার মাংসপেশী ধরিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন অথবা হুযাইফাহ রাঃ-এর পায়ের নলার মাংসপেশী ধরিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন তাহা নীচের স্তরের রাবীর বিস্মরণ হয় বলিয়া এই ভাবে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

এই হাদীস এবং ইহার পূর্বের দুই হাদীস হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পায়ের নলার নীচের গিঠের উপরিভাগ পর্যন্ত লুঙ্গি ঝুলাইয়া পরিধান করা যাইতে পারে। লুঙ্গির নিম্ন প্রান্ত কোন ক্রমেই ঐ গিঠ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

কিন্তু ইমাম বুখারী বলেন যে, ঐ গিঠের নীচে কাপড় ঝুলাইয়া পরা নিষেধ এবং এই মর্মে তিনি আবূ হুরাইরাহ বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেন। হাদীসটি এই : নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, পায়ের নলার নিম্নের গিঠের নীচের যে পরিমাণ অংশ লুঙ্গি দিয়া ঢাকিবে সেই পরিমাণ স্থান আগুনে জ্বলিবে।—সহীহ বুখারী : ৮৭১ পৃষ্ঠা।

এই দুই হাদীসের সমন্বয় করিতে গিয়া মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, পায়ের নলার নীচের গিঠের নীচে যাহাতে লুঙ্গি না যায় সে সম্বন্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পায়ের গিঠ ঢাকিয়া লুঙ্গি পরিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ গিঁঠের সামান্য অংশ ঢাকিতে গেলে অসতর্কতাবশতঃ পায়ের গিঠের নিম্নের অংশও ঢাকিবার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন, ইহা 'হিমা' হাদীসে উল্লিখিত আইলে পশু চারণের হাদীসটির অনুরূপ। আইলে পশু চরাইতে গেলে পশুর যেমন জমি খাইবার আশংকা থাকে বলিয়া আইলে পশুচারণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে সেইরূপ গিঠ পার হইয়া নিষিদ্ধ অংশে লুঙ্গি পৌছিবার আশংকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য গিঠের উপরের স্থান পর্যন্ত ঝুলাইয়া লুঙ্গি পরিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

লুঙ্গি বাঁধিবার তরীকা—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কোমরে লুঙ্গি বাঁধিতেন এবং উহা পায়ের নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিতেন। এ সম্পর্কে তিনি সাহাবীদিগকে যে নির্দেশ দেন তাহা এই :

(ক) আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। ঐ সময়ে আমার লুঙ্গি নীচে ঝুলিতেছিল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "আবদুল্লাহ, লুঙ্গি উঁচু কর।" তাহাতে আমি উহা কিছু উঁচু করিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, "আরও বেশী উঁচু কর।" তখন আমি আরও বেশী উঁচু করিলাম। আবদুল্লাহ ইবন 'উমর যাহাদিগকে এই হাদীস শুনাইতেছিলেন তাহাদের কেহ বলিল, "কোন্‌খান পর্যন্ত উঠাইয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন, "উভয় পায়ের নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত উঠাইয়াছিলাম।" আবদুল্লাহ ইবন উমার আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সহিত ঐ সাক্ষাতের পরে আমি সর্বদা সযত্নে লক্ষ্য রাখি যে, তাঁহার সম্মুখে লুঙ্গি যতদূর উঁচু করিয়াছিলাম তাহার নীচে যেন লুঙ্গি না নামে। মুসলিম ২।১৯৫ পৃঃ।

(খ) হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "লুঙ্গির স্থান হইতেছে উভয় পায়ের নলার মধ্যভাগ ও ঐ স্থানের মাংসপেশী পর্যন্ত। তুমি যদি ঐ পর্যন্ত রাখিতে না চাও তবে উহার সামান্য নীচু পর্যন্ত লটকাইতে পার। তাহাও যদি তোমার মনঃপুত না হয় তবে নলার নিম্নভাগ পর্যন্ত। কিন্তু পায়ের গিঁঠ দুইটিতে লুঙ্গির কোন অধিকার নাই। নাসা'ঈ ২।২৯৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

(গ) হুবায়ব ইবন মুগাফ্ফাল রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মুমিনের লুঙ্গি উভয় পায়ের নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত ঝুলিবে। তারপর ঐ স্থান হইতে পায়ের গিঁঠের উপর পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু উহার নীচে নামিলেই জাহান্নামের আগুনের মধ্যে যাইতে হইবে। কাস্তাল্লানী আল্মাওাহিবুল লাদুন্নীয়াহ ১।৩২৫ পৃঃ (তাবরানীর বরাতে)

(ঘ) জাবির ইবন সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর একটি দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "তুমি তোমার লুঙ্গি পায়ের নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত উঁচু কর। উহা যদি তোমার মনঃপুত না হয় তবে পায়ের গিঁঠের উপর পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখ। কিন্তু সাবধান পায়ের গিঁঠ পার হইও না। কেননা উহা অহঙ্কারের শামিল আর আল্লাহ মানুষের পক্ষে অহঙ্কার করা পসন্দ করেন না—আবূ দাউদ ২।২১০ পৃঃ

উল্লিখিত হাদীসগুলির কারণে আলিমদের অভিমত এই যে, পুরুষ লোকের পক্ষে নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত নামাইয়া লুঙ্গি পরা মুসতাহাব। আর পায়ের গিঁঠের উপর পর্যন্ত লুঙ্গি নামাইয়া পরা জায়িয।

কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে পদতল ঢাকিয়া কাপড় পরিতে হইবে। এ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ তাঁহার 'সুনান' গ্রন্থে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সানাদে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মুসালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহার হাদীছ বর্ণনা করেন। উহা এইরূপ:

উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, পায়ের গিঁট ঢাকিয়া লুঙ্গি পরিতে যখন পুরুষদিগকে নিষেধ করা হইল তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, স্ত্রীলোকগণ তাহাদের কাপড় কতদূর পর্যন্ত নামাইয়া পরিবে? তাহাতে তিনি বলেন, "(পুরুষদের জন্য নির্ধারিত সীমা হইতে) তাহারা এক বিঘত ঝুলাইয়া পরিবে।" তাহাতে উম্মু সালামাহ বলেন, "তাহা হইলে তো (চলিবার সময়) পদতল প্রকাশ হইয়া পড়িবে।" তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "একহাত পরিমাণ ঝুলাইবে; তাহার বেশী নয়।" সুনান নাসাঈ: ২।২৯৮—২৯৯ পৃঃ; তিরমিযী (তুহফা ৩।৪৭ পৃঃ)।

পুরুষ লোকের পক্ষে পায়ের গিঁঠ ঢাকিয়া কাপড় পরার শাস্তি

(ক) আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "পায়ের গিঠ দুইটির নীচে যে পরিমাণ স্থান ঝুলাইয়া লুঙ্গি পরা হইবে পায়ের গিঁঠ হইতে নীচের ততখানি অংশ জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করিবে।"—সহীহ বুখারী ৮৬১ পৃঃ; নাসাঈ ২।২৯৮ পৃঃ।

(খ) আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি নাতিদীর্ঘ হাদীসে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অহংকারভরে তাহার লুঙ্গি পায়ের গিঠ ঢাকিয়া পরে তাহার দিকে আল্লাহ (কিয়ামত দিবসে) ফিরিয়া তাকাইবেন না।"—সহীহ মুসলিম: ২।১৯৫ পৃঃ।

(গ) 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে কেহ অহঙ্কারভরে পায়ের গিঠ ঢাকিয়া তাহার কাপড় পরিধান করে তাহার দিকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে ফিরিয়া তাকাইবেন না।"—সহীহ মুসলিম: ২।১৯৫ পৃঃ; তিরমিযী (তুহফা) ৩।৪৬ পৃঃ।

(ঘ) বিখ্যাত তাবি'ঈ শু'বাহ বলেন, কাযী মুহারিব ইবন দিসার যখন ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার কর্মস্থলে যাইতেছিলেন তখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে পুরুষের পক্ষে পায়ের গিঠ ঢাকিয়া কাপড় পরা সম্পর্কে হাদীস জিজ্ঞাসা করি। তাহাতে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি অহঙ্কারভরে পায়ের গিঁঠ ঢাকিয়া তাহার কাপড় পরে তাহার দিকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে ঘুরিয়া তাকাইবেন না।" শু'বাহ বলেন, আমি তখন মুহারিবকে বলি, তিনি কি 'তাহার কাপড়' স্থলে

www.ahlehadeethbd.org

'তাহার লুঙ্গি' বলিয়াছিলেন ? মুহারিব বলেন, তিনি লুঙ্গি বা পিরান নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই। (বরং কাপড় বলিয়াছিলেন।)—সহীহ বুখারী ৮৬১ পৃঃ।

(ঙ) আবু যার্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তিন প্রকার লোকের দিকে ফিরিয়া তাকাইবেন না, তাহাদিগকে গুনাহ হইতে পাক-সাফও করিবেন না এবং তাহাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা হইতেছে (এক) যে উপকারী নিজ পূর্বকৃত উপকারের উল্লেখ করিয়া উপকৃত ব্যক্তিকে খোঁটা মারে; (দুই) যে ব্যক্তি নিজ লুঙ্গি ইসবাল করিয়া পরে; (তিন) যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমযোগে নিজ পণ্য দ্রব্য চালু ও কাটতি করে—তিরমিযী (তুহফা ২।২২৭), নাসা'ঈ ২।২৯৮ পৃঃ।

(চ) ইবন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "লুঙ্গি, পিরান ও পাগড়ীতে ইসবাল' হয়—যে কেহ এইগুলির কোন একটি অহঙ্কারভরে নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত ঝুলাইয়া দেয় তাহার দিকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তাকাইবেন না।—নাসা'ঈ ২।২৯৮ পৃঃ।

আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত (ঘ) ও (চ) হাদীস হইতে জানা যায় যে, অহঙ্কারভরে কাপড় লম্বা করা যাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম শাস্তির উল্লেখ করেন তাহা কেবলমাত্র লুঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং উহা লুঙ্গি, পিরান, আবা, পাগড়ী প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে।—কাসতাল্লানী : আল মাওয়াহিবুল্‌লাদুন্নীয়াহ ১।৩৩৫ পৃঃ।

লুঙ্গি দিয়া পায়ের গিঁঠ ঢাকা যেমন হারাম সেইরূপ এত লম্বা পিরান বা আলখিল্লা (قباء) ও পরিধান করা হারাম যাহাতে পায়ের গিঁঠ ঢাকিয়া যায়। আর পাগড়ীর প্রান্তও খুব বেশী করিয়া লটকান এই হুকুমের আওতায় পড়ে। সর্বোচ্চ পিঠের মধ্যভাগ পর্যন্ত লটকান শারী'আত সম্মত হইবে। তারপর, উহার বেশী যদি অহঙ্কারবশতঃ ও আভিজাত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে লটকান হয় তাহা হইলে উহা হাদীসে বর্ণিত শাস্তির আওতায় পড়িবে। কিন্তু দেশাচার হিসাবে উহা যদি প্রচলিত হয় এবং তাহাতে অহঙ্কারের কিছু না থাকে তবুও মধ্য পিঠের বেশী লটকান মকরূহ বলিয়া গণ্য হইবে—আবুদাউদ হাশিয়া ২।২১০ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর লুঙ্গির দৈর্ঘ প্রস্থ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহা সাড়ে চারি হাত লম্বা ও আড়াই হাত চওড়া হইত। ইবনুল কাইয়িম : যাদুল মা'আদ ১।১৫ ওয়াকিদীর বরাতে)।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর লুঙ্গির দুই প্রান্ত একত্রে সিলাই করা থাকিত না। তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার লুঙ্গির এক প্রান্ত সরিয়া যাওয়ার ফলে অথবা প্রয়োজন বশতঃ তিনি নিজে উহা সরাইবার ফলে তাঁহার উরু প্রকাশ হইয়া পড়ার কথা হাদীসে পাওয়া যায়। সহীহ বুখারী ১৫৩ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম-এর লুঙ্গি পরার পদ্ধতি—বিখ্যাত তাবি'ঈ ইকরামাহ বলেন যে, তিনি ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এমনভাবে লুঙ্গি পরিতে দেখেন যে, তাঁহার লুঙ্গির কিনারা সম্মুখ দিকে তাঁহার পদতলের উপরিভাগে পড়িয়াছিল এবং পিছন দিকে লুঙ্গির কিনারা উঁচু করিয়া রাখা হইয়াছিল। তখন আমি বলিলাম, "আপনি এইভাবে লুঙ্গি পরেন কেন?" তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে এইভাবে লুঙ্গি পরিতে দেখিয়াছি। আবু দাউদ ২।২০২।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম-এর পায়জামা খরীদ করা—এই সম্পর্কে বস্ত্র ব্যবসায়ী সাহাবী হযরত সুআইদ ইবন কায়স রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস সুনান চতুষ্টয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলির বিবরণে কিছু কম বেশী থাকায় ন্যূনতম বিবরণ হইতে আরম্ভ করা হইতেছে।

(ক) সুনান ইবন মাজাহ গ্রন্থ ২৬৪ পৃষ্ঠা—সুআইদ ইবন কায়স বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমাদের নিকটে আসিয়া পায়জামা সম্পর্কে আমাদের সহিত দামাদামি করেন।

(খ) জামি' তিরমিযী গ্রন্থ, (তুহ্ফাহ্ ২।২৬৮ পৃষ্ঠা) —উপরের বিবরণের প্রথমে এই বিবরণটি বেশী রহিয়াছে : "আমি এবং মাখ্রামাহ্ আল্ 'আবদী 'হাজার' নগর হইতে কিছু কাপড় আমদানী করিয়াছিলাম।"

(গ) সুনান নাসা'ঈ গ্রন্থ, ২।২২৩ পৃষ্ঠা—জামি' তিরমিযীর বিবরণের সহিত আরো দুইটি বিবরণ বেশী রহিয়াছে। (এক) ইহা 'মিনা'র ঘটনা। (দুই) অনন্তর, তিনি আমাদের নিকট হইতে পায়জামা খরীদ করেন।

(ঘ) সুনান আবু দাউদ গ্রন্থ, ২।১১৮ পৃষ্ঠা—ইহাতে 'মিনা' স্থলে 'মাক্কা' রহিয়াছে। সুনান আবু দাউদের হাদীসটি এই :

সুয়ইদ ইবন কায়স বলেন আমি এবং মাখ্রামাহ্ আল্ 'আব্দী 'হাজার' নগর হইতে কিছু কাপড় আমদানী করিয়া উহা মাক্কায় লইয়া আসি। অনন্তর, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে আমাদের নিকটে আসিয়া আমাদের সহিত পায়জামা দামাদামি করেন। তারপর আমরা উহা তাঁহার নিকট বিক্রয় করি।

(ঙ) সুনান আবূদাউদ গ্রন্থে এই হাদীসের হাশিয়াতে এবং তুহ্ফা গ্রন্থে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, আবু য়া'লা এর মুস্নাদ গ্রন্থে এবং তাবরানীর আল্ মু'জামুল্ আওসাত গ্রন্থে ফাত্হুল্ অদুদ গ্রন্থের ধরাতে যা'ঈফ সানাদযোগে আবু হুরায়রা রাঃ এর যবানী একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আবু হুরায়রা বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সঙ্গে বাযারে যাই। অনন্তর তিনি বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকটে বসেন এবং চারি দিরহাম মূল্যে একটি পায়জামা খরীদ করেন। আমি বলিলাম, "আল্লার রাসূল, আপনি সত্য সত্যই পায়জামা পরিবেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, প্রবাসে, বাড়ীতে, রাত্রিতে, দিনের বেলায় (পরিব)। কেননা, ঢাকিবার স্থান ঢাকিবার জন্য আমাকে আদেশ করা হইয়াছে আর আমি এমন কিছুই পাই না যাহা আবরণ ব্যাপারে ইহার চেয়ে উত্তম।

উল্লিখিত হাদীসগুলি হইতে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পায়জামা খরীদ করিয়াছিলেন এবং উহা পসন্দও করেন। কিন্তু তাঁহার পায়জামা পরিধান করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য ইমাম ইবনুল্ কায়য়িম (মৃঃ হিঃ ৭৫১) তাঁহার একটি গ্রন্থে লিখেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পায়জামা পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিবরণকে পরবর্তী আলিমগণ তাঁহার লেখনীর চুক বলিয়া উল্লেখ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

মোঃ হারুনুর রশীদ

মুনাফিকের স্বপ্ন

শুক্ল পক্ষের শেষ যামিনী। অগনন তারকা চন্দ্রের চারিদিকে বিরাজিত। কোথাও এতটুকু মেঘের চিহ্ন নেই। চারিদিকে শুধু আলো আর আলো। সারা ধরিত্রী বিমল চন্দ্রালোকে প্লাবিত। শাখা-শীর্ষে পতিত প্রতিফলিত চন্দ্রকর বৃক্ষতলে ঘনায়মান তমিস্রাকে তরলতা দান করেছে অনেকটা। এ যেন আলোর সাথে কালোর লুকোচুরি খেলা! অপরূপ দৃশ্য! মনোহর মনোরম মন-মাতানো সৌন্দর্য্য! এহেন দৃশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কার না অন্তরে শান্তির ঝর্ণা নেমে আসে! কার না সাধ জাগে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতে।

দিবা অবসানে নিশার আগমন। নিশার আবির্ভাবে কর্মের অবসান। কর্মের পরিসমাপ্তিতে বিশ্রামের পালা। ইহাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান। সুতরাং এহেন সৌন্দর্য-স্নাত স্নিগ্ধোজ্জ্বল সোহাগস্পর্শে সকলে সর্বতাপহারী নিদ্রার ক্রোড়ে কর্মক্লান্ত শ্লথ দেহ এলিয়ে দিবে এটাই স্বাভাবিক। ঘটেও ছিল ঠিক তাই, কিন্তু কেন যেন আমার ঘুম পাচ্ছিলো না।

চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। দিবসের কর্মকোলাহল থেমে গেছে বহুক্ষণ। সমস্ত বিশ্বটাই সুষুপ্তির স্নেহ ডোরে আবদ্ধ। আশে পাশে শুধু জোনাকির আলো মিট্ মিট্ করে জ্বলছিলো আর নিভছিলো। অনতিদূরে শুনা যাচ্ছিলো দু একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকার বিটকেল রব।

আকাশের নীলিমায়, চন্দ্রের সুষমায়; পুষ্পের সৌরভে, সবুজের সমারোহে আর পবনের মৃদু মন্দ প্রবাহে পৃথিবীর বুকে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে—তাতে হারিয়ে ফেলেছি আমি নিজেকে। ভুলে গেছি নিজের সত্ত্বাকে। মৃদু পদসঞ্চারণে সুরভিত কাননের ভিতর দিয়ে হাঁটছি আর যাঁর অদৃশ্য করের সোহাগস্পর্শে কুসুমিত হয়ে উঠেছে সমস্ত বিশ্বটা তাঁকে স্মরণ করে চলেছি আপন মনে ভক্তি গদগদ চিত্তে। নিরীক্ষণ করছি বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব কর্মকৌশলের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি।

সহসা আকাশ ও পৃথিবীর সহিত সংযোজিত একটা সুন্দর সুদর্শন সিঁড়ি আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হলো। সিড়ির বিভিন্ন অংশ স্বর্ণ-রৌপ্য ও শ্বেত মর্মর প্রস্তরে নির্মিত। প্রত্যেকটা অংশে বিভিন্ন মহাপুরুষের পবিত্র মুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশবাণী লিখিত। সিঁড়ি হতে বিচ্ছুরিত জ্যোতি চারিদিকে আলোর প্লাবন এনেছে, সৃষ্টি করেছে অপূর্ব সৌন্দর্য, মনোরম দৃশ্য। ঐ অপরূপ সিঁড়ি বেয়ে আকাশরাজ্যে উপনীত হবার অদম্য স্পৃহা তৎক্ষণে আমাকে পেয়ে বসেছে। যন্ত্র-চালিতের ন্যায় পদযুগল কখন সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করতে আরম্ভ করেছে তা নিজেই টের পাই নাই। সিঁড়ি বেয়ে অতি সন্তর্পনে আকাশের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। কতদিন, কত মাস, কত বছর এভাবে চলেছি ঠিক বলতে পারব না। তবে দীর্ঘকাল অগ্রসর হতে হয়েছে তা নিশ্চিত। তার পর এক শুভক্ষণে যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটলো—আমি আকাশ রাজ্যে উপস্থিত হলাম।

আকাশ রাজ্য। চারিদিকে আলোর ফোয়ারা। হিরক কাঞ্চন বিমণ্ডিত মখমল চাঁদোয়ায় আকাশ ছাওয়া। কে একজন সমুজ্জ্বল জ্যোতিকান্তি অশীতিপর বৃদ্ধ এক মণিমাণিক্য খচিত আসনে উপবিষ্ট। পক্ককেশ, শ্বেত শ্মশ্রু, আয়ত লোচন। মস্তকে রজত শুভ্র উষ্ণীষ, পরিধানে আগুল্‌ফ লম্বিত কোর্তা। এক হাতে তস্‌বীহ ছড়া আর পদযুগলে শোভা পাচ্ছিলো

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক জোড়া উজ্জ্বল শুভ্র পাদুকা। তাঁর সম্মুখে স্থাপিত টেবিলের উপর রক্ষিত ছিল একখানা বিরাট গ্রন্থ। তার পাতার সংখ্যা লক্ষ কোটি কি পরার্ধ হবে তা অনুমান করে বলা কঠিন।

তিনি পাতা উল্‌টে উল্‌টে বিড় বিড় করে কি যেন বলছিলেন, এতদিন পরে তা ঠিক করে বলতে পারব না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—উনি পড়েই থাকবেন। কারণ আমি স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকে অমনি করেই পড়তে দেখেছি। সে যাহোক, অগণিত ঝাড় লণ্ঠন চারিদিকে আলো বিকীরণ করছিলো। টেবিলের ডান পার্শ্বে শোভা পাচ্ছিল একটা সুন্দর টর্চ লাইট। সমস্ত টেবিলটা আচ্ছাদিত ছিল তুষার ধবল শ্বেত বসনে। সম্মুখে ছিল একটা ফুলের বাগান। টর্চের আলো পড়েছিল সেই বাগানের উপর। বাগানে নানা জাতের ফুল গাছের অপূর্ব সমাবেশ অসংখ্য গোলাপ চামেলী বেলী প্রস্ফুটিত। কুসুম স্তবকে টর্চের আলো পড়ে বাগানের শোভা বর্ধন করেছে। মলয় প্রবাহে সুরভি ছড়িয়ে পড়েছে দিক্‌দিগন্তে। চারিদিক হয়ে উঠেছে সুরভিত।

অনেকক্ষণ। হাঁ, অনেকক্ষণ ধরে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বৈচিত্রময় দৃশ্যসমুহ অবলোকন করলাম। কিন্তু বৃদ্ধ বাবা ভুলেও আমার দিকে ফিরে তাকালেন না। মনে হল কত যুগ ধরে তিনি যেন নীরব সাধনায় রত, তপস্যায় মগ্ন। কথা বলা মানা। তবুও সাহসে ভর করে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওআলাইকুমুস্‌ সালাম বলে ফিরে তাকাতেই নাট্যশালার দৃশ্য পরিবর্তনের ন্যায় সহসা বৃদ্ধ বাবার মুখশ্রী পরিবর্তিত হয়ে গেল। যে মুখ থেকে স্বর্গীয় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো সেই মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তজবার বর্ণ ধারণ করল। মনে হলো কে যেন এক পোঁচ রক্ত মুখমণ্ডলে মাখিয়ে দিল।

ক্রোধভরে প্রশ্ন করলেন 'কে তুমি? কেন এখানে এসেছো? কে তোমায় এখানে আসতে অনুমতি দিয়েছে?' আমি ভীতিবিহ্বল চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে আড়ষ্টকণ্ঠে উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, 'জনাব আমি····। কিন্তু তিনি আমার বক্তব্যের প্রতি কর্ণপাত না করে, দ্বিগুণ রোষে অধিকতর উচ্চ আওয়াজে ধমকিয়ে উঠলেন—"আরে থাম। নাদান কোথাকার। তোর এখানে থাকা হবে না, বুঝলি? যে নিজের মুক্তির কথাই সব সময় ভাবে, নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখে, নিজের উন্নতির জন্যই সকল সময় বিভোর থাকে তার মুক্তি নেই, তার উন্নতি নেই। কে কবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে, নিজের চিন্তায় মশগুল থেকে বড় হতে পেরেছে? ঝর্ণাধারা নদী পাহাড় থেকে পানি বয়ে এসে মাটির বুকে প্লাবন এনে মাটিকে সিক্ত করে শস্য উৎপাদনের উপযোগী করে তোলে এবং জীব জগতের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে—তাইনদী মহান—তাতেই তো নদীর মান। মহানবী (দঃ) অপরের দুঃখে দুঃখিত হয়ে আল্লাহের নিকট তাদের মুক্তি কামনা করেছেন, তার জন্য অসহ্য যাতনা ভুগেছেন বলেই তো জগতে তিনি মহামানবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মনে রাখিস ধ্বংস-কবলিত সমাজ, মরণোন্মুখ জাতি ও ভ্রান্ত পথচারী মানুষকে সত্যের পথে, মানবতার পথে আহ্বান না জানায়ে যে জান্নাতের আকাংখ্যা করে—মুক্তির প্রার্থনা জানায় সে বাতুল। তার জন্য জান্নাত নেই—তার জন্য কোনই পুরস্কার নেই। যারা ভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হয়ে পূণ্যের নামে অন্ধ বিশ্বাসের যাঁতা কলে নিষ্পেষিত হয়—তাদের উন্নতি কখনো হবার নয়। শক্তি থাকতেও যারা ক্ষমতা-মত্ত, ধনগর্বে গর্বিত, যুলমবাযদের হাত থেকে অসহায় দুর্বলদের রক্ষার চেষ্টা করে না—তারা ভীরু, তারা কাপুরুষ—তারা বেঈমান। তাদের প্রার্থনা অপূরণীয়। তুই ও তাদেরই একজন। সুতরাং এখানে তোর স্থান নেই।

"যা—ফি'রে যা শতধাবিচ্ছিন্ন সমাজকে সত্যের রজ্জুতে—মানবতার বন্ধন শৃংখলিত করার জন্য—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সবলের রক্ত চক্ষু হতে দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করতে পারিস, তবে এই জান্নাতে, এই নন্দন কাননে অনাবিল সুখ শান্তির ভিতরে স্থান পাবি। নচেৎ নহে। তবে হাঁ! তুই যেহেতু সাহসে ভর করে এতটুকু এসেছিস—সেই হেতু এই টর্চ লাইটটা তোকে তোহফা দেওয়া হল। তুলে যাস না জগত-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ জানবার জন্য, অলোক-চিত্র অবগত হবার জন্য এটা তোর বিশেষ উপকারে আসবে।'

বল্‌তে বল্‌তে আমাকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে নীচের দিকে ঠেলে দিলেন। ধাক্কা এত প্রবল ছিল যে, সিঁড়ি হতে গড়িয়ে পড়তে লাগলাম। ভয়ে আত্মা দুরু দুরু কাঁপতে লাগলো। দু'হাতে সিঁড়ি আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হায়! তাতেও ব্যর্থ হলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগলো—এই বুঝি জীবনের অবসান হবে। সহসা অন্তরে একটা বুদ্ধির সঞ্চার হলো। মনে মনে ভাবলাম, চক্ষু বন্ধ করে থাকতে পারলেই বোধ হয় এই ভয়ংকর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাই মুক্তির অমোঘ কবচ হিসেবে উভয় করতল দিয়ে চক্ষু চেপে ধরে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। আবার কার সাথে যেন ধাক্কা খেলাম। চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু একি! এযে অন্ধকারের সাগর বলে মনে হচ্ছে। চোখ মুছে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলাম ছায়ার মত এক বিরাট মূর্তি। পাহাড় বলে মনে হলো। না না, তা হবে কেন? তবে কি ওটা ভূত প্রেত! ভাবতেই পরাণটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কারণ ছোট বেলা হতেই ও জিনিসটাকে বড় ভয় করতাম। ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। চোখ বুঁজে দুহাতে কান ঢেকে মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগলাম। সহসা শুনতে পেলাম সামনে কে যেন চীৎকার করে বলছে—আমার কথা না শুনে যদি আমার সাথে ধস্তা-ধ্বস্তি করবি তো এখনি তোর গলা টিপে মেরে ফেলব। আতংকে জিহ্বা শুকিয়ে গেল। এই বুঝি পরাণ যায়। এমন সময় কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো—ওগো কে আছ? অসহায় অভাগিনীকে নিলর্জ্জ পাপিষ্ঠের হাত থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্। তোমার কাছে কি দোষ করেছিলাম—যার জন্যে আমার ভাগ্যে এই কলংকের তিলক আঁকতে যাচ্ছ।

অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ সংকুল পরিবেশে আল্লাহের নাম শ্রবণ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লাম, হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া সেই অদ্ভূত মেয়েলী কণ্ঠের আর্ত-চীৎকার আবার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করলো। ভাল ভাবে বুঝবার চেষ্টা করলাম। হাঁ, বিপদ-বিজড়িত ক্রন্দন রোলই তা বটে। ব্যথায় বুক ভরে উঠলো। অন্তরে দয়ার সঞ্চার হলো। সাহসে ভর করে দাঁত চেপে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। সূচীভেদ্য অন্ধকার। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত দেখা যায় না। পথ চলা দূরের কথা। আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না। হঠাৎ টর্চের কথা মনে পড়ে গেলো। যেৎ! বেওকুপ বলে কি! এখানে আবার টর্চ পাবে কোথায়? আরে না না, টর্চ আছে, টর্চ আছে। বড্ড মন-ভুলা আপনারা।

সে যাহোক। টর্চের ফোকাস দিয়েই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এতক্ষণ যাকে পাহাড় ও ভূত প্রেত বলে মনে করেছি—সে ছিল আদতে একটা ঘণকৃষ্ণ বিশাল জংগল। ডাইনে বাঁয়ে টর্চের আলো আর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেলে অতি সন্তর্পণে দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলাম ঐ আওয়ায পানে। নয়ন পথে যা পতিত হলো- তাতে একবারে পাথর বনে গেলাম। দেখলাম, একজন যুবক—সুন্দর সুশ্রী ভ্রমরকৃষ্ণ বেণী আয়ত লোচনা-স্ফীতবক্ষ একজন যুবতীকে জোর করে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না যুবতীও পৈশাচিক হস্তোপাশ থেকে নিজের সতিত্ব ও

(৩৮ এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(২৮-এর পাতার পর)

পথে তাহারা দুই জন দুই স্থানে পাথরের আড়ালে লুকাইয়া থাকে। তারপর উটনীটি তাহাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে থাকা কালে উটনীটির নিকটবর্তী লোকটি উহার পা লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়ে এবং তীরটি উটনীর পায়ে বিদ্ধ হয়। তারপর উটনীটি অপর লোকটির নিকটে আসিলে সে আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তরবারীর আঘাতে উহার পা কাটিয়া ফেলে। তারপর উহার বুকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া উহাকে নাহ্‌র করে। তারপর কাফিরেরা সকলে মিলিয়া উটনীটির গোশত ভাগ করিয়া লয়। উহার বাচ্চাটির কী অবস্থা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়।

সামূদ জাতির কাফিরেরা উটনীটিকে হত্যা করিলে তাহাদিগকে বলা হয়, "তোমরা কিছু সময়ের জন্য পার্থিব সম্পদ ভোগ করিয়া লও" (৬১ : ৪৩)। সালিহ আঃ তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা তোমাদের নিজ নিজ বাড়ীতে আর তিন দিন মাত্র পার্থিব সম্পদ উপভোগ কর। শাস্তির এই ওয়াদা মিথ্যা হইবার নহে (১১ : ৬৫)।

উল্লিখিত তিন দিনের বিবরণ দিয়া ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সামূদ জাতির কাফিরেরা কোন এক বুধবার দিবসে উটনীটিকে হত্যা করে। তারপর সালিহ আঃ তাহাদিগকে বলেন, "কাল হইতে তোমাদের শাস্তির সূচনা হইবে। কাল বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবারে তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল হলুদ হইবে। পরশু শুক্রবারে তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ধারণ করিবে। পরের দিন শনিবারে তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল কাল বর্ণ হইবে। উহার পরের দিন রবিবারের দুপুর নাগাদ তোমরা সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া হযরত সালিহ আঃ শনিবার দিবাগত রাত্রিতে মুমিন পুরুষ ও মুমিনা স্ত্রীলোকদিগকে সংগে লইয়া আরবভূমি ছাড়িয়া সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সকলে প্যালেষ্টাইনে গিয়া বাস করিতে থাকেন।

সালিহ আঃ এর কথা মত তাহাদের সকলের মুখমণ্ডল যখন প্রথম দিনে হলুদ বর্ণ ধারণ করিল তখন তাহারা শাস্তি অনিবার্য বুঝিতে পারিল এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হইল। কিন্তু তখন লজ্জিত হইলে কি ফল? পরের দুই দিন তাহাদের মুখমণ্ডল যথাক্রমে লাল ও কাল বর্ণ ধারণ করিল। তারপর যে শাস্তি আসিল সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

অনন্তর তাহাদিগকে ভূমিকম্পে ধরিল। ফলে, তাহারা নিজ নিজ গৃহে বুকের ভরে (মৃত অবস্থায়) পড়িয়া রহিল (৭ : ৭৮)।

আমরা তাহাদের দিকে একটি ভীষণ শব্দ গর্জন পাঠাইলাম (৫৪ : ৩১)।

তাহাদিগকে ভয়ংকর গর্জন শব্দে ধরিল। ফলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে মুকের ভরে (মৃত অবস্থায়) পড়িয়া রহিল (১১ ৬৭)

তাহারা তাকাইয়া দেখিতে থাকাকালে ভয়ংকর গর্জন শব্দে তাহাদিগকে ধরিল (৫১ : ৪৪, ৬১ : ৪৪)। ফলে তাহারা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না এবং কেহই কাহাকেও কোন সাহায্য করিতে পারিল না (৫১ : ৪৫)।

তাহারা যাহা করিতেছিল তাহার কারণে তাহাদিগকে হীন শাস্তিপূর্ণ ভীষণ গর্জনে ধরিল (৪১ : ১৭)

তাহাদের পাপের কারণে তাহাদের রাব্ব তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তাহাদের উপর ভূমি সমতল করিয়া দিলেন (৯১ : ১৪)।

ইহা নিশ্চিত যে, আমরা তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিলাম! ফলে, তাহাদের অন্যায় আচরণের কারণে তাহাদের বাড়ীঘরগুলি জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। (২৭ : ৫১—৫২)

আর আল্লাহ তা'আলা সালিহ আঃ কে এবং তাঁহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল ও অধর্ম অন্যায়কে বর্জন করিয়াছিল তাহাদিগকে ঐ দিনের শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করেন (১১ : ৬৬, ২৭ : ৫৩)।

www.ahlehadeethbd.org

www.ahlehadeethbd.org

মুনাফিকের স্বপ্ন

(৩৬-এর পাতার পর)

পবিত্রাতকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

যুবকটি কে? তবে শুনুন প্রকাশ্যে বলা মানা, গোপনে যায় জানা। কানে কানে বলছি, ফাঁস করবেন না যেন। উনিই তিনি যিনি দিবসে আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীতে সংস্কার মুক্তি আন্দোলনের নেতার ভূমিকা পালন করেন। মানবতার বুলি আওড়ান; দীন দুঃখীর অশ্রু মুছাবার দায়িত্ব গ্রহণের অধিনায়ক হওয়ার বাণী ঘোষণা করেন। দাতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে। নৈয়ায়িক ও পূত চরিত্র বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন যিনি।

আর যুবতীটি? প্রাচীনা নন—প্রগতিশীলা আধুনিকা নারী, সহ অবস্থানে বিশ্বাসিনী। নর-দের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে অভ্যস্তা। পোশাক পরিচ্ছদে কটাক্ষপাতে, সর্ব ব্যাপারে হেরেমে বন্দিনী নন, মুক্ত বিহঙ্গিনী।

ক্ষোভে ও ক্রোধে ততক্ষণে আমার মাথায় আগুন লেগেছে। কিন্তু নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে ভাবতে লাগলাম, যে নারী জাতির পেটে শত শত মহাপুরুষের জন্ম, হাজার হাজার কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদের আবির্ভাব—সেই নারী কেন এত পতিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। কে যেন কানে কানে বলে গেল ইহাই ত আধুনিকতা ও টেডি প্রবণতার ফল। দিবসে হাতে হাত মিলিয়ে, বুক ফুলিয়ে চলা—তারই এই বিস্ফোরণ রাত্রিতে। টর্চের আলোতে দেখা কালোতে লেখা আপনারা যাঁরা প্রবীণ তাঁরা এসব কি বুঝবেন। একটু ঢলাঢলি, তা দেখেই আপনারা মূর্ছা যান।

আকাশ রাজ্যে আরোহণের সময় সিঁড়ির পঞ্চম ধাপে লিখিত যে উপদেশ বাণী আমার নয়ন পথে পতিত হয়েছিল সহসা তাই বিস্মৃত বাল্য,-স্মৃতির ন্যায় মনে পড়ে গেল—"দুর্বলকে সবলের কবল থেকে রক্ষা করা, মুখোশধারী সমাজ সেবকের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া, নারী জাতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখা এবং তাদের শালীনতা রক্ষা করাই ধর্ম।"

এতদিন ধর্মকে অস্বীকার ও ধর্ম প্রবর্তক গণকে অবজ্ঞা করে এসেছি। লোককে কুপমণ্ডুক বলে উপহাস করেছি। করেছি পরস্ব অপহরণ, করেছি ন্যায্য পাওনা হতে পাওনাদারকে বঞ্চিত। অভিভাবকের নামেই য়াতীমের মাল আত্মসাৎ করেছি, তাতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা বোধ করিনি বরং আত্ম তৃপ্তিই অনুভব করেছি। যেখানে দেখেছি একতা ও সংহতি; ঐক্য ও সম্প্রীতি সেখানেই জ্বালিয়ে দিয়েছি আগুন, বপন করেছি বিভেদের বীজ। এক কথায় মুনাফিকীই ছিল জীবনের মূলমন্ত্র, পরম চরম সম্বল। কিন্তু আজ? স্বপ্নই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। আসলো মুনাফিকের জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। নতুন করে মনে হলো মহাপুরুষগণ ঠিকই বলেছেন, যাহা মানবতা তাহাই ধর্ম—যাহা ধর্ম তাহাই মানবতা।"

জীবনে যা ভুলেও করিনি—তাই করতে অগ্রসর হলাম। অর্থাৎ ধর্মের পথে পা বাড়ালাম। ভাবলাম সারা জীবনের সঞ্চিত পাপ মার্জনার এটাই বুঝি চরম ও পরম সুযোগ, পুঁতিগন্ধময় জীবনের কলুষ কালিমা ধৌত করার শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত, বিধাতার অপার দান। তাই ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘের মত মুখোশধারী সমাজ সেবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আঘাতের পর আঘাত হেনে নির্লজ্জ বেহায়ার হাত থেকে দুর্বল মাতৃমূর্তি নারীকে রক্ষা করে পরম তৃপ্তি অনুভব করলাম।

ভোরের আযানের সুমধুর ললিত তানে ঘুম ভেঙ্গে গেল, টুটে গেল স্বপ্ন—নবীন অরুণের আগমনে যেমন কেটে যায় নিশার গাঢ় তমিস্রা ঠিক তেমনি ভাবে। বুঝতে পারলাম পার্শ্বে রাখা উপাধানকেই ঘুমের ঘোরে মুখোশধারী সমাজ সেবক ভেবেছি। আঘাতে আঘাতে উত্যক্ত করেছি তাকেই। জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তিকেই স্বর্গীয় প্রাপ্ত টর্চলাইট বলে গর্ব করেছি। পরে বুঝতে পারলাম ঘটনাটা আদতে ছিল স্বপ্ন মাত্র। অবচেতন মনের অনুভূতি।

Contents

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের
১৬ তম কাউন্সিল অধিবেশন
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম,

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের সভাপতি, সমবেত ওলামায়ে কিরাম এবং মাননীয় প্রতিনিধিবৃন্দ ও মেহমানগণ,

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আল্লার অসীম অনুগ্রহ ও অনন্ত রহমতে আজ জুমা'র পবিত্র দিনে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের ষোলতম কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হইতেছে। পাকিস্তানের ইতিহাসে বর্তমানে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, ইসলামের জন্য অর্জিত পাকিস্তানে পাক আদর্শের বিরুদ্ধে যে অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক এবং কুরআন ও হাদীসের ধারক ও বাহক পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের দায়িত্ব অপরিসীম। এই যুগ সন্ধিক্ষণে আহূত জমঈয়তের নীতি নির্ধারণকারী জেনারেল কমিটি বা কাউন্সিল সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্ব আমার ন্যায় একজন অভাজন ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল কেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার প্রতি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের আস্থা ও প্রীতির এই নিদর্শনকে আমি দূরে ঠেলিয়া দিতে পারি নাই। আল্লার উপর তাওয়াক্কুস করিয়া আমি উহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং জমঈয়তের স্থায়ী কর্মী ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের সহযোগিতায় এই সভার এন্তেজাম এবং গরীবানা হালে আপনাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি। এই এন্তেজামে এবং ব্যবস্থাপনায় আমাদের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। যে মহান প্রেরণায় এই শীতের নিদারুণ কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং অন্যান্য অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া এই মহতি সম্মেলনে আপনারা উপস্থিত হইয়াছেন তাহাতে আমাদের উল্লেখিত ত্রুটি বিচ্যুতি আপনারা ক্ষমা সুন্দর চোখেই দেখিবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমি অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা ও খোশ আমদেদ জানাইতেছি।

ঢাকায় জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন এই বারই নূতন নয়, ইতিপূর্বে জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর জীবদ্দশায় দুইবার এবং তাঁহার ইন্তিকালের পর দুইবার মহাসমারোহে কাউন্সিল অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনগুলির কয়েকটিতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে আহলে-হাদীস আন্দোলন ও জিহাদী কর্মতৎপরতায় ঢাকার ঐতিহাসিক অবদানের কথা উল্লেখিত হইয়াছে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাহিনা। আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, মুসলিম জীবনে কুরআন ও সুন্নার প্রতিষ্ঠাদানে আত্মত্যাগী ও কর্মতৎপর আমাদের পূর্বপুরুষদের আমরা অযোগ্য সন্তান হইলেও আমাদের দেহের প্রতি অঙ্গে তাঁহাদেরই রক্ত প্রবাহিত, আমরা আমাদের মন মগজে তাঁহাদেরই চিন্তা ও ধারণার উত্তরাধিকারী, আমাদের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমরা ভুলিতে পারি না, ভুলা উচিত নয়। তাঁহাদেরই অনুসরণে দ্বীনের খেদমতে আমরা আমাদের সীমিত শক্তি ব্যয় করিতে কোন দিন দ্বিধা বোধ করি নাই, আজও করি না এবং ভবিষ্যতেও ইনশা আল্লাহ করিব না।

বন্ধুগণ, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ছিল আহলে হাদীস আন্দোলনের সার্থক ফল। পাক ভারতের আহলে হাদীস ওলামায়ে দ্বীন ও মুজাহিদগণ যে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দিনের পর দিন, বছরের পর বছর,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুগের পর যুগ তবলীগ, সংগঠন ও সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছিলেন উহার মোদ্দা কথা ছিল "ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীসের দিকে ফিরিয়া চল। মানব জীবনের সর্বস্তরে কুরআন ও সুন্নাহকে রূপায়িত কর"—এটাই শান্তি এবং ঐক্যের একমাত্র পথ, কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র উপায়। পাকিস্তানের আদর্শও ছিল তাই। পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম হইতে শুরু করিয়া কায়েদে মিল্লত শহীদ লিয়াকত আলী খান এবং অন্যান্য সকল নেতাই পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে মুক্ত কণ্ঠে বার বার এই কথাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পরও নেতৃবৃন্দ উহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। প্রথম গণপরিষদে গৃহীত আদর্শ প্রস্তাবে উহার স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রেও উহার স্বীকৃতি রহিয়াছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, অতীতের কোন সরকারই উক্ত আদর্শকে কার্যে রূপদানের কোন চেষ্টা করেন নাই। ইসলাম এবং পাকিস্তানের আদর্শকে ছাত্র ও যুবকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয় নাই—জনসাধারণকেও উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত করা হয় নাই বরং ইসলাম বিরোধী ও পাক আদর্শের বিপরীতমুখী বিদেশী আদর্শ প্রচার ও প্রসারের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশে শির্ক ও বিদআত, সুদ ও ঘুষ, কালবাজারী ও মুনাফাখুরী, জুয়া ও শরাব, অনাচার ও ব্যভিচারের সয়লাব প্রবাহিত হইয়াছে। অবিচার ও অত্যাচার এবং শোষণের যাঁতাকলে দরিদ্র জনসাধারণ পিষ্ট হইয়াছে। ফলে ধর্মদ্রোহিতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে এবং সমাজ জীবনে অধিক হইতে অধিক বাড়িয়া গিয়াছে। একদিকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, অপরদিকে তারই প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া ও চীনের নাস্তিক্যবাদী সাম্যবাদ দেশে এক বিরাট ফেৎনারূপে দেখা দিয়াছে। এক কথায় ইসলাম এবং পাকিস্তান আজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। পাকিস্তানের ২২ বৎসরের ইতিহাসে এত বড় চ্যালেঞ্জ আর দেখা দেয় নাই। আজ পাকিস্তানে ইসলামকে রক্ষা ও জয়যুক্ত করিয়া তোলার জন্য ইসলামদরদী জনসাধারণ এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কর্মক্ষেত্রে নব উদ্যমে ঝাঁপাইয়া পড়ার সময় আসিয়াছে।

বন্ধুগণ, আজ আপনারা সকলেই ওয়াকেফহাল রহিয়াছেন যে, সমস্যাসঙ্কুল এই পরিস্থিতিতে মাত্র ৯ মাস পরেই পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ গঠিত হইতে যাইতেছে। এই নির্বাচন এবং গণপরিষদের উপর পাকিস্তান ও ইসলামের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভরশীল। এই অবস্থায় পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের ন্যায় একটি আদর্শ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের কিছু করণীয় আছে কিনা, আশা করি তাহা আপনারা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করিয়া দেখিবেন। তবে একথা আমি জোর দিয়াই বলিতে চাই যে, বর্তমানে ইসলামবিরোধী শক্তি সমূহের মুকাবেলায় জমঈয়তের তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করার এবং আমাদের চেষ্টাকে অধিকতর সংহত ও তৎপর করিয়া তোলার প্রয়োজন রহিয়াছে। জমঈয়ত কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসাতুল হাদীসের উন্নতিকল্পেও ভাবনা চিন্তার অবকাশ রহিয়াছে।

প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু বিজ্ঞ আলেম, অভিজ্ঞ সমাজকর্মী এবং জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির এখানে সমাবেশ ঘটিয়াছে। আশা করি আপনারা নিজ নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে জামাতের অবস্থা, জমঈয়তের শক্তি এবং দেশ ও মিল্লতের অবস্থা সম্পর্কে ধীর-স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং সিদ্ধান্ত মুতাবিক কাজ করার জন্য আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন।

পরিশেষে আপনাদের খেদমতে আমি পুনঃ আরজ করিতে চাই যে, আমি একজন এলেম-কালামে অনভিজ্ঞ লোক। আপনাদের ন্যায় আলেম এবং সুধীজনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সময় ধরিয়া আপনাদের ধৈর্যের উপর পরীক্ষা চালাইয়াছি। আপনারা এই অধমের কয়েকটি খাপছাড়া কথা মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছেন—এজন্য আমি আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুকরিয়া জানাইতেছি।

সর্বশেষে সর্বশক্তিমান আল্লার দরগায় মুনাজাত

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের কাউন্সিল অধিবেশনে

সভাপতি ডক্টর মওঃ আবদুল বারীর ভাষণ

হামদ ও দরূদ পাঠের পর—

সমবেত ওলামায়ে কেরাম এবং প্রতিনিধিগণের প্রতি মুবারকবাদ জ্ঞাপন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সদস্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ডক্টর মওলানা মুহাম্মদ আবদুল বারী বলেন,

বন্ধুগণ, এক মহা দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার ভিতর আমরা বাস করছি। এ দুর্যোগ পাকিস্তানের কোন একটি অংশেই সীমাবদ্ধ নয়, পাকিস্তানের সর্বত্র এমন কি সমগ্র বিশ্বেই তা পরিব্যাপ্ত।

আজ মানুষের বিশ্বাস, ঈমান ও আকীদার ভিত্তি যেন অত্যন্ত শিথিল এবং টলটলায়মান হয়ে উঠেছে। মানুষের মনে আজ নানাবিধ প্রশ্ন জেগে উঠছে—এমন সব প্রশ্ন তাদেরকে দ্বিধাগ্রস্ত ও আলোড়িত করে তুলছে যা কিছু দিন পূর্বেও কল্পনা করা যায় নি। পাকিস্তানেও এ আলোড়নের ঢেউ এসে লেগেছে। প্রচণ্ড সেই ঢেউ এ নৌকা দুলে উঠেছে, নৌকার হাইল কাঁপছে, মাঝিমাল্লার বৈঠা হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অথচ অনেক স্থলে এই বিপদ সম্পর্কে মাঝিদের অনুভূতি পর্যন্ত নেই। এ অবস্থায় নৌকো কেমন করে সাগর পাড়ি দেবে, কি ভাবে তীরে ভিড়বে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই।

বলা হচ্ছে পাকিস্তানে ২২ বছর পরেও আমরা শিশু রয়ে গেছি। রাস্তার ধুলোবালি নিয়ে শিশু যেমন ঘর তুলে খেলা করে, আবার বিদায় বেলায় ভেঙ্গে মিছমার করে দিয়ে যায়, এমনি ভাবে পাকিস্তানের ঘর নিয়ে ভাঙ্গা গড়ার খেলা চলছে। এতদিন ধরে যা কিছু করা হয়েছে তার কিছুই যেন ঠিক হয় নি, সুরতাং সব ভেঙ্গে চুরে আবার নূতন করে গড়ে তুলতে হবে! দীর্ঘ পরিশ্রম ও চেষ্টার পর দেশের প্রতিনিধিগণ দেশবাসীকে যে আঈন বা শাসনতন্ত্র (১৯৫৬) প্রদান করেছিলেন—এক ব্যক্তির খোশ খেয়াল মত তা বাতিল করে দেয়া হ'ল। সেটা নাকি ঠিক হয়নি। আবার নূতন ক'রে আঈন তৈয়ার করতে হ'বে। এতে ক'রে আমাদের অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হচ্ছে না, এই ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাসের শিথিলতা এবং অব্যবস্থচিত্ততাই প্রমাণিত হচ্ছে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছেন, বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নূতন জাতীয় পরিষদ গঠিত হ'বে এবং উক্ত পরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে জাতিকে একটা শাসনতন্ত্র প্রদান করবে। যদি তা দিতে না পারে তা হ'লে পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হবে কিন্তু ভেঙ্গে দিয়ে কি

করিতেছি তিনি যেন আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে তাঁহার কলেমাকে বুলন্দ করার, তাঁহার দ্বীনের হেফাজত করার এবং তাঁহার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে জাগরিত রাখার তওফিক প্রদান করেন। তিনি যেন শয়তান ও তাহার চেলা-চামুণ্ডাদের অশুভ শক্তিকে পরাভূত এবং তাহাদের চক্রান্ত-জালকে নেস্তনাবুদ করার শক্তি আমাদিগকে প্রদান করেন! আল্লাহ আমাদের এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত এবং আমাদের নগণ্য চেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলুন! আমীন! ছুম্মা আমীন ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস জিন্দাবাদ!
পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ!

আহকর—আবদুল মাজেদ (সরদার)
সভাপতি: অভ্যর্থনা সমিতি,
পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস
কাউন্সিল অধিবেশন, ঢাকা

২৬ | ১২ | ৬৯ ইং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করা হবে তা বলা হয়নি। পরিষদ সাধারণ ভোটাধিক্যে, না দুই তৃতীয়াংশ ভোটে আইন পাশ করবে তাও পরিষ্কার করা হয়নি। প্রেসিডেন্ট একটা কথা বলেছেন—যে কথাটি খুবই মূল্যবান—সেই কথাটি হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের আদর্শকে ভিত্তি করেই শাসনতন্ত্র রচিত হ'বে। কিন্তু এর পরও মনে প্রশ্ন জাগে—সব কিছুরই যখন পরিবর্তন ঘটছে, মীমাংসিত বিষয়ও যখন পুনর্মীমাংসার জন্য তুলে ধরা হচ্ছে তখন প্রেসিডেন্টের উপরোক্ত ঘোষণাও অপরিবর্তিত থাকবে তার নিশ্চিত গ্যারান্টি কোথায়?

দেশের শাসন কর্তৃত্বের উচ্চতম আসনে যিনিই যখন উপবিষ্ট হয়েছেন তাঁকেই একদল লোক অভিনন্দন জানিয়েছেন। একেকটা পরিবর্তনের পর ক্ষমতাসীনদের সমর্থকদল উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, এইবার নব যুগের সূচনা হ'ল। কিন্তু যখন ক্ষমতার আসন থেকে তারা অপসারিত হয়েছেন, তখন অন্ধ সমর্থকরা উল্টো সুরে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। জনাব আইয়ুব খানের ক্ষমতাচ্যুতির পরও ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

এটা আমাদের অব্যবস্থচিত্ততা, আদর্শহীনতা এবং স্বার্থপরতার প্রমাণ বহন করে। আমাদের এই দুর্বলতার ফলেই আদর্শ ও ঐতিহ্য বিরোধী ভাবধারা ও কার্যকলাপ প্রশ্রয় পেয়ে দ্রুত বেড়ে চলেছে। ইসলাম সম্পর্কে চারিদিকে অপপ্রচারণা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। অবস্থার এই প্রেক্ষিতে আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করার, হুশিয়ার হওয়ার এবং সঠিক পথ বেছে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আজ এই পথ নির্বাচনে যদি আমরা ভুল ক'রে বসি তবে তা শোধরাবার আর কোন উপায় থাকবে না।

আজ আমাদের ব্যবহারিক জীবন থেকে ধর্মীয় জীবনকে পৃথক করে ফেলার উপদেশ দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কুরআনে করীম এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জীবনাদর্শ থেকে আমরা ভাল করেই জানি মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন এবং ব্যবহারিক জীবন এক ও অবিভাজ্য, অঙ্গাঙ্গি ভাবে সংযুক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য। আজ যদি আমরা কুরআনের অনুশাসন এবং হুজুর (দঃ) এর আদর্শ ভুলে গিয়ে ধর্ম জীবন থেকে কর্ম জীবনকে পৃথক করে নেই—তবে আমরা শুধু নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাব না—পাকিস্তানকেও আমরা বিধ্বস্ত করে দেব।

আমরা দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা মুসলমানরূপেই বেঁচে থাকব আর সত্যিকার মুসলমান সে-ই যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর হেদায়ত ও তাঁর অনুসৃত পথকে একমাত্র গ্রহণীয় ও বরণীয় বলে মনে করে থাকে।

আমাদের মনে রাখা উচিত পাকিস্তানী জাতীয়তা পাশ্চাত্য জাতীয়বোধ থেকে উদ্ভূত নয়। ভাষা ও ভৌগোলিক সীমার সকল আবরণ ভেদ ক'রে কলেমা তৈয়েবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কেন্দ্র ক'রে এই উদার জাতীয়তার সৃষ্টি।

আঞ্চলিক জাতীয়তা তথা বাঙ্গালী, সিন্ধী, বালুচী পাঞ্জাবী বা পাখতুনী জাতীয়তা আমাদের নিকট কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয়। ভাষাভিত্তিক ও ভৌগোলিক জাতীয়তার বহু উর্ধে অখণ্ড মুসলিম জাতীয়তাই আমাদের গ্রহণীয় ও বরণীয় আদর্শ। আমাদের নবী (দঃ) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এই আদর্শভিত্তিক জাতীয়তার বুনিয়াদ রচনা ক'রে তা কার্যে পরিণত করে দেখিয়ে গেছেন। যে পর্যন্ত এই ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তিতে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও সংশোধন না ক'রে নিব সে পর্যন্ত আমাদের সমস্যাসমূহের সত্যিকার কোন সমাধান হবে না।

পাকিস্তানের দুই অংশ একটি শত্রু ভাবাপন্ন বিদেশী রাষ্ট্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন, দুই অংশের মধ্যে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে, আহারে পোষাকেও পার্থক্য অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্ম-কর্মে, আচার-আচরণে, চিন্তা ভাবনায় এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডে আমরা একই পন্থার অনুসারী, একই পথের অবলম্বনকারী। পার্থক্য এবং বৈশাদৃশ্যের চাইতে মিলন, ঐক্য ও সাদৃশ্যই আমাদের মধ্যে বেশী। আমরা বাঙ্গালী হই, পাঞ্জাবী হই, সিন্ধী হই, বালুচী হই, সেটা বড়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কথা নয়—বড় কথা আমরা সবাই মুসলমান, একই ইসলামের অনুসারী একই নবীর উম্মত। ইসলাম আমাদের ঐক্য সূত্র। এই সূত্র যদি আমরা ছিন্ন করে ফেলি আর আমাদের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা ভুলে যাই, তবে আমরা কোথাও স্থির হয়ে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। কচুরী পানার ন্যায় হাওয়ার গতি অনুসারে একবার এদিকে, অপর বার অন্য দিকে ছুটে চলব।

আজ যারা জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা বুলী আওড়াচ্ছেন, বড় বড় ওয়াদা করছেন, আমরা জানি এরা কারা! এরা কোন না কোন সময় কেন্দ্রীয় সরকার কিম্বা প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আজ আমাদের জন্য সব চাইতে দুঃখের বিষয় হচ্ছে আলেমদের মধ্যে দলাদলী। এই দলাদলী ও মতবৈধতার কোন অন্ত নেই। নূতন নূতন দল ও নামের উদ্ভবও ঘটছে। এঁরা দল মনে করছেন তারা "কুরআনী সুন্নী" অপররা গাইর কুরআনী সুন্নী, কেও প্রচার করছেন তারাই আহলে সুন্নাহ, অপররা গাইর আহলে সুন্নাহ। কোন দল ইসলামের খেদমতের এক চেটিয়া অধিকার নিয়ে বসে আছেন। ঐক্য ও মিলনের কথা বললেই তারা বলেন, ঠিক আছে, আমাদের নেতৃত্ব মেনে নাও। কিন্তু সত্যিকার ঐক্য ও মিলনের জন্য প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি এবং আন্তরিকতা। আমরা পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্ল্যাটফর্ম থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে চাই যে, আমরা সব দলের সঙ্গেই সহযোগিতা করতে রাজি এবং প্রস্তুত কিন্তু একটি শর্তে। শর্তটি এই যে, আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখব, আমরা আমাদের আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারব না। এ ছাড়া ঐক্যের জন্য আমরা সব কিছু করতে প্রস্তুত।

এখন আমি জমঈয়তের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। জমঈয়তের গঠনতন্ত্র মুতাবিক এখনও অনেক জায়গায় শাখা, ইলাকা ও জিলা জমঈয়ত গঠিত হয় নাই, আবার অনেক জায়গায় হয়েছে। কিন্তু শুধু জমঈয়ত গঠনের দ্বারাই তো কাজ হ'তে পারে না। কাজের ভিতর দিয়ে শাখা জমঈয়ত গুলোকে প্রাণ সঞ্জীবতার প্রমাণ দিতে হবে। নিজ নিজ এলাকায় সংশোধন ও তবলীগের কাজ নিজেদের আঞ্জাম দিতে হবে। কেন্দ্রীয় জমঈয়ত যথাসাধ্য সাহায্য এবং সহযোগিতা করবে। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষে সব জায়গায় যাওয়া এবং কাজ করা সম্ভব নয়।

জমঈয়তের মুখপত্র আরাফাত এবং তর্জুমানের গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা প্রত্যেক জমঈয়ত সদস্য এবং শুভাকাঙ্খীর একটি পবিত্র দায়িত্ব। সঠিক ভাবে এ দায়িত্ব পালনের কার্যকরী উপায় আপনাদেরকেই উদ্ভাবন করতে হবে।

দুটো পত্র পত্রিকা আমাদের তবলীগে দ্বীনের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়, ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার আজ একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ লাল সাহিত্যের যে সয়লাব প্রবাহিত হয়েছে তার প্রতিরোধের জন্যও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখিত আকর্ষণীয় পুস্তক পুস্তিকা রচনা করা এবং প্রচারে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়েও আমি আপনাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমাদের ছেলেদের তা'লীম এবং তরবীয়ত দানের প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ ২২ বছর হ'ল পাকিস্তান হয়েছে। আমরা এই ২২ বছরে আমাদের ছেলেদের ইসলামী তরবীয়তের জন্য কোন চেষ্টা বা কোন চিন্তা করারও প্রয়োজন বোধ করিনি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম পাকিস্তান হয়ে গেছে সুতরাং আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে, আর কিছুই আমাদের করণীয় নেই। কিন্তু ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আমাদের সন্তানরা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়ে গেছে। অথচ বিদেশী ইজমের লম্বা লম্বা বুলীতে তাদের মুখে খৈ ফুটছে! আজ যখন তাদের অন্তরে বিদেশী ইজমের বিষ ঢুকে অস্থি মজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তাদের নিজেদের বাড়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে তো বলবেই বাড়ী কোনটা তাই তে চিনি না।

অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিজেদেরকে আগে প্রস্তুত হতে হবে। ইসলামকে আমাদের জীবনে পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়ার জন্য আমাদের কর্মী এবং স্বেচ্ছা সেবক-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গণকে প্রকৃত সৈনিকরূপে গড়ে তুলতে হবে।

দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সবাইকে পুরাপুরি অবহিত হতে হবে। যে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ লোকের জান এবং অজস্র অর্থ সম্পদের ক্ষয় ক্ষতির বিনিময়ে, সেখানে আদর্শের কথা বলতে গিয়ে জীবন দিতে হয় – এর চাইতে দুঃখের এবং লজ্জার বিষয় আমাদের জন্য আর কী হতে পারে? আমি আজ দেশবাসীগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই কায়েদে আজমের একটি জওয়াব। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল "পাকিস্তানের দুই প্রান্তকে কিসে একত্রিত করে রাখবে?" একটি মাত্র কথায় তিনি তার জওয়াব দিয়েছিলেন, "ঈমান।" ঈমানই হচ্ছে নঙ্গর। এই নঙ্গর আমাদের ঠিক রাখতে হবে।

নির্বাচন সন্নিকট। এই নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন দল বিভিন্ন মতবাদ এবং মেনিফেস্টো নিয়ে আমাদের দুয়ারে হাজির হবে। আমরা তখন কি করব এটা আজকের দিনে বড় প্রশ্ন। আমরা কি কোন নির্দিষ্ট দলে যোগদান করব, না নিজেদের পৃথক দল গড়ে তুলব, না সমভাবাপন্ন এবং ইসলামী আদর্শের প্রতি আনুগত্যশীল দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব? এ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আমরা সংখ্যায় কত সেটা খুব বড় কথা নয়, আমরা কতটা একীভূত, সংহত এবং সঙ্ঘবদ্ধ—সেটাই বড় কথা। আমাদের সকল দিকের আস্থ, আমাদের শক্তি এবং জমঈয়তের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমাদের জমঈয়ত একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শ এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিন্তু যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হোক তা মেনে চলতে হবে সবাইকে, কাউকে তখন পিছপা হলে চলবে না। আমি আশা করি আপনারা সার্বিকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে আমরা সামগ্রিক ভাবে লাভবান হতে পারব।

সর্বশেষে আমি একটি ব্যক্তিগত আরজ আপনাদের নিকট পেশ করতে চাই। আমার চাচাজী মরহুমের ইন্তিকালের পর আমি আপনাদের নির্বাচন অনুসারে প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ জমঈয়তের সভাপতির গুরু দায়িত্ব বয়ে আসছি। জমঈয়ত তার সঙ্কটকাল আল্লার ফজলে পার হয়ে এসেছে। আমার পক্ষে এই দায়িত্ব বয়ে চলা আর সম্ভব হচ্ছে না, যোগ্যতর ব্যক্তির, আশা করি, এখন অভাব হবে না। কাজেই আমাকে এখন এই দায়িত্ব থেকে রেহাই দিলে আমি বাধিত হব।

জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশনের রিপোর্ট সম্পর্কে—

[বিগত ২৬শে ডিসেম্বর পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের দুই দিবস ব্যাপী ষোলতম কাউন্সিল অধিবেশন পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওলানা মুহাম্মদ আবদুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রদেশের সর্বপ্রান্ত হইতে প্রায় চারিশত কাউন্সিল সদস্য ও বিশিষ্ট আলেম উলামা যোগদান করেন। সম্মেলনে বহু গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় আলোচিত এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ১৯৬৭ ও ৬৮ সালের জমঈয়তের কর্ম তৎপরতার রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং হিসাব নিকাশ অনুমোদিত হয়। মোটামুটি বিবরণ সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তর্জুমানের এই সংখ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মূল সভাপতির অভিভাষণ প্রকাশিত হইল। অনুমোদিত হিসাব এবং অন্যান্য বিবরণী আগামী সংখ্যায় ইনশাহ আল্লাহ প্রকাশিত হইবে—জেনারেল সেক্রেটারী, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস]।

www.ahlehadeethbd.org

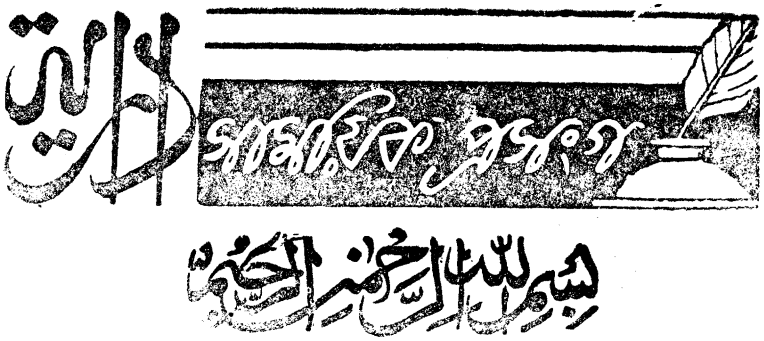

মুনাফিকের কীর্তি

আদাম সন্তানের দল যখন সমাজে পরিণত হয় অর্থাৎ যখন হইতে মানব সমাজের উৎপত্তি হয় তখন হইতেই সমাজের লোকেরা সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রশ্নে ছোট বড় তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল কোন বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থাকে সমাজ শৃংখলা ও শান্তির ধারক বাহক জ্ঞানে যখনই উহা প্রবর্ত্তন করিয়াছে তখনই ক্ষুদ্র একটি দল ঐ সমাজ ব্যবস্থার প্রকাশ্যভাবে বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছে এবং উহার উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছে। এই ভাবে বুঝাবুঝির প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক এবং নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া এই ধরনের আলোচনা মোটেই অসংগত নয়। সমাজে এই প্রকার দুইটি শ্রেণী থাকা সমাজের পক্ষ অনিষ্টকর তো নয়ই বরং হিতকরই বটে। সমাজে যদি মাত্র এই দুই প্রকার লোকই থাকিত তাহা হইলে আশংকার বিশেষ কোন কারণ থাকিত না। কারণ পরস্পরবিরোধী এই দল দুইটির মধ্যে এক সময়ে না এক সময়ে সমঝোতা হইবার আশা থাকিত। কিন্তু বিপদ এই যে, সমাজে একটি তৃতীয় দলের উদ্ভব হয়। সেই দলটি উল্লিখিত দুই দলের মধ্যে সমঝোতার পথ রুদ্ধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে। এই তৃতীয় দলটি পূর্বোক্ত দুইটি দলেরই খয়েরখাহ সাজিয়া উভয় দলকেই উস্কানী দিতে থাকে। এই দলটি 'মুনাফিক' নামে অভিহিত হয়। এই মুনাফিকেরা সামাজিক শান্তি শৃংখলার সবচেয়ে বড় দুশমন বলিয়া ইহাদের বিস্তারিত চিহ্ন, কাজকর্মের ধারা ও পরিচয়ে কুরআন ও হাদীস ভর্তি হইয়া রহিয়াছে। উহা হইতে কিছু নিম্নে উধৃত করা হইল।

১। মুনাফিকেরা পৃথিবীতে শান্তি শৃংখলা বরদাশত করিতে পারে না। দুই দলের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করাই হইতেছে তাহাদের ধর্ম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ শান্তিকামী পক্ষপাতশূন্য লোকেরা যখন মুনাফিকদিগকে অনুরোধ করিয়া বলে, "আপনারা দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলা ঘটাইবেন না," তখন মুনাফিকেরা বলে, "আমরাই তো বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতা অনায়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সমাজে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি।" আল্লাহ বলেন, তাহারাই অশান্তি ও বিশৃংখলা বিস্তারকারী—২ বাকারাহ ঃ ১১।

২। মুনাফিকেরা মুমিন মুসলিমদের ধোকা দিবার মতলবে তাহাদের সামনে নিজেদেরে মুমিন মুসলিম বলিয়া দাবী করে কিন্তু নিজেদের দলে গিয়া অন্য রূপ ধারণ করে।

আল্লাহ বলেনঃ তাহারা যখন মুমিন মুসলিমদের সহিত সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা মুমিন হইয়াছি' আর তাহারা যখন নিজ নেতাদের সহিত মিলিত হয় তখন তাহাদিগকে বলে, "আমরা নিশ্চয় নিশ্চয় আপনাদেরই সঙ্গে আছি। আমরা তো মুমিন মুসলিমদিগকে উপহাস করিয়া থাকি' —২, বাকারাহ ঃ ১৪।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩। মুনাফিকদের মুখে এক এবং অন্তরে অন্য। তাহারা লোককে ধোকা দিবার জন্য তাহাদের অন্তরে যাহা থাকে তাহার বিপরীত কথা লোকের সামনে প্রকাশ করে।

আল্লাহ বলেন, 'তাহাদের অন্তরে যাহা নাই তাহাই তাহারা মুখে প্রকাশ করিয়া থাকে—৩ আলু 'ইমরান ঃ ১৬৭।

৪। মুনাফিকেরা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না।

আল্লাহ বলেন ঃ কিতাবীদের মধ্য হইতে যাহারা কাফির হইয়াছিল তাহাদিগকে মুমিনদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে উত্তেজিত করিবার জন্য মুনাফিকেরা ঐ কিতাবীদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমাদিগকে যদি মুমিনেরা মাদীনা হইতে বাহির করিয়া দেয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও মাদীনা হইতে বাহির হইয়া যাইব এবং তোমাদিগকে সহায়তা করা ব্যাপারে আমরা কাহারও কোন নিষেধ মানিব না। আর মুমিনেরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদিগকে সাহায্য করিব।" আল্লাহ মুনাফিক সম্পর্কে বলেন, "নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী।" আল্লাহ আরও বলেন, "কিতাবীদিগকে বহিষ্কৃত করা হইলে ঐ মুনাফিকেরা তাহাদের সহিত বাহির হইয়া যাইবে না, এবং কিতাবিদের ও মুমিনদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে মুনাফিকেরা কিতাবীদিগকে সাহায্য করিবে না।"—৫৯ হাশর ঃ ১১—১২।

আল্লাহ তা'আলার বাণী মিথ্যা হইবার নহে। বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছিল।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন যে, মুনাফিকেরা আল্লাহের নামে শপথ করিয়াও যদি বলে যে, তাহাদের হাতে টাকা পয়সা হইলে তাহারা উহা সৎকাজে দান করিবে তবুও তাহারা ধনবান হইলে কৃপণতা করিয়া থাকে।—৯ তাওবাহ ঃ ৭৫—৭৬।

৫। মুনাফিকেরা কসম করিয়াও মিথ্যা বলে। তাহাদের কসমেও বিশ্বাস করা যায় না।

আল্লাহ বলেন যে, মুনাফিকেরা নিজেদের মধ্যে কুফরী কালাম করিত। পরে ঐ কথা কোন ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িত। অনন্তর তাহারা যখন ঐ ব্যাপারে বিচারের সম্মুখীন হইত তখন তাহারা কসম করিয়া বলিত যে, তাহারা ঐ কথা বলে নাই।—৯ তাওবাহ ঃ ৭৪।

ফল কথা, মুনাফিক তাহার নিজ উক্তি অস্বীকার করিতে মোটেই দ্বিধা বোধ করে না।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকেরা মিথ্যাবাদী। তাহারা তাহাদের কসমকে ঢালরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।—৬৩ মুনাফিকুন ঃ ১-২।

৬। মুনাফিকেরা আল্লাহের প্রতিশ্রুতিতেও বিশ্বাস রাখে না, তাঁহার রাসূলের প্রতিশ্রুতিতেও বিশ্বাস রাখে না।

আল্লাহ বলেন, "মুনাফিকেরা এবং যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে তাহারা বলে, 'আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যাহা কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা ধোকাবাযী ছাড়া আর কিছুই নহে'।—৩৩ আহযাব ঃ ১২।

৭। মুনাফিকেরা সৎকাজে পরাঙ্মুখ কিন্তু বিশৃংখলা বাধানো ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর হইয়া থাকে।

আল্লাহ বলেন, কোন বহিরাগত যদি কোন ক্রমে মুনাফিকদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে মুমিনদের মধ্যে গৃহবিবাদ লাগাইয়া বিশৃংখলা ঘটাইতে বলে তাহা হইলে তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া তাহাতে লাগিয়া যায়।—৩৩ আহযাব ঃ ৯৪।

এই ব্যাপারে মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী উভয়ই সমান। আল্লাহ বলেন, "মুনাফিক নরেরা ও মুনাফিক নারীরা সকলে একই দলভুক্ত এবং তাহাদের সকলের পথ একই। তাহারা জনসাধারণকে অকল্যাণের দিকে আহ্বান করে, কল্যাণকর ব্যাপারে বাধা দেয়

www.ahlehadeethbd.org

এবং সৎ কাজের বেলায় মুষ্টি বন্ধ করিয়া রাখে—৯ তাওবাহ ঃ ৬৭।

৮। মুনাফিকেরা দীন ইসলামের উপরও আক্রমণ করিতে কসুর করে না। আল্লাহ বলেন, মুনাফিকেরা মুমিন মুসলিমদের সম্পর্কে বলে, "এই লোকগুলিকে তাহাদের ধর্মই বিভ্রান্ত করিয়াছে।"—৮ আনফাল ঃ ৪৩

৯। মুনাফিকেরা পার্থিব ক্ষমতা হস্তগত করিবার ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে মুমিন মুসলিমদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে। আল্লাহ বলেন, 'মুনাফিক হইতেছে ঐ সব লোক যাহারা মুমিনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কাফিরদিগকে সাহায্যকারী বন্ধু ও নেতা হিসাবে বরণ করে। তাহারা কি ঐ কাফিরদের নিকট ক্ষমতা ও সম্মান সন্ধান করে? নিশ্চিত জানিও সকল ক্ষমতা ও সকল সম্মানের মালিক একমাত্র আল্লাহ।'—৪ নিসা ঃ ১৩৯।

১০। মুনাফিকেরা হইতেছে অত্যন্ত ধূর্ত। মুমিন মুসলিমেরা যখন তাহাদের শত্রু কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন মুনাফিকেরা বিজ্ঞের ভান করিয়া ও নিরপেক্ষতার দাবী করিয়া দূরে সরিয়া থাকে। তারপর যে দলের জয় দেখে সেই দলে ভিড়িয়া যায়।

আল্লাহ বলেন যে, মুমিন মুসলিমেরা যখন আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে তখন মুনাফিকেরা মুমিন মুসলিমদের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া দূরে সরিয়া থাকিয়া যুদ্ধের শেষ পরিণামের প্রতীক্ষায় থাকে। অবশেষে আল্লাহের তরফ হইতে জয় যদি মুসলিমদের ভাগ্যে আসিয়া জুটে তাহা হইলে মুনাফিকেরা মুসলিমদিগকে বলে, "আমরা তোমাদের সঙ্গে ছিলাম বলিয়াই তো তোমরা জয়ী হইতে পারিয়াছ।" এই বলিয়া মুনাফিকেরা গানীমাত লব্ধ মালে অংশের দাবীদার হয়। পক্ষান্তরে, কাফিররা জয়যুক্ত হইলে মুনাফিকেরা ঐ কাফিরদিগকে বলে, "আমরা কি তোমাদিগকে উহাদের আক্রমণ হইতে ঘিরিয়া রাখি নাই? তোমাদিগকে আক্রমণ করা ব্যাপারে আমরা কি উহাদিগকে বাধা দান করি নাই?" এই বলিয়া মুনাফিকেরা কাফিরদের লব্ধ মালে ভাগ বসাইতে যায়। ৪ নিসা ঃ ১৪১। তাহারা (ঘড়ির দোলকের ন্যায়) উভয় দলের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। তাহারা এই দলেরও নয়, ঐ দলেরও নয়।—৪ নিসা ঃ ১৪৩।

১১। মুনাফিকেরা অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ। তাহারা মুসলিমদিগকে মালাকুল মাওতের মত ভয় করে বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইবার সাহস তাহাদের নাই। তাই তাহারা সর্বদা শঠতা ও ধূর্ততার আশ্রয় লইয়া থাকে। তাহারা অপরকে ঢালের ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া, নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া মুসলিমদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার প্রয়াস পায়।

আল্লাহ বলেন মুনাফিকেরা আল্লাহকে ভয় করুক আর নাই করুক, তাহারা মুমিনদিগকে যৎপরোনাস্তি ভয় করে। কাজেই তাহারা কোন সুরক্ষিত স্থানে অথবা কোন দেওয়ালের আড়ালে না থাকিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। তাহাদের সব বীরত্ব, তাহাদের সব লম্ফ ঝম্ফ তাহাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।—৫৯ হাশর ঃ ১৩—১৪।

হাদীসে মুনাফিকের আলামত

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুনাফিকের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটি এখন উধৃত করা হইতেছে। সাহীহ বুখারী, সাহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে চারি প্রকার কার্যকে মুনাফিকের চিহ্ন বলা হইয়াছে। তাহা এই—

১। কথা বলিবার সময় মিথ্যা বলা। অর্থাৎ যাহা অন্তরে বিশ্বাস করে না মুখে তাহা দাবী করা। যাহার অন্তর ও বাহির এক নয় সে কার্যতঃ মুনাফিক।

২। কোন ওয়াদা করিয়া সেই ওয়াদা পূর্ণ না করা। অর্থাৎ কোন কাজ করিবে না বলিয়া অন্তরে

www.ahlehadeethbd.org

সংকল্প গোপন রাখিয়া মুখে ঐ কাজ করিবে বলিয়া ওয়াদা করা হইতেছে মুনাফিকের চিহ্ন। কোন কাজ করিবে বলিয়া আন্তরিক সংকল্প রাখিয়া যদি কোন ওয়াদা করা হয় কিন্তু কোন অনিবার্য কারণে প্রাণ-পণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি উহা পালন করা সম্ভবপর না হয় তবে উহা মুনাফিকের চিহ্ন মধ্যে স্থান পাইবে না।

৩। কোন কিছু আমানত রাখা হইলে তাহাতে খিয়ানাত করা। টাকা পয়সা এবং কোন গোপন কথা সবই এই আমানাতের অন্তর্ভুক্ত।

৪। বাদানুবাদকালে যুক্তি প্রমাণ না দিয়া গালা-গালি, কটুকাটব্য, মারামারির আশ্রয় গ্রহণ করা। তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদের উদ্দেশ্যই হইতেছে সত্য, অনুধাবন, সত্য প্রকাশন ও সত্য গ্রহণ। আর ইহা একমাত্র যুক্তি প্রমাণ দ্বারাই সম্ভব হয়। গালাগালি, কটুকাটব্য ও মারামারি দ্বারা কখনও সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

মুসলিমদের প্রতি আল্লাহের আদেশ—মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মুমিন মুসলিমদিগকে আশ্বাস দিয়া বলেন, মুনাফিকেরা যদি তাহাদের দুষ্কৃতি হইতে ক্ষান্ত না হয় তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িবেন। তাহারা আল্লাহের রাহ্‌মত হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহাই আল্লাহের সুন্নাত বা নিয়ম এবং তাঁহার এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় হয় না।—৩৩ আহ্‌যাব ঃ ৬১—৬২।

এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে এবং রাসূলের মাধ্যমে মুসলিমদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, তাহারা যেন মুনাফিকদের কথা না মানে। আল্লাহ বলেন, "হে নাবী, তুমি আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলো এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানিও না। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত জ্ঞানী, অত্যন্ত বিচক্ষণ। তোমার রাব্বের পক্ষ হইতে যাহা কিছু তোমাকে অহ্‌ঈযোগে জানান হয় তাহার অনুসরণ কর। ইহা নিশ্চিত যে, তোমরা যাহাই কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ অবহিত থাকেন। আর আল্লাহের উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় আল্লাহ নির্ভর হিসাবে যথেষ্ট। ৩৩ আহ্‌যাব ঃ ১—৬।

পাকিস্তানে আগামী ৫ই আক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই নির্বাচন যতই ঘনাইয়া আসিবে, ভণ্ড মুনাফিকেরা ততই ইসলাম ও মুসলিম দরদী সাজিয়া অভিনয় করিতে থাকিবে এবং সরলপ্রাণ মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে থাকিবে। মুসলিম দের অবগতির জন্য তাই ভণ্ড মুনাফিকের যে সব পরিচয় ও চিহ্ন কুরআনে ও হাদীসে রহিয়াছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

হা—ভাত, হা—ভাত

পাকিস্তানী মুসলিমদের এক রাজনৈতিক গোষ্টি কিছু দিন হইতে হা-ভাত, হা-ভাত শ্লোগানে গগন পবন কাঁপাইয়া তুলিতেছে। কেন এই শ্লোগান? সত্য সত্যই কি পাকিস্তানীরা জোড়ায় জোড়ায়, গণ্ডায় গণ্ডায়, ডজনে ডজনে বা শতে শতে ভাতের অভাবে মরিয়া চলিয়াছে? কাগজে সে দিন দেখিলাম, হা-ভাতীদের পীর ও ইমাম সাহেব নাকি বলিয়াছেন যে, যদি এক জন লোকও ভাত খাইতে না পাইয়া মারা যায় তাহা হইলে ভাল হইবে না। তাঁহার এই হুমকি হইতে বুঝা যায় যে, এক জন পাকিস্তানীও এখন পর্যন্ত খাইতে না পাইয়া মরে নাই। মরিয়াছে হয় তো পর্যাপ্ত খাইয়া কলেরা আনিয়া। কথায় কথা বাড়ে। আমরা খবরের কাগজ মারফত আরও জানিতে পারিলাম যে, প্রাচুর্যের দেশ আমেরি-কার যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে বহুলোক অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাইতেছে। এমত অবস্থায় পাকিস্তানে হা-ভাতের শ্লোগান উঠে কি করিয়া? তবে কি ইহা রাজনৈতিক একটি চাল? সেই চাল চালিতে গিয়া কি হা-ভাতের নেতারা চালের আশ্রয় লইয়াছেন?

এই সব চাল-টাল আমরা বুঝিনা। আমাদের মনে হয় এই শ্লোগান উঠিয়াছে এই যুগের বদওলতে। এই শ্লোগানের জন্য আমাদের এই যুগকে দায়ী করার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। যুগকে গালি দিব না, মন্দ

www.ahlehadeethbd.org

বলিব না। কারণ হাদীসে আছে, আল্লাহ বলেন, "তোমরা যুগকে গালি দিও না; কারণ, তোমরা যুগকে যে কারণে গাল দিবে সেই কারণ তো আমিই ঘটাইয়া থাকি। কাজেই যুগকে গালি দেওয়া প্রকারান্তরে আমাকেই গালি দেওয়া হয়।" আমরা মুসলিম, আল্লাহের সামনে আমরা সদা অবনত। আমরা আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি, তাঁহার গুণগান করি। কাজেই যুগকে মন্দ বলিয়া আমরা আল্লাহকে মন্দ বলিতে পারি না। মন্দ বলিবনা। শুধু যুগের অবস্থা বর্ণনা করিব।

এই যুগটি হইতেছে তথাকথিত বিজ্ঞান বা পদার্থ বিদ্যার যুগ। কেবল মাত্র পদার্থ বিদ্যার যুগ বলিলে ইহার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। এই যুগটি পদার্থ বিদ্যার উন্নতির হাঁটিয়া চলার বা দৌড়াইয়া যাইবার যুগ আর নাই। ইহা হইতেছে উহার রীতিমত উড়িয়া চলিবার যুগ। এই পদার্থ বিদ্যাটি ১৫।২০ বৎসর আগে পর্যন্ত গাণিতিক গতিতে (Arithmetical progression) গুড়ি গুড়ি পা পা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে সে তাহার গাণিতিক অগ্রগতিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া গুণোত্তর অগ্রগতিতে (Geometrical progression) প্রবল বেগে ধাবিত হইতে শুরু করিয়াছে। এই বিদ্যার কল্যাণে মনের রাজ্য শরীর-রাজ্যের পশ্চাতে পড়িতেছে। তাই লোকে এই যুগে অন্তর, মন, আত্মা, পরমাত্মাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া শরীর পূজায় তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। আর শান্তি ও শৃংখলার কথা! শরীর রক্ষার জন্য উহার মোটেই কোন প্রয়োজন হয় না তাহাদের মতে। তাহারা বলিবে, মন, আত্মা প্রভৃতির কল্পনাই তো শান্তি-শৃংখলার অবতারণা করিয়া থাকে। দুর্বলেরা নিজেদের স্বার্থের জন্যই তো এই সব কল্পনা করিয়াছে। তাহাদের মতে পাশবিক শক্তিই প্রকৃত শক্তি; শারীরিক বলই একমাত্র বল। দুর্বলের অস্তিত্ব জগতে থাকিবে না—থাকিতে পারে না। 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতিবাদে তাহারা বিশ্বাসী বলিয়া দাবী করে। তাই তাহারা কেবল মাত্র শরীরেরই খাদ্য চায়। তাই এই 'হা-ভাত' 'হা-ভাত রণ-হুংকার।

কিন্তু আজব লাগে এই হা-ভাতীদের বহু আচরণ দেখিয়া। একটি ধরুন, তাহাদের নেতা নির্বাচন ব্যাপার। এক জন অতি বৃদ্ধ—যাহার হাঁটিবারও শক্তি নাই, এই রূপ লোককে তাহারা দলপতি করে কোন্ বুদ্ধিতে? তাহাদের নেতা হইতে হইবে রুস্তম পাহলওয়ানকে। যাহারা মানসিক চিন্তায় উন্নত, যাহারা ভাবিতে জানে তাহাদিগকে তাহারা মাথায় লইয়া নাচে কোন্ আক্কেলে? ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, এই হা-ভাতীদের নেতারা অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং ধূর্তও বটে। তাই তাহারা হা-ভাতী আন্দোলন তুলিয়া অজ্ঞ, মুর্খ সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকের মাথায় কাঁঠাল ভাংগিয়া খাইবার মতলবে এই 'হা-ভাতী' রব তুলিয়াছে।

'হা-ভাত' রণ-হুংকার তুলিবার দ্বিতীয় কারণ হইতেছে ধনী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অগাধ ধন-সম্পদের মালিকানা। মানুষের হায়াওানী প্রকৃতির প্রধান উপাদান হইতেছে দুইটি। একটি হইতেছে শাহ্ওাত বা লালসা এবং অপরটি হইতেছে গাযাব বা ক্রোধ। প্রথমটি মানুষকে 'অর্জনে' উদ্বুদ্ধ করে এবং এই অর্জনে বাধা প্রাপ্ত হইলে মানুষের দ্বিতীয় প্রবৃত্তিটি কার্যকরী হইয়া উঠে। ইহারই ফলে বঞ্চিতের মনে হিংসা-বিদ্বেষ স্বাভাবিক ভাবেই জাগ্রত হয়। ধনীদের প্রতি শরীর-সর্বস্ব বঞ্চিতের মনে এই হিংসা-বিদ্বেষই হইতেছে 'হা-ভাত' হুংকার তুলিবার দ্বিতীয় কারণ। এই হিংসা-বিদ্বেষ যাহাতে কোন মানুষের মনে দেখা না দেয় তাহার ব্যবস্থা ইসলামে পূর্বাহ্নেই দেওয়া হইয়াছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে এত কাল উপেক্ষা করার ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করিলে 'হা-ভাত' প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কোটিপতি, লক্ষপতিরা যদি শারী'আত অনুযায়ী শুধু যাকাত দেন তাহা হইলেই 'হা-ভাত' রব এই মুহূর্তেই থামিয়া যাইবে। তা যাকাত দেওয়া দূরের কথা—তাহারা নিজেরা, তাহাদের সন্তানেরা, তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

www.ahlehadeethbd.org

আত্মীয় স্বজনেরা দুই তিন শত টাকা মাসিক বেতনের যোগ্য না হইয়াও মাসিক হাযার হাযার টাকা লইয়া অল্প আয় দেখাইয়া একদিকে ইন্‌কাম ট্যাক্‌স বাবত সরকারকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে এবং অন্য দিকে শ্রমিকদের সুখ সুবিধা ব্যাপারে সংকট সৃষ্টি করিতেছে। একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম।

'হা-ভাতী' ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা

'হা-ভাত' আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ইসলাম-বিরোধী। কোন ধর্মই হা-ভাত আন্দোলন সমর্থন করে না, এমন কি পৃথিবীর কোন মনিষী কোন কালে ইহা সমর্থন করেন নাই এবং এখনও করেন না। ইহা নিছক রাজনৈতিক একটি ভাঁওতামাত্র। যাঁহারা মনে প্রাণে ইসলাম কবুল করিয়াছেন তাঁহাদের অবগতির জন্য দাবী করিয়া বলিতেছি যে, ইসলামের শেষ নাবী, শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সঃ যে সমাজ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলে তাহারা দেখিতে পাইবেন যে, ইসলাম শুধু ধর্মীয় অনুশাসনই প্রচার করে নাই ; সকল ব্যাপারের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করিয়াছেন। সমাজ ব্যবস্থারও সকল সমস্যার অবসান ও তিরোধান এই ইসলামেই পাইবেন। নিম্নে এই সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সঃ এর মাত্র কয়েকটি বাণী নমুনা স্বরূপ উধৃত করিতেছি।

১। আবূ সা'ঈদ খুদরী হইতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "আমার পরে তোমাদের জন্য আমি যে সব ব্যাপার সম্পর্কে ভয় করিতেছি তাহার মধ্যে একটি ব্যাপার এই যে, তোমাদের জন্য পৃথিবীর সাজ সরঞ্জাম ও সম্পদ উন্মুক্ত হইবে।" —বুখারী ও মুসলিম।

২। 'আম্‌র ইব্‌নু 'আওফ হইতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "আল্লাহের কসম, আমি তোমাদের দারিদ্রের জন্য ভয় করি না বরং আমি তোমাদের সম্পর্কে এই আশংকা করিতেছি যে, পূর্ববর্তী লোকদিগকে যেমন প্রচুর পার্থিব সম্পদ দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপ তোমাদিগকেও প্রচুর পার্থিব সম্পদ দেওয়া হইবে। অনন্তর তাহারা যেমন উহাতে মজিয়া গিয়াছিল সেইরূপ তোমরাও উহাতে মজিয়া যাইবে এবং উহা যেমন তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিল সেইরূপ তোমাদিগকেও ধ্বংস করিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

৩। আবূ হুরাইরা হইতে বর্ণিত—নাবী সঃ বলেন, দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রার দাসকে লা'নাত করা হইয়াছে দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রার দাসকে লা'নাত করা হইয়াছে। অর্থাৎ টাকা পয়সা ধন সম্পদের অধিকারী হইয়া যে ব্যক্তি উহার গোলাম বনিয়া বসে সে আল্লাহের রাহমাত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। টাকা পয়সার গোলাম হওয়ার অর্থ যাকাত না দেওয়া এবং সৎপথে উহা ব্যয় না করা।—তিরমিযী।

৪। আবূ হাশিম ইবনু 'উত্‌বাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ আমাকে বলেন, "মাল জমা করা ব্যাপারে তোমার একজন খাদিম ও আল্লাহের রাহে একটি বাহন থাকাই তোমার জন্য যথেষ্ট"।—তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ।

৫। হযরত উসমান হইতে বর্ণিত—নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "এই জিনিসগুলি ছাড়া আর কোন কিছুতেই আদাম সন্তানের কোন দাবী (হক্ব) নাই। তাহার বাস করিবার জন্য একটি ঘর, তাহার লজ্জাস্থান ঢাকিবার জন্য একটি কাপড় এবং শুধু রুটি ও পানি।" হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, এইগুলি যেহেতু আদাম সন্তানের মৌলিক অধিকার কাজেই ইহার জন্য তাহাকে আল্লাহের দরবারে জবাবদিহি করিতে হইবে না। ইহার বেশী যাহা কিছুর মালিক হইবে তাহার সঠিক ও শারী'আত সম্মত ব্যবহারের জন্য তাহাকে হিসাব দিতে হইবে।—তিরমিযী।

৬। আবূ উমামাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "আমার রাব্ব একদা আমার জন্য মাক্কার বাত্‌হা ময়দানটিকে স্বর্ণে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। তাহাতে আমি বলি, হে আমার রাব্ব আমি উহা চাই না।

Contents

Contents

বরং আমি এক দিন পেট ভরিয়া খাইব ও এক দিন ভুখা থাকিব। ফলে যখন ভুখা থাকিব তখন তোমাকে স্মরণ করিব ও তোমার নিকট কান্নাকাটি করিব। আর যখন আস্‌দা হইয়া খাইব তখন তোমার প্রশংসা করিব, ও তোমার শুকরগুযারী করিব।—তিরমিযী ও আহমাদ।

৭। কা'ব ইবনু 'ইয়ায বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি "প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কোন না কোন পরীক্ষা আসিয়াছে; আর আমার উম্মাতের পরীক্ষা হইবে ধনসম্পদ যোগে।"—তিরমিযী।

৮। ইবনু 'উমার হইতে বর্ণিত—একদা রাসূলুল্লাহ সঃ একজন লোককে উদরপূর্তি করিয়া খাইয়া ঢেকুর তুলিতে শুনেন। তাহাতে রাসূলুল্লাহ সঃ ঐ লোকটিকে বলেন, "তোমার ঢেকুর তোলা ক্ষান্ত কর। কেননা যে ব্যক্তির পৃথিবীতে পরিতৃপ্ত ভোজন যত দীর্ঘ হইবে আখিরাতে তাহার ক্ষুধা তত দীর্ঘ হইবে।—শারহুস্‌ সুন্নাহ।

৯। মিক্‌দাম ইবনু মা'দীকারাব বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলিতে শুনিয়াছি "যে কয় গ্রাস (লুক্‌মা) খাদ্য গ্রহণ করিলে আদাম-সন্তান তাহার মেরুদণ্ড সোজা রাখিতে পারে সেই কয় লুক্‌মা খাদ্য খাওয়াই তাহার জন্য যথেষ্ট। তবে ইহা অপেক্ষা অধিক খাদ্য গ্রহণ করা যদি তাহার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয় তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখিবে।"—তিরমিযী।

পেট ভরিয়া খাইবার বিধান ইসলামে নাই।

১০। হযরত আলী বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "কোন মুসলিমকে যখন তাহার ধনসম্পদে বারাকাত দেওয়া না হয় তখন সে ঐ মাল কাদা-পানিতে ব্যয় করে।" অর্থাৎ অট্টালিকা নির্মাণে আল্লাহের তরফ হইতে বরকত উঠিয়া যায়।—বাইহাকী।

অশ্লীল ও আদর্শ-বিরোধী সাহিত্য—

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে অশ্লীল সাহিত্য ও রাষ্ট্রের আদর্শ-বিরোধী সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচার সম্পর্কে বিধি নিষেধ আরোপিত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে যে প্রকার সাহিত্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, মনোমালিন্য বা শত্রুতার উদ্রেক করিতে পারে তাহার প্রকাশ ও প্রচারের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল সরকার যথাবিহিত আইন পাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই ধরণের কয়েকটি পুস্তক সম্পর্কে আমাদের পাকিস্তান সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা সরকারকে আমাদের আন্তরিক মুবারাকবাদ জানাইতেছি। এক দল কবি, সাহিত্যিক ও লেখক সরকারের এই ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারের দোহাই দিয়া ঐ পুস্তকগুলি সম্পর্কে সরকারের মীমাংসা পালটাইবার জন্য সরকারের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। তাঁহারা স্বাধীন ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বিকৃত ধারণা পোষণ করেন বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহাদের এই প্রতিবাদ কোন সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

স্বাধীনতা কাহাকে বলে?

যাহার যাহা খুশী করা বা যাহা খুশী বলা বা যাহা খুশী লিখিয়া প্রকাশ করার নাম স্বাধীনতা নয়। কারণ সকলেরই এইরূপ করিবার অধিকার স্বীকার করিলে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হইতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ কর্মপদ্ধতিকে স্বাধীনতা না বলিয়া বলা হইবে উচ্ছৃংখলতা। প্রকৃত স্বাধীনতা হইতেছে 'অপরের অধিকারকে কোনক্রমে ক্ষুন্ন না করিয়া বরং অপরকে তাহার স্বাধীনতা ভোগ করিতে দিয়া নিজের অধিকার ভোগ করা। আমি যাহা খুশী বলিব তুমি তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিবে না; আমি যাহা খুশী আদেশ করিব তুমি তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না; আমি হুকম করিব 'হরতাল কর' আর তোমার অধিকারভুক্ত দোকানপাট, রিকসা গাড়ী চালাইবার অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিব' ইহার নাম স্বাধীনতা নয়। দশ জনের স্বাধীন কর্মের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফলে যদি শত জনের স্বাধীনতা হরণ করা হয় তাহার নাম স্বাধীনতা নয়। উহা হইতেছে পরাধীনতা। কাজেই স্বাধীন চিন্তার অধিকারের দোহাই দিয়া কেহই যাহা খুশী তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারে না।

অবাধ স্বাধীনতার অস্তিত্ব

মানুষ তাহার জীবনের কোন দিক দিয়াই অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না এবং করেও না। খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে মানুষ যদি অবাধ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া যাহা খুশী এবং যত খুশী ভক্ষণ করিয়া চলে, তাহা হইলে তাহার শরীর অচিরেই রোগগ্রস্ত হইবে। পরিশ্রম ব্যাপারে সে যদি দিন রাত যত খুশী পরিশ্রম করিতে থাকে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে সে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। কাজেই দেখা যায় প্রত্যেকটি শারীরিক ব্যাপারে মানুষ যেমন নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে বাধ্য সেইরূপ চিন্তার ব্যাপারেও তাহাকে নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি তাহার যাহা খুশী করে, তাহার যাহা খুশী বলে এবং তাহার যাহা খুশী খায় তাহাকে কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানই প্রকৃতিস্থ মানুষ বলে না, বরং সকলেই তাহাকে এক বাক্যে 'পাগল' আখ্যা দিয়া থাকে। কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে, বল্গাহীন চিন্তাধারার অধিকারীও নিশ্চিতভাবে ঐ আখ্যায় আখ্যায়িত হওয়ার হকদার।

যে সমস্ত বই এর বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন অথবা প্রশ্ন তুলিয়াছেন সে গুলি সম্পর্কে দেখিতে হইবে যে, সেগুলি রাষ্ট্রের আদর্শ বিরোধী কি না, অথবা রাষ্ট্রের বুনিয়াদকে দুর্বল করার অশুভ প্রয়াস উহার ভিতর লক্ষ্যযোগ্য কি না। যদি পরীক্ষা ও পর্যালোচনার পরে তাহাই প্রমাণিত হয় তবে কোন নির্দিষ্ট দলের বাদ প্রতিবাদ এবং হৈ হুল্লোড়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া রাষ্ট্রের আদর্শ সংরক্ষণের খাতিরে দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হস্তে ঐগুলির বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য হইবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সুস্থ বুদ্ধি দান করুন! আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৯

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জুন মাস ১৯৬৯

যিলা ঢাকা

১। মৌঃ এস, এম, আবদুল কাইউম ৬নং ভজহরী শাহা ষ্ট্রিট যাকাত ৩৲

২। আলহাজ মোহাঃ নান্নু মিঞা কালির বাজার নারায়ণ গঞ্জ এককালীন ২০৲

যিলা টাঙ্গাইল

১। মোহাঃ হেসার উদ্দিন মুন্সী সাং টেঙ্গুরিয়া পাড়া এককালীন ৫,৫০

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ মোহাঃ হারুনুর রশিদ সাং ভদ্রখণ্ড পোঃ সরঞ্জাই অন্যান্য ৮৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ জার্জিস সাহেব ক্লথ মার্চেন্ট সাহেব বাজার

২। কাউল জামাত হইতে মারফত ইউসোফ মিঞা ফিৎরা ৫৲

৩। মোহাঃ রহমতুল্লাহ মিঞা সাং রাণীপাড়া পোঃ কজলা ফিৎরা ৫৲

৪। মৌঃ মোহাঃ জার্জিস রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা কুরবানী ৫৲

৫। হাজী মোহাঃ ইউসা মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ৪৲

৬। মোহাঃ আবদুর রশিদ ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲

৭। মোহাঃ খলিলুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲

৮। মোহাঃ আলমগীর ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲

আদায় মফঃস্বল মওলানা মোহাঃ জোহহাক সাহেব এমাম রাণী বাজার আহ্‌লে হাদীস মসজিদ

৯। মোহাঃ জায়েদুর রহমান রাণী বাজার কুরবানী ৩৲

১০। মোহাঃ সাইদুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ২,৫০

১১। মৌলবী মোহাঃ এসহাক কাদীর গঞ্জ কুরবানী ২৲

১২। মোহাঃ আমিনুল ইসলাম ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲

১৩। মোহাঃ আফসার আলী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲

১৪। মোহাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী মালোপাড়া কুরবানী ২,৫০ ১৫। শেখ মোহাঃ রাসেদ আলী সুলতানাবাদ কুরবানী ১৲ ১৬। মোহাঃ আবদুল হাকীম ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৭। কাদির গঞ্জ জামাত হইতে মার্ফত মৌঃ আবদুল হামীদ মিঞা কুরবানী ১০৲ ১৮। ডাঃ মোহাঃ ইসলাম, রাণী বাজার কুরবানী ১৲ ১৯। মোহাঃ আবদুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ২০। মোহাঃ আবদুল্লাহ মাষ্টার লোকনাথ হাই স্কুল কুরবানী ২৲ ২১। কাহিত পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ২০৲ কুরবানী ৫৲ ২২। মোহাঃ জয়নাল আবেদীন কুরবানী ২৲ ২৩। মোহাঃ সাইদুর রহমান রাণীবাজার এককালীন ৫৲

যিলা বগুড়া

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ জয়নুস আবদীন আখন্দ সাং কুষ্টিয়া পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ১০৲ ২। মোহাঃ কলিমুদ্দিন ক্লার্ক বগুড়া কালেকটরেট কুরবানী ১০৲ ৩। এলাহী বখস সরদার সাং তালন পোঃ ক্ষেতলাল কুরবানী ৩৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাম্মদ আলী সাহেব সং জামালপুর পোঃ জামাল গঞ্জ

৪। মোহাঃ তহির উদ্দিন প্রামানিক সাং বড়নগর পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ৫৲ ৫। মৌঃ মোহাঃ আবুস

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হোসেন শিক্ষক জামাল গঞ্জ হাই স্কুল পোঃ জামালগঞ্জ যাকাত ৫৲ ৬। মোহাঃ নায়েব আলী সরকার সাঃ ধুলাতর পোঃ নারায়ন পাড়া ফিৎরা ২৲ ৭। মোহাম্মদ আলী সাং দাদড়া জামাত পোঃ পারান পাড়া ফিৎরা ২৲ ৮। হাজী মোহাঃ এসহাক সাং চকবিলা পোঃ জামাল গঞ্জ ফিৎরা ১৲ ৯। মোহাঃ মইজ উদ্দিন সরদার মাডাপুর পোঃ জামাল গঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ১০। আবদুর রউফ মণ্ডল সাং চকবিলা পোঃ জামাল গঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ১১। মোহাঃ মহির উদ্দিন খান, চকবিলা পোঃ জামাল গঞ্জ ফিৎরা ৩৲ ১২। মোহাঃ আমেজ উদ্দিন ফকির সাং আটগ্রাম ক্ষেতলাল জিঃ বগুড়া ফিৎরা ৫৲ ১৩। মোহাঃ আবুল হোসেন মণ্ডল বানিয়া পাড়া ফিৎরা ৫৲ ১৪। মোহাঃ আবদুররসিদ মণ্ডল বানিয়া পাড়া ফিৎরা ১০৲ ১৫। আলহাজ মওঃ মোহাঃ মুজ্জাম্মেল হক শালুকডুবি জামাত হইতে পোঃ বানিয়া পাড়া ফিৎরা ১২৲ ১৬। মৌঃ মোহাঃ আজিম উদ্দিন মণ্ডল পালসা জামাত হইতে পোঃ জামাল গঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ১৭। মৌঃ মোহাঃ জছিমউদ্দিন আখন্দ নান্না হার পোঃ মোলাম গাড়ি হাট ফিৎরা ৩৲ ১৮। মোহাঃ একাজ উদ্দিন মণ্ডল সাং কুনিয়া পাড়া ক্ষেতলাল কুরবানী ৫৲ ১৯। মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস মণ্ডল সাং চকবিলা পোঃ জামাল গঞ্জ কুরবানী ৫৲ ২০। মোহাঃ নায়েব আলী সরকার সাং ধুলাতর জামাত হইতে পোঃ নারায়ন পাড়া কুরবানী ৩৲ ২১। কাযী মোহাঃ মুহসীন আলী সাং দসাড়া কাযী পাড়া জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ২২। মুন্সী আজিম উদ্দিন মণ্ডল পালসা জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ২৩। মোহাঃ মহসিন উদ্দিন সরদার সাং মাতাপুর জামাত পোঃ জামাল পুর কুরবানী ৫৲ ২৪। মোহাঃ মহির উদ্দিন খান সাং চকবিলা জামাত হইতে কুরবানী ২৲ ২৫। হাজী ইসহাক সাং মাতাপুর জামাল গঞ্জ কুরবানী ১৲ ২৬। কবিরাজ মোহাঃ শামছুদ্দিন সাং শাহাপুর জামাল গঞ্জ কুরবানী ২৲ ২৭। মোহাঃ আকবর আলী জামালপুর কুরবানী ২৲ ২৮। মোহাম্মদ আলী সরকার সাং জামালপুর কুরবানী ১৲

যিলা রংপুর

মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আমীর হামজা মোল্লা, শাহবাজ মোল্লাপাড়া পোঃ বামনডাঙ্গা এককালীন ২,৫০ ২। মোহাঃ আবদুল খালেক সহকারী শিক্ষক রাণীপুকুর হাই স্কুল পোঃরাণীপুকুর এককালীন ৮৲

যিলা দিনাজপুর

মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ ইয়াকুব আলী সাং আত্রাই পোঃ নূরুলহুদা ফিৎরা ৫০৲ কুরবানী ৫০৲

যিলা কুমিল্লা

আফিসে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ সৈয়দ আলী বেপারী সাং জাউতোলা পোঃ গোয়ালমারী ফিৎরা ৪,৭৫ কুরবানী ৫০

জুলাই মাস

ঢাকা যিলা

আদায় মাফত মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন সাহেব, সাং উজামপুর, পোঃ আজামপুর

১। মুন্সী মোঃ কফিলউদ্দিন বেপারী ১নং করআটিয়া পোঃ নাগরী যাকাত ২৲ ২। আবদুল ওয়াহেদ খান সাং উত্তরখান পোঃ আজামপুর কুরবানী ১,৫০ ৩। মৌহাঃ আলতাফ হাসেন খান সাং উজামপুর কুরবনী ১,৫০ উশর ৭৲ ৪। মুন্সী আঃ সামাদ ভূইয়া সাং নয়াখোলা পোঃ আজমপুর কুরবনী ১৲ ৫। মোহাঃ আজির উদ্দিন ভূইয়া সাং ভাদুরিয়া পাড়া কুরবনী ৩৲ ৬। মোহাঃ রোস্তম আলী খান সাং মাওনাঈদ কুরবানী ৪৲ উশর ১০৲ ৭। মৌঃ মোহাঃ আশরাফ আলী ভূইয়া সাং উজামপুর কুরবানী ১৲ ৮। মোহাঃ সলিম উদ্দিন খান ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৯। আদুল আলী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১০। মোহাঃ ইদলাম আলী ভূইয়া ঠিকানা ঐ কুরবানী

www.ahlehadeethbd.org

২৲ ১১। মোহাঃ কফিলউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১২। আবদুল ফাত্তাহ খান, উওর খান কুরবানী ১,২৫ ১৩। আবুল আসাদ ভূইয়া নয়াখোলা কুরবানী ০৫০ ১৪। মোহাঃ খোরশেদ উজামপুর কুরবানী ২৲

যিলা ময়মনসিং

দফতরে প্রাপ্ত

১। হাজী মোহাঃ ইয়াকুব আলী সাং ধুলটিয়া পোঃ পাথরাইল কুরবানী ৫৲

যিলা পাবনা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ শাহাবউদ্দিন সাং মাটি কোড়া পোঃ সলপ কুরবানী ১২,২০

যিলা কুষ্টিয়া

মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ সাদেক আলী সাং খারা-গোদা পোঃ কালু পোল একাকালীন ৫৲

যিলা যশোর

দফতরে প্রাপ্ত

১। মওঃ আবদুর রহমান সাং কিসমত ঘোড়াগাছা পোঃ সাগান্না এককালীন ১৲

যিলা রাজশাহী

মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ তমিজ উদ্দিন শাহ সাং হামিরকুৎশা পোঃ গোয়ালকান্দি কুরবানী ১০৲

যিলা বগুড়া

১। এ, কে, এম, জসিমউদ্দিন সাং নানাহার পোঃ মোলাম গাড়ীহাট ফিৎরা ২৲

যিলা রংপুর

মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ ইয়াছিন উদ্দিন মণ্ডল সাং তলুকরিফায়েতপুর পোঃ বাদিয়া খালী কুরবানী ৬০৲

যিলা ময়মনসিংহ

আগষ্ট মাস

১। মওঃ আবদুল কাদের সালাফী সাং সরাটৈল পোঃ মাকড়কোল টঙ্গাইল কুরবানী ৫০৲ ২। বল্লা জামাত আহলে হাদীস হইতে মার্ফত মৌঃ মোহাঃ লুৎফর রহমান ক্যাশিয়ার সাহেবের নিকট হইতে আদায় মওঃ আঃ হক হক্কানী সাহেব ফিৎরা ৪০০৲ এবং কুরবানী ৩০০৲

যিলা পাবনা

আদায় মারফত মওঃ মোহাঃ নূরুল্লহুদা সুপাঃ কামরখন্দ মাদ্‌রাসা পোঃ বি, জামতৈল—

১। মৌলবী মোহাঃ ইউনুষ মণ্ডল সাং চর বড়ধুল পোঃ বি, জামতৈল এককালী ১০৲ ২। মৌঃ মোহাঃ শেহাবউদ্দিন সাং চর বড়ধুল পোঃ পাইকশা ফিৎরা ২৫৲ ৩। মোহাঃ মিন্নৎ আলী প্রামানিক সাং পেস্তককুড়া পোঃ ঐ ফিৎরা ৫৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ নূরুলইসলাম ছিলালী কামারখন্দ ফিৎরা ৩৬৲ ৫। কারী মোহাঃ হারুনুর রসিদ ছোটকুড়া ফিৎরা ১৫৲ ৬। নাম অজ্ঞাত ফিৎরা ১৩৲ ৭। মাষ্টার মোহাঃ জালালউদ্দিন শেখ সাং বাঁসবাড়িয়া পোষ্ট ঐ কুরবানী ৫৲ ৮। মোহাঃ মুফিজ উদ্দিন সরকার সাং কুড়াউদয় পুর জামাত হইতে কুরবানী ১১৲ ৯। মোহাঃ সাবের আলী সরকার, পেস্তককুড়া পোঃ ঐ কুরবানী ৫৲ ১০। মোহাঃ আযিযুল হক বেপারী সং চরকুড়া দক্ষিণ পাড়া পোঃ ঐ ফিৎরা ১০৲ ১১। মোহাঃ জিনত আলী প্রাং সাং পেস্তককুড়া কুরবানী ৩৲ ১২। মুন্‌শী মোহাঃ আবুস ঈদ ও আবুবকর সিদ্দিক সাং স্থলচর পোঃ স্থল ফিৎরা ৪৫৲ ১৩। মোহাঃ মুফিজ উদ্দিন সরকার সাং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুড়া পেন্তক ফিৎরা ১৬৲ ১৪। মাষ্টার মোহাঃ আফজ উদ্দিন হালুয়া কান্দি ফিৎরা ১২৲

যিলা রাজশাহী

মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। এ, এস সেকেন্দার মিঞা সাং নারায়ন পাড়া পোঃ গাছা কুরবানী ১০৲ ২। আলহাজ মোহাঃ হাসান আলী মোল্লা সাং কাজি ভাতুড়িয়া পোঃ খোর্দ-মোহন পুর কুরবানী ১৫৲

যিলা বগুড়া

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মফছের আলী বেপারী সাং সালিখা পোঃ হরীখালী কুরবানী ৫৲ ২। মুঃ মোহাঃ খায়রুজ্জামান মণ্ডল সাং পাকুল্লা কুরবানী ১০৲ ৩। আবু মোহাঃ মজির উদ্দিন সাং বেগুন গ্রাম পোঃ কালাই সদকা ৫৲

যিলা কুমিল্লা

আদায় মারফত মওলবী মোহাঃ শামছুল হক সহ সভাপতি কুমিল্লা যিলা জমঈয়ত

১। মৌঃ আবদুল হালীম ফিৎরা ১৲ ২। মোঃ শামছুল হক কুমিল্লা ফিৎরা ৫৲ ৩। মৌঃ আবদুল ওয়াসেক মুক্তার ফিৎরা ২৲ ৪। মোহাঃ বজলুররহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট এককালীন ২৲ ৫। মুফিজ উদ্দিন মিঞা ফিৎরা ১২৲ ৬। বিখুয়াই শাখা জমঈয়ত হইতে ফিৎরা ২৪,২৫

সেপ্টেম্বর মাস

যিলা ঢাকা

আদায় মার্ফত মোহাঃ সায়াদাতুল্লাহ মাষ্টার সাহেব সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই

১। আলহাজ মোহাঃ দিয়ানাতুল্লাহ, ইকুরিয়া যাকাত ৫৲ ২। ইকুরিয়া পশ্চিম পাড়া আহলে হাদীস জামাত হইতে মার্ফত মোহাঃ সায়াদাতুল্লাহ মাষ্টার কুরবানী ৫৫৲ ৩। মোহাঃ আবদুল করিম বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২,৫০ ৪। আলহাজ মোহাঃ ছমেন উদ্দিন সাং তিতুলিয়া পোঃ ধামরাই কুরবানী ৩,৫০ ৫। মোহাঃ জয়নুল আবেদীন বেপারী ঠিকানাই কুরবানী ২৲ ৬। মোহাঃ সমিউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৭। হাজী মোহাঃ কলিম উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ৮। মোহাঃ দিয়ানতুল্লাহ বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৪,৩৪ ৯। আবুল হাসেম বেপারী সাং ইকুরিয়া কুরবানী ৫৲ ১০। মোহাঃ জিয়াউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১৪। হাজী আবদুল কুদ্দস ও আজগর হোসেন সাং ইকুরীয়া কুরবানী ২৲ ১২। মোহাঃ জরিপ আলী বেপারী ও মোহাঃ বসির উদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ১৩। মোহাঃ আযিযুল হক ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৫৲ ১৪। আলহাজ মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲

(২) আদায় মার্ফত মৌঃ মোহাঃ গিয়াস উদ্দিন সাহেব, সাং বেরাইদ

১৫। মড়ল পাড়া জামাত হইতে মার্ফত মোহাঃ আবদুল বাসেদ সাং ও পোঃ বেরাইদ ফিৎরা ১০০৲ ১৬। মাষ্টার আবদুস সালাম ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ১৭। বেরাইদ পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ২৫৲ ১৮। আসকার টেক জামাত হইতে মারফত আবদুস সাদেক ফিৎরা ১৫৲ ১৯। তালুকদার পাড়া হইতে ফিৎরা ১০০৲ ২০। চিনাদী জামাত হইতে মারফত মোহাঃ রহমতুল্লাহ সওদাগর বেরাইদ ফিৎরা ৭৫৲ ২১। বেরাইদ পূর্বপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫০৲ ২২। বেরাইদ ভূইয়া পাড়া জামাত হইতে মারফত হাজী আতি কুল্লাহ ফিৎরা ৩০৲।

যিলা ময়মনসিংহ

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ হাসর উদ্দিন মুন্সী সাং তেঘরিয়া পাড়া পোঃ ঝগড়ার চর এককালীন ১৫'৫০।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth January 1970 Regd. No. DA- 59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়

- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।

- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।

- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।

- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org